# চণ্ডীতলার মন্দির

( সামাজিক নাটক )



শ্রীকানাইলাল নাথ

প্রণীত

অম্বিকা নাট্য কোম্পানীতে যশের সহিত অভিনীত।

প্রকাশক—শ্রীঅরুণ নাথ

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

| | |
|---|---|
| ভৈরব পুস্তকালয় | নির্ম্মল বুক এজেন্সী |
| ১৩/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, | ১৮/বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট |
| কলিকাতা—১২ | কলিকাতা—১২ |
| সাহা বুক ষ্টল | কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী |
| ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, | ৩৬৮, রবীন্দ্র সরণি, |
| কলিকাতা—১২ | কলিকাতা—৬ |

গ্রন্থ লাইব্রেরী, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বলুন, বলুন আপনারা—আমি সতী না অসতী? কার কথা?
সারা সংসারের কাছে অবিশ্বাসিনী এক নারীর কথা।
কিন্তু কেন? কি তার অপরাধ? এম. এ., বি-টি, স্কুল মাষ্টার মহীতোষ
তার স্বামী—আদর্শের মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে হোল পদচ্যুত।
বেকার স্বামী—ক্ষুধার্ত্ত সংসার—রুগ্ন সন্তান—অন্ধ শাশুড়ী।
তাইতো তপতী স্বামীকে বলে: ওগো, বাঁচতে হোলে অর্থ চাই।
মহীতোষ বলে: সত্য, কিন্তু আদর্শ বা আভিজাত্য বিসর্জ্জন দিয়ে নয়।
তাহলে আমাকে চাকরী করতে দাও। আমি অভিনয় জানি—অভিনয়ের
মাধ্যমে রোজগার করি।
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এলো মনোমালিন্য—দিন যায়—অভাব বাড়ে—অনাহারে
অনিয়মে মহীতোষ হোল টি.বি. রোগগ্রস্ত। ধৈর্য হারাল তপতী—ইচ্ছার
বিরুদ্ধেও হোল সিনেমার অভিনেত্রী।
সিনেমা পরিচালক বাসুকী নাগ বলে: তপতী আমি তোমাকে ভালবাসি।
মহীতোষের ভাই দেবতোষ বলে: বৌদি চরিত্রহীনা।
তপতী বলে: না না, ভুল—সব ভুল।
মহীতোষ মানে না, অন্ধ মা রুগ্ন ছেলে নিয়ে পথে নামে, দিন যায় মাস যায়
—কুলী চাই বাবু, কুলী? মহীতোষ মোট বইছে। ছেলের অসুখ—ওষুধ
চাই, অন্ধ মা ক্ষিধেয় কষ্ট পাচ্ছে—পয়সা দাও।
চুপ কর বেটা—মোট বইতে পারবি না তো মাথায় নিলি কেন? দামী
ক্যামেরাটা ভেঙ্গে দিলি—পয়সা চাইলে পিটুনি খাবি। যা ভাগ—
বিধি বিরূপ। শুধু ছেলে আর মা নয়—নিজেও অনাহারে মৃত্যুমুখে।
ছাত্রী সান্ত্বনা আসে, ভুলের পর্দা সরিয়ে বলে: দেখুন স্যার কে এসেছে।
একি—কে তুমি! তপতী কি দেখতে এলে? ছেলে মরেছে—মা মরেছে
—আমিও মরতে চলেছি। তপতী বলে: স্বামী!!
—চুপ কর।
—না গো না, চীৎকার করে বলবো, শুরু থেকে সবাই শুনেছেন—
দেখেছেন। বল তুমি, বলুন সবাই—আমি সতী না অসতী?

নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায় সগৌরবে অভিনীত
অসংখ্য জনসাধারণের প্রশংসাধন্য করুণ মর্ম্মস্পর্শী নাটক

# সতী না অসতী

রচনা—কানাইলাল নাথ।

# উৎসর্গ

সৌখীন সম্প্রদায়ের স্বনামধন্য অভিনেতা
পরম পূজনীয় পিতৃদেব
স্বর্গীয় হাজারীলাল নাথের পবিত্র স্মৃতিস্মরণে
উৎসর্গীত এই চণ্ডীতলার মন্দির।

পূর্ব্বপাড়া,
বনগ্রাম, ২৪ পরগণা।

প্রণত:
কানাই।

## ॥ পরিচয় ॥

ঃ পুরুষ ঃ

| | |
|---|---|
| গিরিজাশংকর | উদয়পুর সরকারের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান |
| বিরজাশংকর | ঐ মধ্যম ভ্রাতা বর্ত্তমান দেওয়ান |
| উমাশংকর | ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতা |
| মণিশংকর | বিরজাশংকরের পুত্র |
| বিশ্বনাথ | ঐ পুরাতন ভৃত্য |
| গোপীনাথ | বিরজাশংকরের শ্যালক |
| গজেন দত্ত | রায়বাহাদুর |
| ইন্দ্রনারায়ণ | উদয়পুর রাজার দত্তকপুত্র বর্ত্তমান কুমার |
| আটকড়ি আচার্য্য | ধনী সুদ ব্যবসায়ী |
| রাজু | ঐ পুত্র |
| নবীন মোড়ল | গরীব প্রতিবেশী |
| জ্ঞান পাগলা | অর্দ্ধোন্মাদ ভিক্ষুক |

ঃ স্ত্রী ঃ

| | |
|---|---|
| জয়াবতী | গিরিজাশংকরের স্ত্রী |
| সুধামুখী | বিরজাশংকরের স্ত্রী |
| শান্তি | গিরিজাশংকরের কন্যা |
| গৌরী | আটকড়ির ভাগ্নী |

প্রতিবেশী বালিকাগণ।

# চণ্ডীতলার মন্দির

## প্রথম অংক

### প্রথম দৃশ্য

গিরিজাশংকরের বাড়ীর একাংশ

**( প্রতিবেশী বালিকাগণের প্রবেশ )**

( তাহাদের কাহারও হাতে শংখ, কাহারও হাতে মংগল ঘট, কাহারও মাথায় বরণডালা ও অন্যান্য মাংগলিক সামগ্রী )

**গীত**

বালিকাগণ। আয়রে ভাই উলু দে, ঘটা করে শাঁখ বাজা।
কাজের বাড়ীর এয়ো মোরা, আহা আজ কি মজা॥
যাচ্ছি মোরা জল সাধিতে
বাকী আছে বরণ করিতে
চল্ সব পা চালিয়ে, বরণকুলো মাথায় নিয়ে।
জন্মদিনের আয়ু নিয়ে মণি যেন হয় রাজা॥

**( গীতান্তে ব্যস্তভাবে উমাশংকরের প্রবেশ )**

উমা। কাজ, কাজ, কাজ। বাপরে বাপ—সেই সকাল থেকে এতখানি বেলা কাজের ঠেলায় চোখে দেখছি অন্ধকার। বসে একটু বিশ্রাম তো দূরের কথা, নিশ্চিন্তে নিশ্বাস ফেলবার নেই অবসর।

১ম বালিকা। কি হোল উমাদা! আপন মনে বকুতে বকুতে যাচ্ছ কোথায় ?

উমা। যাচ্ছি তোদের খোঁজে। লগ্ন বয়ে যাচ্ছে খেয়াল নেই। মংগলঘটের জলে মণিশংকরকে স্নান করাবি না। বরণডালা সাজিয়ে বরণ করবি না। যা যা, শীঘ্রি যা—দেখগে বড়বৌদি রেগে এতক্ষণ আগুন।

১ম বালিকা। তাইতো রে, জল সাধতে অনেক দেরী হয়েছে। চল চল, সব শীঘ্রী চল। [ বালিকাগণের প্রস্থান ]

উমা। বাপরে বাপ, বৌ দেখেছি ঢের ঢের, কিন্তু বড়বৌদির মত বৌ আর একটিও দেখিনি। সব ভুলবে, কিন্তু মণিশংকরের জন্মদিনটির কথা ভুলবেন না। আর জন্মদিন তো নয়, যেন বিয়ের উৎসব। বাড়ী ভর্তি লোক, কুটুম্ব, ঝি-চাকরদের দৌড়োদৌড়ি। রং-বেরঙের বাজী বাজনা আর—

## ( গোপীনাথের প্রবেশ )

গোপীনাথ। লুচি সন্দেশের ছড়াছড়ি। আরাম করে খানাপিনা সেই সংগে কাঙাল গরীবের হুড়োহুড়ি, রাজা-মহারাজার আনাগোনা। কেমন, তাই নয়?

উমা। আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু আপনি অনুগ্রহ করে হঠাৎ এত আগে থেকে?

গোপীনাথ। না ডাকতেই এসে গেলাম। আরে না এসে কি পারি? হাজার হোক নিজের ভাগ্নে, আর একমাত্র ভাগ্নের জন্মদিন। কিন্তু হাঁ হে উমাশংকর। তোমার মেজবৌদি, মানে আমার দিদিটি কোথায়?

উমা। খুঁজে দেখতে হবে।

গোপীনাথ। সেকি! তার নিজের ছেলের জন্মদিন—ধরতে গেলে এ উৎসব তার নিজের। কোথায় কে এলো, কে কেমন থাকলো, খোঁজ-খবর সে নিজেই নেবে—তা নয়, তাকেই খুঁজতে হবে!

উমা। হ্যাঁ, তাইতো ভাবছি। মেজদা দেওয়ানি পেয়ে রোজগার করবার পর থেকে মেজবৌদির যা মেজাজ হয়েছে, তাতে বড়বৌদি না থাকলে এ বাড়ীতে লোক কুটুম্বের আদর আহ্বান জন্মদিনের আমোদ উৎসব তো দূরের কথা, মরে গেলেও কেউ দেখতে আসবে না।

গোপী। তাই নাকি ?

উমা। আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু অনুগ্রহ করে আপনি এখানে আর দাঁড়াবেন না, ওদিকে গিয়ে আপনার দিদির সন্ধান করুন। এটা ভিতর বাড়ীর পথ, এখুনি মেয়েদের যাওয়া আসা সুরু হবে।

গোপী। হ'লোই বা, আমি কি তাদের হাত ধরে টানবো নাকি।

উমা। না, হাত ধরে টানবার সাহস আপনার নেই। তবে গয়নাগাঁটী হারাবার সম্ভাবনা আছে।

গোপী। কি, এতবড় কথা। নিমন্ত্রণ করে বাড়ীতে ডেকে এনে অপমান। আমি—

উমা। নেশাখোর বা লম্পট, একথা কানেই শুনেছি, চোখে দেখিনি। তবে চুরি-ছ্যাঁচড়ামির স্বভাব হয়েছে, এটা আমি জেনেছি।

গোপী। বটে ? আমি নেশাখোর, লম্পট, চোর। ঠিক আছে, আসুক আগে দিদি, সব কথা বলে আজই এর বিহিত না করি, তাহলে আমি—

উমা। বাপের বেটা নন। কিন্তু সাবধান গোপীনাথবাবু ! মনে রাখবেন এটা কাজের বাড়ী। আপনি আমাদের নিমন্ত্রিত। মেজদার একমাত্র শালা, আমাদের পরমাত্মীয়। বৃথা চেঁচামেচি করে বিশৃঙ্খলার চেষ্টা করবেন না।

গোপী। করব না মানে—আলবৎ করব। তাই বলে এই অপমান আমি নীরবে সহ্য করব ? কেন—কিসের জন্য ?

উমা। আপনার এই জঘন্য স্বভাবের জন্যে।

গোপী। ( কঠিন কণ্ঠে ) উমাশংকর !

উমা। চুপ্। ভেবেছিলাম আজকের দিনে কিছুই বলব না, কিন্তু না বলেও আর পারছি না। বলুন—মেজদা দেওয়ানি পাওয়ার পর থেকে গোপনে আপনি এ বাড়ীতে যাতায়াত সুরু করেছেন। সত্য মিথ্যা বলে মেজবৌদির মনটা বিষয়ে তুলেছেন। চুরি করে বোনের সাহায্যে গোপনে কিছু গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করছেন।

গোপী। না না, মিথ্যা—একদম মিথ্যা।

উমা। সাবধান সত্যবাদী পুরুষ। আপনার শয়তানী আর কেউ না জানলেও আমি জেনেছি। তাই বলছি, আত্মীয়—আত্মীয়ের মত থাকবেন। প্রয়োজনে সাহায্য করব, সম্মান দিয়ে মাথায় তুলে রাখব। আর তা না করে সত্যই যদি এ সংসারের শান্তি নষ্ট করতে চান, তাহলে বড়দা, বড়বৌদি, মেজদা, মেজবৌদি, এমনকি এ সংসারের সবাই আপনাকে ক্ষমা করলেও, আমি ক্ষমা করব না।

গোপী। কি করবে ?

উমা। কান দুটো কেটে, মুখে চুনকালি মাখিয়ে জন্মের মত এই উদয়পুর থেকে তাড়িয়ে দেব। সাবধান !

[ প্রস্থানোদ্যত ]

গোপী। ঠিক আছে। মনে থাকবে এ কথা

উমা। ( ফিরিয়া ) তাহলে ঐ সঙ্গে একথাটাও মনে রাখবেন, অতিথি নারায়ণ। অনুগ্রহ করে যখন পায়ের ধূলো দিয়েছেন, তখন মিষ্টিমুখটাও সেরে যাবেন। কাজ আছে, চলি—নমস্কার।

[ বিদ্রূপভাবে নমস্কার করিয়া প্রস্থান ]

গোপী। আশ্চর্য্য ! ভাবলাম জামাইবাবু দেওয়ানি পেয়ে দু'হাতে

টাকার বাণ্ডিল আনছে। এই সময় দিদিকে ফুসলে নিজে একটু গুছিয়ে নেব। গৌরীর সংগে বিয়েটা করব। কিন্তু এখন দেখছি, দিদিরা এক সংসারে থাকলে তো হবে না। এ বেটা সব জেনে ফেলেছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। দিদিকে ভজিয়েছি যখন, তখন আর ভাবনা নেই। দু'দিন বাদে যা করতাম, আজই তা হবে। আর সে সুযোগ মণিশংকরের এই জন্মদিনেই—

## ( বলিতে বলিতে সুধামুখীর প্রবেশ )

সুধা। জন্মদিন—জন্মদিন। প্রতিবারেই বড়বৌ এই জন্মদিনের আয়োজন করবে, আর ঘরের টাকা মুঠো মুঠো খরচ হবে। না না, এসব অন্যায় আবদার কিছুতেই আমি—

গোপী। সহ্য করিসনে দিদি, কোনদিন তুই সহ্য করিসনে।

সুধা। নিশ্চয় করব না। কিন্তু তুই! হাঁরে, কখন এলি? বাড়ীর মধ্যে যাসনি কেন?

গোপী। না দিদি, বিনা নিমন্ত্রণে এসে বাড়ীর মধ্যে যেতে ঠিক সাহস পাচ্ছি না।

সুধা। সেকি! বিনা নিমন্ত্রণে এসেছিস, মণিশংকরের জন্মদিনে তোর নিমন্ত্রণ হয়নি! হাঁরে, একি সত্যি?

গোপী। সত্যি দিদি। তুই বিশ্বাস কর, এতদিন যা বলেছি, আর আজ যা বলছি—সব সত্যি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সহজেই তুই বিশ্বাস করতে চাসনে।

সুধা। কেন যে করিনে, তা তুই বুঝবিনে গোপীনাথ। ওরে বারো বছর বয়সে এ সংসারের বউ হয়ে এসেছি। সবাইকে আমি নিজের মত ভালবেসেছি।

গোপী। তুই বাসলে কি হবে, এরা তো বাসে না। তাই যদি হ'ত, তাহলে তোর ছেলের জন্মদিনে তোর ভাইকে নিমন্ত্রণ না করে, এই অপমান করতে পারত ?

সুধা। গোপীনাথ !

গোপী। তবু এলাম দিদি। ভাবলাম তোর ছেলে, আমার ভাগ্নে। খাই, না পাই, শুভদিনে আশীর্ব্বাদটা করে আসি (কৃত্রিম কান্নার ভঙ্গিতে) কিন্তু বুঝলি দিদি, এখন ভাবছি গরীব হয়ে বড়লোক ভগ্নিপতির বাড়ীতে এসে ভুল করেছি।

সুধা। কেন, কি হয়েছে ?

গোপী। তোর ছোট দেওর, ওই উমাশংকর—

সুধা। উমাশংকর ! কি করেছে উমাশংকর ?

গোপী। মুখের উপর বাপ-মা তুলে গালাগালি করলে। আর বললে, বিনা নিমন্ত্রণে বাড়ীর মধ্যে কেউ আসতে পারবে না। অনাহূতের মত ছুটো খেতে হলে, কাঙাল গরীবের সংগে বাড়ীর বাইরে দাঁড়াতে হবে —সময় মত পাতা পেতে বসতে হবে।

সুধা। সে কি ?

গোপী। বিশ্বাস কর দিদি, আরও বললে—এ নাকি তার বড়দা ও বৌদির হুকুম।

সুধা। হুকুম। ওঃ বড়দি ! আর কত রকমের তোমরা শক্রতা করবে। আমারই স্বামীর রোজগারে সবাই মিলে বসে বসে খাচ্ছে, আর আমার একটামাত্র ভাই, তাকে নিমন্ত্রণ না করে তার উপরেই হুকুম চালাচ্ছে। না না, আর বিশ্বাস নেই। এরা আমাকে—

গোপী। পথে বসাবে দিদি ! তোরই স্বামীর রোজগারের টাকা সব ওই বড়কত্তা আর বড়বৌ হাতিয়ে নিচ্ছে। আর কত্তা-গিন্নী হয়ে

তোরই উপর হুকুম চালাচ্ছে। ভেবে দেখ, এতবড় সংসারে জামাইবাবু একা রোজগার করে, অথচ তোর হাতে না আছে দুটো পয়সা, না আছে ভাল কাপড়, পাঁচখানা দামী গয়না। বুঝে দেখ দিদি—এখনও বুঝে দেখ।

সুধা। বুঝেছি রে, এতদিন বুঝিনি। কিন্তু তোর কথায় এবার সব বুঝেছি। না না আর নয়, এবার থেকে আমি—

**( জ্ঞান পাগলের প্রবেশ )**

জ্ঞান। ভাঙতে শুরু করবে। না না, ও কাজ করো না মা'ঠান—ও কাজ করো না।

গোপী। কে তুই ?

জ্ঞান জ্ঞান পাগলা। কাজের বাড়ী দুটো খাবার আশায় ওই বাগানের ধারে বসে ঝিমুচ্ছিলাম। হঠাৎ চোখ চেয়ে দেখতে পেলাম একটা ধ্বংসের ধুমকেতু ধ্রুবতারার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সুধা। ভিক্ষুক।

জ্ঞান। ভেঙো না মা'ঠান। ভাঙলে মুহূর্তে ভাঙা যায়। কিন্তু গড়তে অনেক কষ্ট। আজও মনে পড়ে ঠিক এমনিই ছিল একটা সুখের সংসার, চারিদিকে ছিল তার আত্মীয় পরিজন। কিন্তু আজ সব—

সুধা। কি হয়েছে ভিক্ষুক—কি হয়েছে ?

**( জ্ঞান পাগলের গীত )**

হিংসার আগুনে পুড়ে হয়ে গেছে ছাই।
হারায়ে সব স্মৃতিটুকু নিয়ে আছি তাই॥
ওগো মিনতি আমার
করেছ যা করো নাকো আর
চলার পথ ছেড়ে এসো হে ফিরে।
নইলে দেখব শেষে আপন বলে কিছু আর নাই।

গোপী। চুপ কর, চুপ কর অপদার্থ।

জ্ঞান। অপদার্থ হলেও তোর মত অমানুষ নই।

গোপী। কি বললি বেটা পাজি বদমায়েস, তোকে আমি—

[ মারিতে উদ্যত ]

জ্ঞান। ( মুহূর্তে হাত ধরিয়া কহিল ) সাবধান বিভিষণের জাত। গায়ের জোরে ভিক্ষুককে মানুষের মর্যাদা না দিতে চাও, দিও না। কিন্তু অকারণে তাকে আঘাত করো না। তাহলে—

গোপী। তাহলে ?

জ্ঞান। এই সহায় সম্বলহীন ভিখারীর দল তোমাকে ক্ষমা করলেও, ভগবান কোনদিন ক্ষমা করবেন না। [ প্রস্থান ]

গোপী। যত সব—( সুধামুখীর প্রতি ) দিদি, ও দিদি !

সুধা। ( চিন্তিত মনে ) এঁ্যা !

গোপী। কি রে, একটা পাগলের কথায় তুই ভাবতে লাগলি ? তাহলে ভাব। আমি এই অপমান নিয়ে বাড়ী যাই।

সুধা। নারে গোপীনাথ, যাসনে।

গোপী। কি করব, থাকতে যে সাহস হচ্ছে না। এখানে এসে তোর সঙ্গে দেখা করি, এসব এদের সহ্য হয় না, তাই এই অপমান করলে। এরপর থেকে গেলে, মুখ দেখাদেখি বন্ধ করতে হয়ত চুরি-ছ্যাঁচড়ামির অপবাদ দেবে ?

সুধা। কি বললি ? তোর সংগে আমার মুখ দেখাদেখি বন্ধ করতে অকারণে তোকে চুরি-ছ্যাঁচড়ামির অপবাদ দেবে ?

গোপী। আমার তো তাই মনে হয়।

সুধা। বেশ। তাই যদি বুঝে থাকিস, তাহলে আমারও শেষ কথা. তুই থেকে যা গোপীনাথ। তাদের যেমন ভাইয়ের বাড়ী—তোরও তেমনি বোনের বাড়ী। খুশীমত থাকবি, খাবি, বেড়াবী।

নেপথ্যে ) জয়াবতী। মেজবৌ, মেজবৌ—

সুধা। ওই ডাক পড়েছে। শোন্ এখুনি তুই বাড়ীর মধ্যে যাসনে দূরে দূরে থাক, আমি যাচ্ছি! [ প্রস্থানোদ্যত ]

গোপী। দিদি—

সুধা। না না, আজ আর কারও ভয় করব না—কোন অনুরোধ রাখব না। এসেছিস যখন, তখন দেখেই যা—ভাইকে অপমান করার মজা কেমন হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিই। [ প্রস্থান ]

গোপী। হাঃ হাঃ হাঃ—এক চালেই কাম ফতে। কিন্তু নিমন্ত্রণ করেনি বলে জলজ্যান্ত মিথ্যেটা তো বললাম, যদি প্রমাণ করে। ঠিক আছে, একদিক গেলেও আর একদিক আছে। চুরি, ছ্যাঁচড়ামি যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে তাতেও আমার—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হবে। তারপর দেখি উমাশংকর, বড়কর্ত্তা আর বড়বৌ—তোমাদের এই কর্ত্তাগিরি ভাঙতে পারি কি না। [ প্রস্থান ]

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

গিরিজাশংকরের ভিতর বাড়ী

### ( জয়াবতীর প্রবেশ )

জয়াবতী। মেজবৌ, ও মেজবৌ! নাঃ, এখানেও নেই। ছিঃ ছিঃ কাজের বাড়ী আর তোর নিজের ছেলের জন্মদিন—তোর নিজেরই পাত্তা নেই। দুর দুর এত করে বলি মেজবৌ, এ সংসারে তুই যদি এত ভাববি, নিজের হাতে সব কিছু করবি—তাহলে এ বাড়ীতে বড়বৌ হয়ে বেঁচে আছি কি করতে?

### ( বিরজাশংকেরের প্রবেশ )

বিরজা। বেঁচে আছো এই সংসারকে স্বর্গসুখে ভরিয়ে তুলতে। মায়ের স্নেহ আর কর্ত্রীর কর্ত্তব্য করে সব ভয় ভাবনা থেকে আমাদের অব্যাহতি দিতে। কিন্তু ব্যাপার কি বৌদি! মেজবৌকে খুজছ কেন?

জয়াবতী। শোন কথা, খুঁজব না মেয়েরা যে বরণডালা সাজিয়ে বসে আছে। তার ছেলেকে সে-ই তো আগে বরণ করবে, সে-ই তো আগে আশীর্ব্বাদ করবে।

বিরজা। থাক্ বৌদি, আশীর্ব্বাদটা তুমিই করগে। আর ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে বলগে, ঠিক আমার মত আমার ছেলে মণিও যেন—

জয়াবতী। কি করবে?

বিরজা। আমরণ তার এই বড়মার অনুগত হয়ে থাকে।

জয়াবতী। মেজ ঠাকুরপো!

বিরজা। মেজ ঠাকুরপোর কথা থাক বৌদি! এখন ধর—কাজের বাড়ী কোন্ সময় কি লাগে বলা যায় না, বেতন পাওয়ার বিলম্ব তাই

কাছারী থেকে আগাম কিছু টাকা নিয়ে এলাম। [ টাকা বাহির করিল ]

জয়াবতী। বেশ করেছ। যাও মেজবৌয়ের কাছে রাখগে।

বিরজা। মেজবৌ! কোথায় পাব তাকে।

জয়াবতী। কেন, কি হয়েছে?

বিরজা। ফুলে ঢোল, ফেঁপে কলাগাছ হয়েছে। শুরু হয়েছে, বৌদি—শুরু হয়েছে।

জয়াবতী। কিসের কথা বলছ মেজ ঠাকুরপো। কি শুরু হয়েছে?

বিরজা। মনের আকাশে দুর্যোগের কালো মেঘ জমতে শুরু হয়েছে।

জয়াবতী। সেকি! কিন্তু কেন?

বিরজা। এই উদয়পুর রাজসরকারে দীর্ঘদিন বড়দা দেওয়ানী করবার পর শেষ বয়সে অবসর নিয়ে মাত্র এক বছর হল সেই পদে আমাকে বহাল করেছেন। বর্তমানে এ বাড়ীর উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি একা আমি। কেমন, তাইতো?

জয়াবতী। হ্যাঁ। তাতে হয়েছে কি?

বিরজা। অনেক। আমার স্ত্রী আমার উপার্জ্জনের একটা পয়সাও হাত পেতে পায় না। খুশীমত দান-ধ্যান, অপদার্থ ভাইকে ভরণ-পোষণে সক্ষম হয় না। এই আপশোষে—

জয়াবতী। কি করেছে।

বিরজা। মনের আকাশে দুর্যোগের মেঘ জমিয়ে রাখছে। সুযোগ বুঝেই প্রলয় শুরু হবে।

জয়াবতী। আঃ থাম দেখি, শুভদিনে ওসব কথা আর বলনা। কদিন ধরে আমি শুনছি মেজবৌ-মেজবৌ। মেজবৌকে আমি চিনি। তোমার বিয়ে দিয়ে বারো বছর বয়সে তাকে আমি ঘরে এনেছি শুধু জা ভেবে নয়, বোনের মত ভালবেসেছি। বুঝি, ওর মুখটা শক্ত, কিন্তু মনটা নয়। তাছাড়া

তোমাকেও বলছি ঠাকুরপো, তুমিও একটু হিসাব করে চল।

বিরজা। যথা—

জয়াবতী। উপায় করতে শিখে দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছ। মেজবৌয়ের ভাল কথা সইতে পার না, তার আবদার অভিযোগ দেখ না।

বিরজা। অভিযোগটা যদি মিথ্যা হয়, আবদারটা যদি অন্যায় হয়?

জয়াবতী। তাহলেও দেখতে হবে। কারণ স্বামীর কর্ত্তব্য স্ত্রীকে সুখী করা।

বিরজা। মাপ কর বৌদি, এমন সুখী তাকে আমি কোনদিনই করতে পারব না।

জয়াবতী। কেন মেজ ঠাকুরপো? কি চায় মেজবৌ?

বিরজা। সে চায়, আমার উপার্জ্জনের সব টাকা নিজের হাতে নিতে। তোমার পরিবর্ত্তে সংসারের কর্ত্রীপনা করতে।

জয়াবতী। নিশ্চয় করবে। বড় বউ হয়ে এ সংসারে কর্ত্রীপনা এতদিন অনেক করেছি। এখন সে যদি আমার দায়িত্ব নিতে চায়, নেবে। এ তো আনন্দের কথা।

বিরজা। না না—এ অসম্ভব।

জয়াবতী! মেজ ঠাকুরপো! অসম্ভব কি সম্ভব সে আমি বুঝবো। তাছাড়া এটা সংসারের মধ্যে মেয়েদের ব্যাপার। পুরুষ হয়ে এর মধ্যে মাথা গলাতে এসো না।

বিরজা। বৌদি!

জয়াবতী। ভগবান সাক্ষী রেখে বলছি ঠাকুরপো, তোমাদের নিয়ে বড় কষ্ট করে এই সুখের সংসার গড়ে তুলেছি। যে যা চায়, তাকে তাই দেব। তবু সামান্য ভুলে, এ সাধনার সংসার ভাঙতে আমি দেব না।

( গিরিজাশংকরের প্রবেশ )

গিরিজা। ভাঙবে বড়বৌ, ভাঙবে। কাজের বাড়ী, চারিদিকে লোকজনের আনাগোনা, চাকর-বাকরের দৌড়াদৌড়ি। নস্ট হওয়ার জিনিষ থাকলে নস্ট হবে, ভাঙবার জিনিষ থাকলে দু'চারটে ভাঙবে। তাই বলে বকাবকি করা চলবে না—রাগারাগি করলে মিলবে না।

জয়াবতী। হা আমার কপাল! শুনলে মেজঠাকুরপো, শুনলে? কি বললাম, আর কি শুনলো।

গিরিজা। তার মানে?

জয়াবতী। মানে—পাগলা গারদ।

গিরিজা। পাগলা গারদ!

জয়াবতী। হ্যাঁ। ধান বললে কান শুনছ, ভাল কথায় যখন মন্দ ভাবছো, তখন দেরী নেই—শীঘ্রই সেখানে যেতে হবে।

গিরিজা। ঠিক বলেছ বড়বৌ, ঠিক বলেছ। সময় বুঝে আমি নিজে সেখানে একদিন (মুহূর্তে ভাবিয়া) এঁ্যা, তাই বলে পাগলা গারদে যাব? (রাগিয়া) দেখ বড়বৌ, একা যখন তখন যা তা বল, সে একরকম সহ্য হয়। কিন্তু উপযুক্ত উপায়ক্ষম ভাইদের সামনে যা তা বোল না। তাহলে তোমাকে আমি—

বিরজা। বড়দা!

গিরিজা। এই হতভাগা তুই এখানে কি করছিস? কাজের বাড়ীর কে কি করছে, কোথায় কি হচ্ছে, সে সব দেখবি—তা নয় এই ভিতর বাড়ীতে এসে—

বিরজা। দেখশুনা করছি।

গিরিজা। দেখাশুনা করছিস? কি দেখছিস—এখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস?

বিরজা। এতখানি বেলায় কোথায় গিয়েছিলে, আর এসব কি নিয়ে এলে?

গিরিজা। (আনন্দে) ওঃ তাই বল। গিয়েছিলাম বাজারে। কেন জানিস? মণিশংকরের জন্মদিন। তাই আজ বললে—জ্যাঠামণি, এবার জন্মদিনে হীরে বসানো আংটি নেবো। তাইতো নিয়ে এলাম এই আংটি। এই দ্যাখ্। (আংটি বাহির করিল)

জয়াবতী। (নিজের হাতে লইয়া) বাঃ বাঃ, সুন্দর হয়েছে। হাঁাগো, দাম নিয়েছে কত?

বিরজা। তিন চারশো হবে।

গিরিজা। থাম হতভাগা। (ভেংচাইয়া) তিন চারশো হবে। তিন চার হাজার হোক, তাতে তোর কি? আমি কি তোর উপার্জ্জনের টাকা নিয়ে মণিশংকরের এই জন্মদিন উৎসব করি? মণিশংকর তোর ছেলে হলেও, আমার ভাইপো—এবাড়ীর একমাত্র সন্তান। তার কল্যাণে আমি যা খুশী তাই করবো। ও বড়বৌ, যাও, তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে দাও। হাঁ করে দেখছো কি?

জয়াবতী। দেখছি না, ভাবছি।

গিরিজা। ভাবছো!

জয়াবতী। (রাগিয়া) হাঁ্যা ভাবছি। ভাইপো আব্দার করেছে তাই আংটি এনেছ। কিন্তু আমি যে তাকে বিছে বাজু দিয়ে আশীর্ব্বাদ করবো ভেবেছি, আমার সে বিছে বাজু কই?

গিরিজা। যাঃ বাবা। ভেবে মনে মনে রাখলে হবে, আমাকে বলতে হবে তো।

জয়াবতী। বলার সময় দিয়েছ। সকালে উঠে মাথার টিকিটি তো দেখবার উপায় নেই। যাক্ এখন স্বর্ণকারের দোকানে হয় নিজে যাও, নয় লোক পাঠাও। নইলে—

বিরজা। নইলে কি বৌদি?

গিরিজা। বাজারে হয়ত নিজেই যাবে। তা গেলে মন্দ হবে না। বুড়ো বয়সে যে সাজের বাহার দিয়েছ, তা দেখলে স্বর্ণকার বিছে বাজু এমনিই দেবে। দামের আর দরকার হবে না।

জয়াবতী। মুখ সামলে কথা ব'লো বলছি। একা পেয়ে যখন যা খুশী তাই বল, কিন্তু মেজ ঠাকুরপোর সামনে অপমান ক'রো না। তাহলে তোমাকে আমি—

বিরজা। বৌদি—

জয়াবতী। তোমার দাদাকে বাজু এনে দিতে বল মেজ ঠাকুরপো। ওঃ, ভাইপোর হাতে আংটি পরিয়ে তার হাসিমুখ দেখবেন উনি, আর কান্না শুনবো আমি। না না আমি তা পারবো না। এই শেষ কথা বলে গেলাম, মনে থাকে যেন হঁ্যা—                [ রাগভরে প্রস্থান ]

গিরিজা হাঃ হাঃ হাঃ। এই হতভাগা, এতক্ষণ তো আমার দোষটাই দেখছিলি। এখন তোর বৌদির কথাগুলি শুনলি?

বিরজা। শুনছি বড়দা, সব শুনছি। তাইতো বলছি, তোমার এই অবসর জীবনে যে কটা টাকা সঞ্চিত আছে তাই দিয়ে মণিশংকরের জামা, জুতো লেখাপড়া আর বছর বছর এই জন্মদিনের বিরাট উৎসবে খরচ করলে আর কতদিন চলবে?

গিরিজা। চলবে নারে আর বেশী দিন চলবে না। এরপর তোর ছেলের লেখাপড়া, আব্দার অভিযোগ, আর এই জন্মদিনের উৎসব ইচ্ছা হয় করিস, না হয় বন্ধ করে দিস। এখন যা, বিরক্ত করিসনে। কিসে কি

হল সব দেখতে দে। (নেপথ্যের প্রতি) বিশু, বিশু—এই বেটা বিশ্বনাথ ?

নেপথ্যে বিশ্বনাথ। আজ্ঞে যাই বড়বাবু—

গিরিজা। এঁ্যা বেটা নবাব পুত্তুর। হাজার ডাকেও পাত্তা মেলে না।

## ( বিশ্বনাথের প্রবেশ )

বিশ্বনাথ। পাত্তা আর মিলবে কি করে বড়বাবু। তোমাদের এ বাড়ীর এক এক জনের হুকুমে হিঁয়াকা মাটি হুঁয়া, হুঁয়াকা মাটি হিঁয়া করতে মাঝে মাঝে আমারি নিপাত্তা এসে যায়, তা পাত্তা লাগাই কি করে।

গিরিজা। চুপ কর বেটা পাজি বদমায়েস। কাজের সময় খোঁজ নেই, বচনে একেবারে বৃহস্পতি।

বিশ্বনাথ। শুনছ শুনছ মেজবাবু! যদি ভাল চাও তাহলে, এই শুভদিনে বড়বাবুকে গালমন্দ করতে বারণ কর বলছি। নইলে সব ফেলে আজই আমি দেশে চলে যাব।

গিরিজা। ওঃ, দেশে চলে যাব। যা না—দেখি; কেমন যেতে পারিস।

বিশ্বনাথ। ওই জন্যি যেতে পারি না। নইলে জোয়ান মরদ ছেলে, আর তোমার দেওয়া পাঁচ বিঘে বিলের জমি ফেলে, আজ তিরিশ বছর তোমার পায়ের ধুলো চাটতে পড়ে থাকি ?

গিরিজা। বেশ করেছিস। এখনও যতদিন আমি থাকব, ততদিন তুইও নীরবে পড়ে থাকবি।

বিশ্বনাথ। তারপর তোমার আর বড়মার ছিরাদ্ধ খেয়ে, জন্মের মত বিদেয় হব। বেশ তাই হব। এখন বল কি হয়েছে, অত হাঁক পাড়ছ

কেন ?

গিরিজা। ঈছাই ঘোষ দই দিয়েছে ?

বিশ্বনাথ। ( কিঞ্চিত রাগিয়া ) দিয়েছে।

গিরিজা। সুমন্ত মোদক মিস্টি পাঠিয়েছে ?

বিশ্বনাথ ! ( আরও জোরে ) হ্যাঁ হ্যাঁ, পাঠিয়েছে ! সেইগুলোই তো এতক্ষণ সাবধানে রাখছিলাম।

গিরিজা। বেশ করেছ বাবা, খাসা কাজের লোক। এখন যাও লোক কুটুম্ব যে যেখান থেকে আসেন, তাদের একটু আদর যত্ন করগে। সময় মত জল তামাক দাওগে।

বিশ্বনাথ। বলতে হবে না। কোন্ কুটুম্বের কি করতে হয় তা আমি জানি। এখন কিছু টাকা দাও দেখি।

গিরিজা। টাকা ? কেন, কি হবে ?

বিশ্বনাথ। দই-সন্দেশের দাম দিতে হবে।

গিরিজা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। ওদের টাকা মোটে দেওয়াই হয়নি। ( নেপথ্যের প্রতি ) বড়বৌ, বড়বৌ—

বিরজা। বড়দা !

গিরিজা। কি ?

বিরজা। আমি বলছিলাম, দই সন্দেশের দামটা আমার এই টাকা থেকেই দাও।

গিরিজা। কারণ ?

বিরজা। তোমার সঞ্চিত যে ক'টা টাকা এখনও তোমার হাতে আছে, তা তোমার কাছেই রাখ বড়দা। শান্তি বড় হয়েছে, তার বিয়ে আছে। তোমার ভবিষ্যৎ আছে। ( টাকা দিতে উদ্যত )

গিরিজা। ( বাধা দিয়া ) বুঝেছি রে বিরজা, বুঝেছি। কিন্তু মূর্খ

শান্তি আমার মেয়ে হলেও তোদের তো ভাইঝি, তার বিয়ের ব্যবস্থা তোরাই করবি। আর আমার ভবিষ্যতের কথা ভাবছিস।

বিরজা। বড়দা!

গিরিজা! ওরে বিরজা! আমার ভবিষ্যত যদি আমি ভাবতাম, তাহলে মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে বাপ-মা হারিয়ে তোর আর উমাশংকরের হাত ধরে এই বিশাল সংসার-সমুদ্র পাড়ি দিতে পারতাম না।

বিরজা। বড়দা—

গিরিজা। বাবার দেনা শোধ করতে নিজেদের আশ্রয় হারিয়ে আমি আর তোর বৌদি, তোদের দু'টি ভাইকে নিয়ে পরের আশ্রয়ে বাস করেছি। আমরা উপবাস থেকে মুখের গ্রাস তোদের মুখে তুলে দিয়েছি। ওরে বিরজা! তোদের মানুষের মত মানুষ করবার আশায়, বাইরে আমি ছুটেছি অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা নিয়ে। আর ঘরে বসে তোর বৌদি তোদের বাঁচিয়ে রেখেছে মায়ের মত স্নেহ আর সন্তানের মত সেবা দিয়ে।

বিরজা। চুপ করো বড়দা—চুপ করো।

গিরিজা। ভাবিনি বিরজা, সেদিন নিজের ভবিষ্যৎ ভাবিনি—আজও ভাবতে চাইনা।

বিরজা। অন্যায় করেছি বড়দা, আর কোন দিন বলবো না। আর বিশ্বাস কর, সে কথা আজও ভুলিনি—ভুলবও না কোনদিন।

গিরিজা। ভুলিসনে ভাই। তাহলে আমি হয়ত সইতে পারব, কারণ আমি তোর ভাই। কিন্তু তোর বৌদি—

**( জয়াবতীর প্রবেশ )**

জয়াবতী। বৌদি! বৌদি আবার কার পাকা ধানে মই দিয়েছে? কার কি ক্ষতি করেছে?

বিরজা। না না ক্ষতি করনি বৌদি। এই মা হারা বিরজাশংকর

আর উমাশংকরকে মায়ের স্নেহ দিয়ে বড় করেছ। উপবাসী থেকে মুখের গ্রাস খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছ। আমাদের কল্যাণে তোমাদের দুটি সরল প্রাণ নিঃশেষে নিঙড়ে দিয়েছ।

জয়াবতী। চুপ কর মেজ ঠাকুরপো। ওসব পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটতে আর ভালো লাগে না। এখন তোমার দাদা কর্ম্মশক্তিহীন হলেও তুমি উপায় করছো, দুদিন বাদে উমাশংকরও করবে। এ সুখের সংসার আরও সুখের হবে।

গিরিজা। বড়বৌ।

জয়াবতী। ( কঠিন কণ্ঠে ) থাম। বড়বৌ, বড়বৌ—বুড়ো বয়সে ঢং দেখে বাঁচিনে। ওঃ, কাজের ঠেলায় আমি পথ দেখতে পারছি না, আর এঁরা এদিকে গল্প ঠুকছেন। ওদিকে চাকর-বাকরগুলো যে যার মত ফাঁকি দিচ্ছে। ( নেপথ্যের প্রতি উচ্চৈস্বরে ) বিশ্বনাথ, বলি ও বিশ্বনাথ।

বিশ্বনাথ। (পশ্চাৎ হইতে জয়াবতী অপেক্ষাও উচ্চৈস্বরে) আজ্ঞে—

জয়াবতী। ( ফিরিয়া ) ওরে মুখপোড়া, ডাকছি তার উত্তর না দিয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে মনিবের সংগে ঠাট্টা হচ্ছে। হতভাগা ছোটলোক।

বিশ্বনাথ। হাঁা হাঁা, ছোটলোক। ছোটলোক বলেই তো তোমাদের ওই বড় বড় চোখ দিয়ে সহজে দেখতে পাও না।

জয়াবতী। কি হচ্ছে? এখানে দাঁড়িয়ে কি করা হচ্ছে?

বিশ্বনাথ। দেখাশুনা করা হচ্ছে।

জয়াবতী। কি দেখছিস? কি শুনছিস?

বিশ্বনাথ। শুনছি পুরানো দিনের কথাবার্ত্তা। দেখছি বর্ত্তমানের কান্নাকাটি। হলো তো—এখন কিছু টাকা দাও দেখি। বলতে হবে না; এখনি বিদায় হচ্ছি।

জয়বতী। কি হবে টাকা?

বিশ্বনাথ। দই সন্দেশের টাকা দিতে হবে।

জয়াবতী। অনেক আগেই আমি দিয়ে এসেছি! এখন যাও বিদেয় হও।

বিশ্বনাথ। হচ্ছি হচ্ছি। জানতে পেলে অনেক আগে হতাম। (যাইতে যাইতে) বাপরে বাপ, গলার আওয়াজ তো নয়—যেন ঝাঁঝের বাজনা। কথা তো নয়—যেন ছুরির খোঁচা। যত সব (রাগভরে প্রস্থান)

জয়াবতী। কি গো, হাত পা গুটিয়ে সব এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে, না, বাড়ীর বাইরে গিয়ে লোক কুটুম্বের আদর আহ্বান করবে?

গিরিজা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভাল। বিরজা, যা ভাই বাইরে গিয়ে সব দিকে লক্ষ্য রাখ! আর শোন, মেজবৌকে দেখছি না, তাকে একটু ডেকে দে।

বিরজা। আমি আর তাকে ডাকতে পারব না বড়দা।

গিরিজা। কেন রে, কি হয়েছে?

বিরজা। মণির জন্মদিনে তার ভাই গোপীনাথকে নাকি নিমন্ত্রণ করা হয়নি। তাই অভিমান করে দরজায় খিল এঁটে বসে আছে।

গিরিজা। স্বাভাবিক। মার পেটের ভাই। কিন্তু উমাকে দিয়ে গোপীনাথকে আমি আগেই যে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছি।

জয়াবতী। তোমার যেমন বুদ্ধি, উমারও তেমনি দায়িত্ব। হয়তো কোথায় আড্ডা দিয়ে সময় কাটিয়ে, ফিরে এসে বলেছে নিমন্ত্রণ করেছি।

বিরজা। না না বৌদি, উমা আর যাই করুক, বড়দার আদেশ অবজ্ঞা সে করবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, গোপীনাথকে নিমন্ত্রণ সে করেছে।

গিরিজা। তবে সে এল না কেন? আর বৌমাই বা এ কথা বলছেন কেন?

দ্বিতীয় দৃশ্য ] চণ্ডীতলার মন্দির

বিরজা। না না বৌমা বলেনি! হয়তো চক্রান্ত করে খবর পাঠিয়ে তাকে বলানো হচ্ছে। আমার সম্বন্ধীকে আমি চিনি বড়দা। আমাদের এ একান্নভুক্ত পরিবার, সুখের সংসার সে সইতে পারে না। তাই সে চায় প্রতি বিষয়েই তোমাকে অপমান করতে—যে কোন প্রকারে ভ্রাতৃস্নেহে ভাঙন ধরাতে।

গিরিজা। সে যাই হোক বিরজা, তবু তার ভাগ্নের জন্মদিন উৎসবে সে আসবে না—না না, অসম্ভব। আমি নিজে যাব, ত্রুটীর জন্যে তার হাতে ধরবো।

বিরজা। তাতেও যদি না আসে, তাহলে পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবে?

গিরিজা। বিরজা!

বিরজা। অসম্ভব বড়দা! ভাই না এলে বোনের অভিমান যদি না ভাঙে—প্রয়োজন নেই। কাজের বাড়ীর কাজ কখনও আটকে থাকবে না। ইচ্ছা হয় তোমার বৌমা আসুক, নয় ঘরের মধ্যে মিথ্যে আপশোষে বুক ফেটে মরুক। [ প্রস্থানোদ্যত ]

জয়াবতী। মেজ ঠাকুরপো!

বিরজা। না না বৌদি, এই আমার শেষ কথা। ভগবান সাক্ষী রেখে বলছি, আমার নিজের জন্যও কোথাও কোনদিন দাদার এতটুকু অসম্মান সহ্য করিনি। আর এই সামান্য কারনে আমার ওই দেবতার মত দাদার অসম্মান আজও আমি সইব না। [ প্রস্থান ]

গিরিজা। শুনলে বড়বৌ—হতভাগার কথাটা শুনলে?

জয়াবতী। শুনলাম। কিন্তু হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে হবে না। যাহোক একটা কিছু করতে হবে তো।

গিরিজা। নিশ্চয় করবো। কিন্তু উমা হতভাগা গেল কোথায়? উমা! উমা—

## ( উমাশংকরের প্রবেশ )

উমা। ডাকছো কেন বড়দা ?

গিরিজা। এ্যাঁ, ডাকছো কেন বড়দা—এই হতভাগা, এতক্ষণ ছিলি কোথায় ? করছিলি কি ?

উমা। কোথায় থাকব। বাইরে দাঁড়িয়ে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আহ্বান করছিলাম।

গিরিজা। বেশ করছিলি। হাঁারে, বউমার ভাই সেই গোপীনাথকে নিমন্ত্রণ করতে পাঠিয়েছিলাম—করেছিলি ?

উমা। নিশ্চয় করেছি।

গিরিজা। তবে সে এলো না কেন ?

উমা। কে বললে সে আসেনি ? সবার আগেই সে এসেছে।

জয়াবতী। সে কি ! কোথায় আছে ? কি করছে ?

উমা ! বাড়ীর বাইরে বেড়ার ধারে বসে গাঁজা টেনে ঝিমুচ্ছে।

জয়াবতী। ওমা ! চুরি-ছেঁচড়ামির স্বভাব আছে জানতাম এ নেশা আবার কবে থেকে ধরলো ?

গিরিজা। যবে থেকেই ধরুক—তুই আর বিলম্ব করিসনে উমা, যা —মেজবৌমাকে সংবাদটা দিয়ে আয়।

উমা। মাপ্ কর বড়দা। এ সংবাদ অনেক আগেই দিইছি। আর ঘর ছেড়ে বাইরে আসতে, শুধু হাতে ধরে নয়—পায়ে ধরে অনুরোধ করেছি। তবু হোল না।

জয়াবতী। কেন ঠাকুরপো ! কি বলেছে মেজবৌ ?

উমা। এখন তিনি ভাইয়ের নিমন্ত্রণের কথা ছেড়ে, তার হুকুমে পাথর বসানো হার আর হীরে বসানে বালা হয়নি কেন, এই ধুয়ো ধরেছেন।

গিরিজা। সে কি বড়বৌ? বৌমার হার বালা নেই—একথা তুমি আমায় বলনি কেন?

জয়াবতী। বলবার প্রয়োজন মনে করিনি তাই বলিনি। কারণ শুধু হার বালা নয়, আমার যা কিছু আছে গহনা – সব মেজবৌকে দিয়ে দিইছি।

**(গহনার বাক্স হাতে শান্তির প্রবেশ)**

শান্তি। তেমার এ গহনা মেজ কাকীমা পরবে না মা। এই নাও, এর মধ্যে সবগুলো ফেরৎ পাঠিয়েছে।

গিরিজা। বড়বৌ—

জয়াবতী। আঃ, অত ভ্যান ভ্যান করো না। বড়বৌয়ের ভাবনা বড়বৌকেই ভাবতে দাও।

শান্তি। তাই কর বাবা, তুমি আর এখানে থেকে না। বাইরে গিয়ে দেখ, কে এসেছে।

গিরিজা। কি হয়েছে মা—কে এসেছে?

শান্তি। উদয়পুর রাজ-সরকারের প্রতিনিধি হয়ে আমাদের এই কাছারীতে যে ভদ্রলোক নূতন এসেছেন, তিনি।

গিরিজা। এঁ্যা, তাই নাকি—ইন্দ্রনারায়ণ এসেছে। শুনছো বড়বৌ, শুনছো—সেদিনের সেই ইন্দ্রনারায়ণ। না না দাঁড়িয়ে থাকলে হবে না। ইন্দ্রনারায়ণকে। অভ্যর্থনা করতে হবে, তার আদর-যত্নের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।　　　　　　[ প্রস্থানোদ্যত ]

জয়াবতী। শোন—

গিরিজা। আঃ, ডেকে আর দেরী করিওনা বড়বৌ। ইন্দ্রনারায়ণ বড় ভাগ্যবান ছেলে। উদয়পুরের রাজা নিঃসন্তান, ইন্দ্রনারায়ণকে তিনি দত্তক

নিয়েছেন, দু'দিন বাদেই ইন্দ্রনারায়ণ রাজা হবে। শুধু তাই নয়, বর্ত্তমানে সে বিরজাশংকরের মনিব। এস বড়বৌ—শীগ্র এসো।

[ ব্যস্তভাবে প্রস্থান ]

জয়াবতী। তাইতো কি করি, কোণদিকে যাই। ও ছোট ঠাকুরপো! তুমিই না হয় আর একবার মেজবৌকে গিয়ে বল।

উমা। পারব না বৌদি।

জয়াবতী। ভুল বুঝো না ছোট ঠাকুরপো। আমার মত মেজবৌও তো তোমার বৌদি?

উমা। অস্বীকার করি না। কিন্তু বৌদি, অহংকারে অন্ধ হয়ে যে মানুষ, মানুষের মর্য্যাদা দেয় না, অনুরোধ করলে অনুরোধ রাখে না, সে মানুষ সম্বন্ধের খাতিরে, লোক-লজ্জায় আমার কাছে বৌদির সম্মান পাবে সত্য—কিন্তু অন্তরের শ্রদ্ধা আর কোনদিন পাবে না।

শান্তি। নাঃ, পাবে না। ওসব কথা ছাড় ছোটকাকা। মেজ কাকীমা কি একটু বলেছে অমনি ফুলে ঢোল কিন্তু মা যে এত করে বলে, তবু কাছে আস কেন, কথা না বললে পায়ে ধরে কান্নাকাটি কর কেন?

উমা। ওরে শান্তি, তোর মা শুধু আমার বৌদিই নয়—তোর মত আমারও মা।

জয়াবতী। তাই যদি জান ছোট ঠাকুরপো, তাহলে আমি আবার বলছি, তুমি আর একবার যাও।

উমা। না না, অন্য আদেশ কর বৌদি। প্রয়োজনে তোমার সে আদেশে মৃত্যুর গহ্বরে প্রবেশ করবো, হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করবো। কিন্তু বৌদি, অকারণে যে তোমাকে অপমান করে, দেবী চরিত্রে কুৎসা রটায়, সে বৌদিই হোক আর স্বর্গের দেবতাই হোক—তার সম্মুখে

আঘাতের অস্ত্র নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু অনুরোধের বাণী নিয়ে যেতে আর পারবো না।

জয়াবতী। বেশ, না পার আমিই যাচ্ছি মেজবৌয়ের কাছে।

শান্তি। না মা না। এই যদি সত্য হয়, তাহলে যেও না। মেজ কাকীমা হয়ত অপমান করবে।

জয়াবতী। তাহলেও আমাকে যেতে হবে শান্তি। [প্রস্থানোদ্যত]

উমা। বৌদি—

জয়াবতী। ওরে উমাশংকর! আমি শুধু বৌদি নই, এ বাড়ীর বড়বৌ। বুকের রক্ত দিয়ে যা গড়েছি, ঠুনকো মানের খাতিরে এত সহজেই তা বিসর্জ্জন দিতে পারবো না। [ প্রস্থান ]

শান্তি। যাক্, নিশ্চিন্ত।

উমা। কিসে বুঝলি?

শান্তি। মা যখন গেছে, তখন দেখে নিও, মেজ কাকীমার রাগ আর অভিমান একসংগে সব জল হয়ে যাবে।

উমা। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। যাক সে কথা। এই শান্তি! মণিশংকরের জন্মদিনে লোকজনের ভিড় আর খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা এবার ভালই হয়েছে দেখছি। কিন্তু বিশু বেটা দই আর খাবারগুলো কোন ঘরে রেখেছে, বলতে পারিস?

শান্তি। পারি। কেন?

উমা। খাবো।

শান্তি। মিথ্যা কথা। বলো—খাওয়াবো।

উমা। খা-ও-য়া-বো! আমি! কাকে খাওয়াবো?

শান্তি। আটকড়ি আচার্য্যার ভাগ্নী—গৌরী দেবীকে।

উমা। শান্তি—

শান্তি। দাঁড়াও না, আসুক আগে মা—সব বলে দেব।

উমা। এই শান্তি, ভাল হবে না বলছি।

শান্তি। দেখা যাবে, ভাল হয় কি মন্দ হয়। আজকাল তুমি ঘন ঘন গৌরীদের বাড়ী যাও। সে গান করে—তুমি তালিম লাগাও। সে হাই তোলে—তুমি তুড়ি দাও।

উমা। সত্যি তুই বৌদিকে সব কথা বলবি? হাঁরে হতভাগী, আমি না তোর কাকা।

শান্তি। ওঃ, ভারী তো দেড় বছরের বড়, তার আবার কাকা। নিশ্চয় বলবো।

উমা। ঠিক আছে। তাহলে আমারও কোন দোষ নেই। আমিও সব বলবো।

শান্তি। কি?

উমা। উদয়পুর কাছারীর নবাগত ওই ইন্দ্রনারায়ণ ভদ্রলোকটির নিমন্ত্রণ হয়েছে কিনা আমার কাছে তুই পাঁচবার জিজ্ঞাসা করেছিস। কখন আসবেন, দশবার খোঁজ নিয়েছিস।

শান্তি। ছোট কাকা—

উমা। শুধু তাই নয়। তাকে দেখতে রোজ পুকুরঘাটে দাঁড়িয়ে থাকিস। ঘোড়ায় চড়ে হু-স করে চলে গেলে মুখ ভার করে ভাবিস।

শান্তি। না না ছোটকাকা, এসব কথা মাকে বোল না। তাহলে আমাকে—

উমা। আস্ত রাখবে না। বেশ, তাহলে কাকা-ভাইঝিতে সন্ধি হোক, কেউ কারও কথা বলবো না।

শান্তি। হ্যাঁ, তাই হোল।

উমা। এইবার বল, দই মিষ্টিগুলো কোন ঘরে আছে ?

শান্তি। পাশের ঘরে। এই নাও চাবি ( চাবি দিল )। কিন্তু সাবধান।

উমা। বলতে হবে নারে, বলতে হবে না। পরিমাণ মতই নেব। কারণ মাপের বেশী মিষ্টি দিলে— [ প্রস্থানোদ্যত ]

শান্তি। কি হয় ?

উমা। সব স্বাদ বিস্বাদে পরিণত হয়। তাই বলছি—তুইও একটু মাপ রেখে মিষ্টি দিস। [ প্রস্থান ]

শান্তি। হায় ভগবান ! ছোটকাকা দেখছি সব জেনে ফেলেছে। দূর, কি-বা হবে। হবে কচু। আর ও লোকটাও বলিহারী। এত যে সামনে গিয়ে দাঁড়াই, মুখ তুলে চাইবে না। ছোটখাটো ইশারা করি, বুঝেও যেন বুঝবে না। ওঃ, এই বুদ্ধি নিয়ে উনি করবেন রাজাগিরি। দূর দূর, রাজাগিরির চেয়ে—

## ( ইন্দ্রনারায়ণের প্রবেশ )

ইন্দ্র। চৌকিদারী করাই এই ভদ্রলোকের উপযুক্ত কাজ। কেমন, তাই নয় ?

শান্তি। ( রাগিয়া ) নিশ্চয়। ( মুহূর্ত্তে সংযত হইয়া ) কিন্তু আপনি—মানে, একেবারে ভিতর-বাড়ীতে ?

ইন্দ্র। কেন শান্তি, ভিতর-বাড়ীতে আসতে কোন বাধা আছে নাকি ? ছোটবেলায় এখানে তো কত এসেছি। কাকীমার দেওয়া খাবার একসঙ্গে বসে খেইছি। হাত ধরাধরি করে খেলার মাঠে কত ছুটাছুটি করেছি। আচ্ছা শান্তি, মনে পড়ে সে কথা—যে দিন সেই খেলাঘরে বউ বউ খেলতে খেলতে হঠাৎ তুমি আমাকে—

শান্তি। থাক্। ওসব কথা না বলাই ভাল।

ইন্দ্র। কেন শান্তি, কি হয়েছে?

শান্তি। আজ সাতদিন উদয়পুর কাছারীতে এসেছ, অথচ প্রতিদিন—

ইন্দ্র। ঘোড়ায় চেপে কাছারী থেকে বেরোবার সময় পুকুরঘাটে তুমি অপেক্ষা করেছ, অথচ দেখেও আমি দেখিনি। বিশ্বাস কর শান্তি, সাতদিন এই উদয়পুরে উল্কার মত আমি ছুটে বেড়িয়েছি, প্রতিটি দুঃস্থ প্রজার ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের সুখ দুঃখের সন্ধান নিইছি। আর—

শান্তি। আর?

ইন্দ্র। সেই ছোটবেলায় দেখা, প্রথম কয়েকদিন আমি চিনতে পারিনি। কিন্তু আজ—

শান্তি। আসবার পথে জানালা দিয়ে দেখেই চিনেছ। কিন্তু এতদিন পরে চিনে আর কি হবে?

ইন্দ্র। তার অর্থ?

শান্তি। শুনেছি, তীর্থে বসে রাজা তোমাকে দত্তক নেবেন। বর্ত্তমানে এদেশের প্রতিনিধি হলেও, দুদিন বাদেই বসবে উদয়পুরের সিংহাসনে। তখন তুমি হবে রাজা। আর আমার পরিচয়—

ইন্দ্র। তুমি এ রাজ্যের দেওয়ান-কন্যা।

শান্তি। কিন্তু বাবা তো এখন—

ইন্দ্র। কর্ম্মজীবন থেকে অবসর নিলেও, সে পদে এখনও তোমার কাকা আছেন। আর তা না থাকলেও, শান্তি আমার কাছে মানুষের পরিচয়—শুধু মানুষ। কেন জান? আমার নিজের পরিচয় আজ—

**( গিরিজাশংকরের প্রবেশ )**

গিরিজা। রাজার মত অত উঁচু না হলেও, খুব নীচু নয়।

ইন্দ্র। দেওয়ান কাকা! [ প্রণাম করিল ]

গিরিজা। তাছাড়া মানুষ শুধু বংশ পরিচয়েই বড় হয় না ইন্দ্র-নারায়ণ—হয় কর্ম্মের পরিচয়ে। তোমার যে পরিচয় আমি পেইছি, তাতেই বুঝেছি, তুমি শুধু মানুষ নও—অতি মানুষ।

শান্তি। বাবা!

গিরিজা। এঁ্যা। এই দেখ, শুধু নিজের কথাই বলে চলেছি। চিনতে পেরেছিস শান্তি? এ সেই ইন্দ্র—তোর ছোটবেলার ইন্দ্র-দা। এই দেখো, তোর মা আবার কোথায় গেল? যা তো মা, একটু তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিগে যা। [ শান্তি চলিয়া যাইতেছিল ]

ইন্দ্র। ( বাধা দিয়া ) দাঁড়াও শান্তি। মণির এই শুভ জন্মদিনে এই হার ছড়াটা তার গলায় পরিয়ে দাওগে।

[ হার খুলিয়া শান্তির হাতে দিল। শান্তি প্রস্থান করিল ]

গিরিজা। না না বাবা—ওকি করলে? ও যে মুক্তা বসান মূল্যবান হার। শান্তি! শান্তি— [ প্রস্থানোদ্যত ]

ইন্দ্র। না না দেওয়ান কাকা! বাধা দেবেন না। ও হার যতই মূল্যবান হোক, আমার প্রতি আপনার স্নেহের চেয়ে মূল্যবান নয়।

গিরিজা। এসব কি বলছ ইন্দ্রনারায়ণ। আজও সে সব কথা তুমি—

ইন্দ্র। ভুলিনি দেওয়ান কাকা—ভুলবো না আমরণ। আজ থেকে প্রায় ষোল বছর আগে ঝড়ের রাতে নৌকাডুবি হয়ে, একসঙ্গে বাবা আর মাকে হারিয়ে দশ বছরের শিশু—এই ইন্দ্রনারায়ণ যেদিন নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে কাঁদছিল, সেদিন আপনিই—

গিরিজা। হ্যাঁ হ্যাঁ সেদিন আমিই তোমাকে পুত্রস্নেহে বুকে তুলে

নিইছিলাম। ভেবেছিলাম, সেই স্নেহ দিয়েই আমরণ আপন করে রাখব। কিন্তু পারলাম না। আমার প্রভু উদয়পুররাজ নিঃসন্তান, জানতে পেরে আমার কাছে তোমাকে হাত পেতে চাইলেন। আর প্রতিশ্রুতি দিলেন, পুত্রহারা জীবনে পুত্রস্নেহে প্রতিপালন করবেন। তাই আমি তোমাকে—

ইন্দ্র। বুকের ব্যথা, চোখের জল চেপে রেখে আমাকে রাজার হাতে সঁপে দিলেন। তিনিও তাঁর প্রতিশ্রুতি রেখেছেন দীর্ঘদিন প্রতিপালন করে। তাঁর এই তীর্থবাসী জীবনে আমাকে দত্তক নিয়ে তাঁর রাজ্যের উত্তরাধিকারী করবেন বলে স্থির করেছেন।

গিরিজা। জানি ইন্দ্র, সব সংবাদ আমি রাখি। তাইত বলছি, রাজার বিনা অনুমতিতে এই মুল্যবান কণ্ঠহার—

ইন্দ্র। ভাইকে যৌতুক দেওয়ার অধিকার আমার আছে।

[ নেপথ্যে বহুকণ্ঠে পালিয়ে গেল, পালিয়ে গেল ]

গিরিজা। একি! কিসের গোলমাল—কি হোলো?

ইন্দ্র। তাইতো! মনে হচ্ছে এই বাড়ীর মধ্যেই।

## ( ব্যস্তভাবে শান্তির প্রবেশ )

শান্তি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখনও এই বাড়ীর মধ্যেই আছে।

গিরিজা। কি হয়েছে শান্তি, কি হয়েছে?

শান্তি। ইন্দ্রদার দেওয়া সেই হার মণির গলায় পরিয়ে দিলাম। সে ইন্দ্রদাকে প্রণাম করতে এই দিকেই আসছিল।

ইন্দ্র। তারপর?

শান্তি। সিঁড়ির নীচে ফাঁকা জায়গাটায় হাত মুখ বাঁধা মনি পড়ে আছে। আর তার গলার সে হার চুরি হয়ে গেছে।

গিরিজা। চুরি হয়ে গেছে!

ইন্দ্র। কিন্তু এরই মধ্যে কোথায় যাবে সে চোর?

গিরিজা। যেখানেই যাক্, সে চোরের কথা আমি ভাবছি না ইন্দ্র—ভাবছি আমার ভাগ্যের কথা।

ইন্দ্র। দেওয়ান কাকা

গিরিজা। এই শুভদিনে আজ সোনা চুরি হয়ে গেল, অমংগল ইন্দ্র—ঘোর অমংগল। জানিনা অদৃষ্টে কি আছে। এই সোনার সংগে আমার আরও কি হারাতে হবে। [ প্রস্থান ]

ইন্দ্র। শুভদিনে সোনা চুরি—ঘোর অমংগল। তাই যদি হয়, তাহলে এ অমংগলের জন্য দায়ী আমি। মুক্তা বসানো মূল্যবান সোনার হার যদি না দিতাম, তাহলে আজ—না না খুজতে হবে, যেখান থেকে হোক, যেমন করে হোক—এ চুরির সন্ধান করে হার উদ্ধার আমাকে করতেই হবে। [ প্রস্থানোদ্যত ]

শান্তি। ইন্দ্রদা—

ইন্দ্র। না না, বাধা দিও না শান্তি। এই চোরের সন্ধান আর হার উদ্ধারে যদি প্রয়োজন হয়, প্রাণ বিপন্ন করতে পারি। তবু আমার জীবনদাতা ভাগ্যবিধাতার অমংগল হতে দেব না। তার এই সুখের সংসারে অশান্তির আগুন জলবে—জীবিত থেকে আমি সইব না।

[ প্রস্থান ]

শান্তি। একি করলে ভগবান! কেন এমন হোল। জানিনা এই শুভদিনে কি আছে আমাদের কপালে।

[ প্রস্থান ]

**( সন্তর্পণে ও সতর্ক অবস্থায় গোপীনাথের প্রবেশ )**

গোপী। তাইতো কোন্ দিকে যাই, পালবার পথ বন্ধ।

সেই ভিতর বাড়ীতেই এসে গেলাম।

( নেপথ্যে—এই দিকে গেছে, এই দিকে গেছে )

গোপীনাথ। এই সেরেছে। এইবার এই দিকেই আসছে। এত করেও এই মূল্যবান ( হার বাহির করিয়া ) হার হাত ছাড়া হবে। না না, দেখি অন্য উপায় আছে কিনা।

## ( লাঠি হাতে বিশ্বনাথের প্রবেশ )

বিশ্বনাথ। না না কোন উপায় নেই, কোথায় পালাবি শালা চোর। এই লাঠির ঘায়ে তোকে আমি—( লাঠি তুলিল )

গোপীনাথ। ( ভাল মানুষের ন্যায় ) আ-হা-হা, কর কি বাবা বিশ্বনাথ। চোর নই, আমি তোমাদের শালাবাবু।

বিশ্বনাথ। এঁ্যা, শালাবাবু? তাইতো, কিন্তু তুমি এখানে কেন?

গোপীনাথ। নিমন্ত্রণ খেতে এসে এসেছিলাম। হঠাৎ তোমাদের ছুটোছুটি দেখে, চোরের সন্ধানে আমিও ছুটলাম। কিন্তু এখানে এসে দেখি—

বিশ্বনাথ। কি?

গোপীনাথ। চোর ব্যাটা বাড়ীর বাইরে ওই বাগানের দিকে পালিয়ে গেলো। চল বিশ্বনাথ, শীঘ্র ওই বাগানের দিকে চল।

[ বিশ্বনাথের হাত ধরিয়া দ্রুত প্রস্থানোদ্যত ]

## ( জয়াবতীর প্রবেশ )

জয়াবতী। ( পথরোধ করিয়া কঠিন কণ্ঠে ) দাঁড়াও।

গোপীনাথ। এঁ্যা! গিন্নীঠাকরুণ।

জয়াবতী। না না গোপীনাথ, তোমার কাছে আমি শুধু গিন্নীঠাকরুণ নই মেজ বৌএর মত আমিও তোমার দিদি। তোমার যদি অর্থের অভাব হয়; সাধ্যমত আমি সাহায্য করব। দাও ভাই হারছড়াটা দাও

বিশ্বনাথ। সে কি বড়মা, আমাদের এই শালাবাবু—

গোপীনাথ। ( গম্ভীরকণ্ঠে ) চুরি করেছি, এই কথাই তোমার গিন্নী মা জোর করে বলতে চান।

জয়াবতী। না ভাই না, জোর করে বলতে চাই না। মণিশংকর অসুস্থ হলেও সে তোমাকে চিনেছে। অনুরোধ রাখ ভাই, কেউ জানবে না, কেউ শুনবে না। তোমার সম্মান রাখ, সোনা চুরির অমংগল থেকে আমাদের বাঁচাও। দাও ভাই, আমি অনুরোধ করছি হারছড়াটা দাও।

গোপীনাথ। আশ্চর্য্য! আপনি আমাকে জোর করেই চোর প্রমাণ করাবেন। ঠিক আছে, যাচ্ছি দিদির কাছে। দিদি, দিদি—

[ প্রস্থানোদ্যত ]

জয়াবতী। ওকে যেতে দিও না বিশ্বনাথ।

বিশ্বনাথ। বলতে হবে না বড়মা। ( গোপীনাথের হাত ধরিল )

গোপীনাথ। বিশ্বনাথ?

বিশ্বনাথ। চুপ কর, চোরের আবার বড় গলা। বল বড়মা কি করব?

জয়াবতী! সহজেই যখন স্বীকার করলে না, তখন নিয়ে যা পাশের ঘরে। হাত পা বেঁধে রাখ, জামা কাপড়ের মধ্যে খুঁজে দেখ।

## ( সুধামুখীর প্রবেশ )

সুধামুখী। বাঃ, চমৎকার!

গোপীনাথ। ( কান্নার ভান করিয়া ) এসেছিস দিদি। দেখ, তখনই আমি চলে যেতে চেয়েছিলাম। তুই থাকতে বললি, আর এরা চক্রান্ত করে সেই মিথ্যা অপবাদ দিলো।

জয়াবতী। মিথ্যা অপবাদ!

সুধা। নিশ্চয়। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। খুব করেছ দিদি, এতদিনে ভেবেচিন্তে অপমান করাবর সুন্দর পথ বেছে নিয়েছ। কিন্তু কেন দিদি এই যদি ভেবেছিলে, আমার গরীব ভাইকে অপমান না করে আমাকে করলেই পারতে।

জয়াবতী। এসব কি বলছিস মেজবৌ ? তুই কি আজ—

সুধা। সত্যি কথা বলতে এসেছি। আমার ভাল তুমি সইতে পারছ না। মনিকে সাজিয়ে দিচ্ছিলে তুমি। আমি যদি বলি, মণির অমংগল করতে শুভদিনে সোনা চুরি তুমিই করেছ।

জয়াবতী। ( আর্ত্তনাদ করিয়া ) ওঃ ভগবান—

বিশ্বনাথ। মেজ মা !

সুধা। চুপ, চাকর চাকরের মত থাকবে। নইলে তোমাকেও আমি— ( মারিতে উদ্যত )

জয়াবতী। থাক্ মেজবৌ, যত অপমানের চাবুক আছে, সব আমাকে মার। বাপের বয়সী ব্যক্তিকে আর মারিসনে। বিশ্বনাথ, ওকে ছেড়ে দে। যা বাবা, বাইরে যা।

বিশ্বনাথ। ( গোপীনাথকে চাড়িয়া ) তাই যাচ্ছি বড়মা। বুঝেছি আমাকে সরিয়ে তুমি ভাঙা জিনিষ জোড়া লাগাতে যাচ্ছ, তা লাগাও। কিন্তু মনে রেখো, জোড়া হয়তো লাগবে—তবে দাগ কোনদিন মিলাবে না। ( প্রস্থান )

গোপী। বাপরে বাপ, মানুষতো নয়—বেটাচ্ছেলে যেন যমদূত।

সুধা। চুপ কর হতভাগা। তোর জন্যই আমার—

গোপী। এখনও অনেক বাকী দিদি, শত্রুপুরীতে সাবধানে থাকিস। সময়মত আমি আসব।

( বলিতে বলিতে প্রস্থান )

জয়াবতী। ভুল করলি মেজবৌ। কিন্তু জীবনের এখনও অনেক বাকী, আর যেন এ ভুল করিসনে ভাই। [ প্রস্থানোদ্যত ]

( ব্যস্তভাবে মণিশংকরের প্রবেশ )

মণি। হার পেয়েছ বড়মা, হার পেয়েছ?

জয়াবতী। না মণিশংকর।

মণি। তবে তোমরা মামাকে যেতে দিলে কেন? ও মা—ও বড়মা, মামা সত্যি সত্যিই হার ছড়াটা নিয়ে চলে গেল?

জয়াবতী। তোমার মামা সে হার নেয়নি মণি। তোমার মা বলছে তোমার সে হার—

মণি। কি হয়েছে?

জয়াবতী। আমি চুরি করেছি।

মণি। মিথ্যা কথা। বিশ্বাস কর মা, উপর থেকে আমি যখন নীচে নামছিলাম, তখন সিঁড়ির নীচে থেকে মুখ ঢাকা একটা লোক বেরিয়ে এলো। চীৎকার করবার আগে আমার মুখ চেপে কাপড় দিয়ে বাঁধলো, সেই সময় তার মুখটা আলগা হয়েছিল। আমি দেখলাম—মামা। আমি কথা বলতে পারলাম না। আর মামা হারটা নিয়ে ছুটে হলঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

সুধা। চুপ কর—চুপ কর মিথ্যাবাদী।

[ মণিশংকরের গালে চড় মারিল ]

মণি। মা!

সুধা। দূর হ—দূর হ আমার সামনে থেকে। [ ধাক্কা মারিল ]

মণি। ( পড়িয়া গেল এবং কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িল ) উঃ, বড়মা!

জয়াবতী। মণিশংকর! (রক্ত দেখিয়া) এঁ্যা—রক্ত! ওরে একি করলি মেজবৌ, অমংগলের ডালা ষোল কলায় সাজিয়ে দিলি। সোনা চুরি তো গেলই—আবার শুভদিনে রক্তের নদী বইয়ে দিলি?

## (বিরজাশংকরের প্রবেশ)

বিরজা। কি হয়েছে বৌদি—কে কি করেছে? কোথায় রক্তের নদী বয়েছে? একি! মণিশংকর—

মণি। মা আমাকে ফেলে দিয়েছে বাবা! আর বলেছে—

বিরজা। কি বলেছে মণিশংকর, কি বলেছে?

মণিশংকর। হার মামা নেয়নি: বড়মা চুরি করেছে।

বিরজা। মেজবৌ—ছিঃ ছিঃ মেজবৌ, অপদার্থ, উচ্ছৃঙ্খল ভাইয়ের দোষ ঢাকতে বৌদির নামে এ মিথ্যা অপবাদ দিও না। কারণ আমি সব সইতে পারি কিন্তু দেবতার মত দাদা আর দেবী চরিত্রের বৌদির নামে এ কলংক কোনদিন সইব না।

জয়াবতী। মেজ ঠাকুরপো—

বিরজা। না না, বাধা দিও না বৌদি। মুখ বুজে ওর অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি, আর পারছি না। শোন মেজবৌ, বৌদির নামে যা বলেছ, তা বলেছ। কিন্তু আর কোনদিন ও কথা বলবে না। তাহলে তোমাকে আমি—

সুধামুখী। যা খুসী তাই কোরো। কিন্তু যা সত্য, তা চিরদিন সত্য। আমি এখনও বলছি, বড়দিই হার চুরি করেছে।

বিরজা। (ক্ষিপ্তের ন্যায়) মেজবৌ! [ সুধামুখীর প্রতি অগ্রসর ]

জয়াবতী। ঠাকুরপো! [ মধ্যস্থলে আসিল ]

( দূরে গিরিজাশংকরের প্রবেশ )

গিরিজা। ( বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে ) গিরিজাশংকর।

বিরজা। ( সম্মুখে দাঁড়াইয়া ) বড়দা!

গিরিজা। যতদূর জানি, এ বংশের কোন পুরুষ কোন কারণে কুল-লক্ষ্মীদের গায়ে হাত তোলা তো দূরের কথা—এতটুকু অসম্মান কেউ কোনদিন করেনি।

মণি। জ্যাঠামণি।

গিরিজা। এস, বাবা এস। বড় ব্যথা পেয়েছে—কেমন? যাও বড়বৌ, মণিকে একটু শুশ্রূষা করগে।

( মণিশংকরকে লইয়া জয়াবতীর প্রস্থান ও পশ্চাতে গিরিজাশংকর প্রস্থানোদ্যত হইলে )

বিরজা। না না, যেওনা বড়দা। অশান্তির বোঝা আর আমি—

গিরিজা। ( ফিরিয়া ) বইতে হবে ভাই। রৌদ্রের প্রখর তাপ না থাকলে ছায়ার আদর কেউ কোন দিন করত না। মন্দ না থাকলে ভালর কদর কেউ বুঝত না। সংসারের সব মানুষ সমান হয় না বিরজা! বৌমাকে বল্—অন্যায় যারই হোক, সংসারের মুখ চেয়ে যেন ভুলে যান। আর—

বিরজা। আর?

গিরিজা। অনেক পরিশ্রমে এই একান্নভুক্ত পরিবার গড়ে তুলেছি। শত্রু-মিত্র সবাই আছে। সামান্য কারণে আজ যদি এ সংসার ভেঙে যায়, তাহলে মিত্রের দল কি করবে জানি না। কিন্তু শত্রুরা হাসবে। না না বিরজা, সে লজ্জা আমি বেঁচে থেকে সইতে পারব না। তাই মায়ের কাছে এই বুড়ো ছেলের একান্ত প্রার্থনা, সবকিছু সহ্য করেও তিনি যেন সে লজ্জা থেকে

আমাকে মুক্তি দেন—আমাকে অব্যাহতি দেন।

[ চোখের জল মুছিয়া বলিতে বলিতে প্রস্থান ]

বিরজা। না না আর নয়। এখনও সময় আছে মেজবৌ। বুঝে দেখ, বড়দার মত আজ আমিও অনুরোধ করছি—চলা পথ পরিত্যাগ করে ফিরে এসো।

সুধামুখী। অসম্ভব। অপমান সহ্য করে এক সংসারে থাকতে আমি পারব না।

বিরজা। মেজবৌ—

সুধামুখী। এই আমার শেষ কথা। হয় আলাদা হও—না হয় আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।

বিরজা। তাহলে আমারও শেষ কথা, তুমি ভাইয়ের বাড়ীতেই যাও। আলাদা হওয়া সম্ভব হবে না। [ প্রস্থানোদ্যত ]

সুধামুখী। সেকি! শেষে তুমিও আজ—

বিরজা। হাঁ। হাঁ। মেজবৌ, শুধু আজ নয়—আমরণ এই কথাই বলবো। আমার বংশের মর্য্যাদা আর পিতৃতুল্য বড়দার সম্মান রাখতে প্রয়োজনে তোমাকেও ছাড়তে পারি, কিন্তু বড়দাকে হারাতে পারব না।

[ প্রস্থান ]

সুধামুখী। ওঃ, ভাই হারাতে পারব না। ঠিক আছে, তুমি যদি তোমার ভাইয়ের অমর্য্যাদা সইতে না পার, আমিই বা আমার ভায়ের অপমান সইব কেন?

( সন্তর্পণে গোপীনাথের প্রবেশ )

গোপীনাথ। ভেবে দেখ দিদি, এই কথাটা আর একবার ভেবে দেখ!

সুধামুখী। ভেবেছি ভাই তার আগে আমার অনুরোধ, সত্য করে বল, দুর্গাশংকরের হার—

গোপীনাথ। নিইনি দিদি—তোর পা ছুঁয়ে বলছি নিইনি। সব ওদের চক্রান্ত। সাবধানে থাকিস দিদি, নইলে আজ ওরা তোর ছেলের হার চুরি করছে, আর কোনদিন তোর ছেলেকেই চুরি করবে।

সুধামুখী। তার মানে?

গোপীনাথ। দেখছিস না, ছেলেটাকে কেমন দলে টেনেছে। মিষ্টিমুখ দিয়ে ওর দ্বারায় অনেক অন্যায় কাজ করাবে, রাজী না হলে হয়ত হত্যা করবে।

সুধামুখী। গোপীনাথ—

গোপীনাথ। সেই রকম ব্যাপারই হচ্ছে। বুঝতে পেরে জানাতে এলাম। যদি বাঁচতে চাস তাহলে আলাদা হ'। নইলে স্বামী তো হারাবিই, ছেলেকেও আর পাবি না। [প্রস্থান]

সুধামুখী। ঠিক বলেছিস গোপীনাথ। না না, একটা মাত্র ছেলে, সেই ছেলে পর করতে আমি পারব না। আমার শেষ সিদ্ধান্ত, হয় আলাদা হব, না হয় আত্মহত্যা করবো। [প্রস্থান]

———

## তৃতীয় দৃশ্য

আটকড়ির গৃহ-সম্মুখস্থ পুকুরঘাট

### ( খাবারের পুঁটুলি হাতে আটকড়ির প্রবেশ )

আটকড়ি। খাওয়া, এরই নাম খাওয়া। হে-উ, বাপরে বাপ—দই, সন্দেশ, রসগোল্লা, পানতোয়া, ছানার গজা, বঁদে, মিহিদানা, কালিয়া পোলোয়া, মাংস। ওঃ অনেকদিন পরে এক জায়গায় বসে দু'বেলার খাওয়া আজ একসংগে খেইছি। আর বাঁ'হাতখানা পিছনে চালিয়ে, কাল সকালের মত (পুঁটুলি দেখাইয়া) সংগ্রহ করে এনেছি। বেঁচে থাক্ বাবা গিরিজাশংকর। ভাইপোর জন্মদিন বছরে না করে; মাসে মাসে করো। আর আমার মত এই সব—

নেপথ্যে নবীন মোড়ল। আচার্য মশায় বাড়ী আছেন নাকি ?—

আটকড়ি। কে ? ও, নবীন মোড়ল, এই দিকে আয়। আমি এই পুকুর ঘাটে—

### ( ব্যস্তভাবে নবীন মোড়লের প্রবেশ )

নবীন। বাঁচান আশ্চার্য মশায়—আমাকে বাঁচান।

( পায়ের উপর পড়িল )

আটকড়ি। ছুঁসনে, বেটা ছুঁসনে। আঃ—দিলে ছুঁয়ে। সব বেটা ছোটলোক। ( পা দিয়া সরাইয়া দিল )

নবীন। গালাগালি দিতে হয় দিন, মারতে হয় মারুন—সব সইব। শুধু আপনার পেয়াদা ফিরিয়ে আনুন—আর কিছুদিন আমাকে সময় দিন।

আটকড়ি। সময় দেব। না না, অনেক সময় দিইছি, আর নয়। আজই তোর টাকা দেওয়ার দিন তাই পেয়াদা পাঠিয়েছি। দে বেটা সুদ সমেত টাকা আজই মিটিয়ে দে।

নবীন। তাই দেব কর্ত্তা। দেবার জন্যে ঘরের সব জিনিষ বিক্রি করে, এই দেখুন। (টাকা দেখাইয়া) আপনার টাকা জোগাড় করেছিলাম। কিন্তু—

আটকড়ি। কিন্তু?

নবীন। আমার একটা মাত্র ছেলে সকাল থেকে তার ভেদ-বমি হয়েছে। কবিরাজ বললে, টাকা খরচ করলে হয়তো বাঁচবে। তাই ছুটতে ছুটতে আপনার কাছে এসেছি। ঘরে আধমরা ছেলে বাইরে আপনার পেয়াদা। দয়া করুন আচার্য মশায়—আর দু'চারটে দিন সময় দিন। এই টাকা দিয়ে ছেলের চিকিৎসা করি—নইলে সে মারা যাবে।

আটকড়ি। মরুক তোর ছেলে, মরবে তাতে আমার কি?

নবীন। আচার্য মশায়, আপনি—

আটকড়ি। সুদের ব্যবসা করি, এ তল্লাটে সবাই জানে। এই নবনে, ভাল কথায় বলছি—টাকাগুলো দে আমার হাতে। (অগ্রসর)

নবীন। না না, ওকথা বলবেন না। আপনার পায়ে ধরে বলছি, ছেলেটাকে বাঁচান। টাকাগুলো নেবেন না!

আটকড়ি। নিশ্চয় নেব। বেটা ছোটলোক, আমারই পাওনা টাকা বাড়ী বয়ে এনে, সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবি। (ধরিবার উপক্রম)

নবীন। আচার্য মশায়!

আটকড়ি। (গলার গামছা ধরিয়া) বের কর, বের কর টাকা নইলে তোকে আমি জুতিয়ে একেবারে— (জুতা মারিতে উদ্যত)

( ছুটিয়া রাজুর প্রবেশ )

( পশ্চাৎ হইতে জুতাসহ আটকড়ির হাত ধরিল )

আটকড়ি। কে ?

রাজু। আমি—তোমার উপযুক্ত পুত্র। জুতাটা নামাও বাব। অনর্থক আঘাত করে পুরোন খদ্দেরটা আর পর করে দিও না। তাহলে মাসের শেষে লাভের খাতায় টাকায় সিকি অংশ তোমারও বাড়বে না—আমারও মদের পয়সা জুটবে না।

আটকড়ি। রাজু !

রাজু। সোজা কথা নয় বাবা ! এই সব মূর্খ মানুষের কাছে সদর মফঃস্বল করে টাকা প্রায় সিকি সুদ। তাও শুধু হাতে নয়, ঘয় ঘটি-বাটি থুয়ে, নয় ভিটে মাটি রেখে। আহা, বড় কষ্টের ব্যবসা বাবা—বড় কষ্টের ব্যবসা।

আটকড়ি। তাহলেই ভেবে দেখ রাজু ! আর বেটা, আমার সেই কষ্টের টাকা—

রাজু। ফাঁকি দিয়ে নেবে। না না, তা হবে না।

নবীন। দাদাবাবু ! আপনিও আজ—

রাজু। বাপের উপযুক্ত পুত্র হইছি, তোদের সংগে কোন সম্বন্ধ নেই। ফেল্ টাকা ফেল্ হতভাগা ছোটলোক। [ ধরিতে অগ্রসর ]

নবীন। থাক্ দাদাবাবু ! জোর করে আর নিতে হবে না। প্রতিবেশী মহাজন আপনারা, দায়ে পড়ে দয়া চাইতে এসেছিলাম। দয়া যখন হলো না, তখন গালাগালি আর করবেন না। [এই নিন আপনার টাকা। [ টাকা ফেলিয়া দিল। আটকড়ির আগেই রাজু কুড়াইয়া লইল ]

আটকড়ি। আমার কাছে দে রাজু !

রাজু। থাক্ না। তুমি ওর দলিলটা দাওগে।

নবীন। না না, দলিলের আর দরকার হবে না দাদাবাবু।

[ প্রস্থানোদ্যত ]

রাজু। কেন ?

নবীন। আমার একমাত্র ছেলে বিনা চিকিৎসায় আজ যদি মরেই ায়, তাহলে টাকা তো দিয়েই গেলাম, ও দলিলটাও আপনাদের দান চরে যাব। [ প্রস্থান ]

আটকড়ি। যা বেটা, নিস ভাল—না নিস আরও ভাল। টাকাগুলো দে রাজু। [ হাত পাতিল ]

রাজু। দিচ্ছি। কিন্তু হুঁশিয়ার বাবা, পাওনা পেয়েছ, বেইমানি ক'র না। বল—নবীন ঋণমুক্ত, দলিল ফেরৎ দেবে ?

আটকড়ি। ওগুলো দে মাণিক।

রাজু। দিচ্ছি।

আটকড়ি। একটু তাড়াতাড়ি দে লক্ষ্মী ! আহা, তুই আমার সোনার চাঁদ ছেলে। সেই জন্যেই তো বলি রাজু—ওসব ছোটলোকদের সংগে মেলামেশা ছাড়—মদ খাওয়া বন্ধ কর। ব্যবসাটা বজায় রেখে আমার মুখ উজ্জ্বল কর।

রাজু। করব বাবা। কিন্তু কথা দাও—তোমার মুখ উজ্জ্বল করলেই সুখী হবে ?

আটকড়ি। হব—হাজার বার বলছি হব। দিব্যি করে বলছি হব।

রাজু। তাহলে বাড়ী যাও বাবা। আমি চললাম। [প্রস্থানোদ্যত]

আটকড়ি। সেকি রে, অতগুলো টাকা নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস ?

রাজু। রং পালিশ আনতে।

আটকড়ি। রং পালিশ—

রাজু? হঁ্যা বাবা হঁ্যা,। জীবন ভোর গরীবের রক্ত শোষণ আর পরের সম্পদ অপহরণ করে কলংকের কালি অনেক মেখেছ। তাই অল্প মূল্যের রঙ পালিশে ও-মুখ উজ্বল হবে না বাবা। বেশী মূল্যের আনতে যাচ্ছি।

আটকড়ি। এই—এই রাজু। ভঁাওতা দিয়ে অতগুলো টাকা নিয়ে শুঁড়ীর দোকানে ঢুকলে ভাল হবে না। আমি আজই তোকে ত্যাজ্যপুত্র করব।

রাজু। সাবধান বাবা! তাহলে আমিও তোমাকে এখুনি খুন করে সে দায় থেকে অব্যাহতি নেব। [ অগ্রসর ]

আটকড়ি। এই সেরেছে। এমন তেড়ে আসছিস কেন? সত্যি সত্যিই মারবি নাকি! গৌরী! ও গৌরী—

( কলসী কাঁকে গৌরীর প্রবেশ )

গৌরী। ( রাজুর হাত ধরিয়া ) আঃ কি হচ্ছে রাজুদা।

রাজু। দেখতে পাচ্ছিস না—নিমন্ত্রণ বাড়ী খেতে গিয়ে, বাবা দু'দিনের খাওয়া একসঙ্গে খেয়েছে। তাই দেহের সব রক্ত মাথায় উঠেছে। হয় এখুনি মাথাটা ফাটাতে হবে, নয় পাগলা গারদে পাঠাতে হবে।

আটকড়ি। কি বললি! বেটা পাজি বদমায়েস। আমি দুদিনের খাওয়া একসঙ্গে খেইছি! আমি পাগল হইছি। না না আর নয় পুত্র-ঘাতী হব। আজই আমি তোকে—[ লাঠি তুলিয়া অগ্রসর ]

গৌরী। ( কঠিন কণ্ঠে ) মামাবাবু।

আটকড়ি। সর্ব্বনাশ হয়েছে মা, অনেকগুলো টাকা কেড়ে নিয়ে শুড়ির দোকানে যাচ্ছে।

গৌরী। বেশ করছে। যেমন দেখিয়েছেন তেমনিই করবে। কিন্তু

এর জন্যে চেঁচিয়ে এই পুকুরঘাটে লোক জমাচ্ছেন কেন? বাড়ী যান। কি হয়েছে আমিই দেখছি।

আটকড়ি। তাই দেখ মা—তাই দেখ। এ জন্যেই তো বলি, ঠিক তোর মত মেয়ে যদি পেতাম, তা'হলে—

গৌরী। কি করতেন?

আটকড়ি। ওই দেখা-দেখির ভারটা দিয়ে, আমি একটু নিশ্চিন্ত হতাম। কিন্তু হবে না। বরাত সবই আমার বরাত।

[বলিতে বলিতে প্রস্থান]

রাজু। কিরে গৌরী, বাবার কথাগুলো শুনলি?

গৌরী। শুনলাম।

রাজু। কি বুঝলি?

গৌরী। কিছু না।

রাজু। হুঁ। এই বুদ্ধি নিয়ে তুই উমাশংকরের সঙ্গে প্রেম করছিস, অত বড় বউ হতে চাইছিস?

গৌরী। (রাগিয়া) আঃ থাম দেখি।

রাজু। রাগ করিসনে ভাই। বাবার কথার অর্থ হচ্ছে, তোর মত মেয়ে—মানে তুই, তোর সংগেই আমার বিয়ে হোক। কারণ তোর হাতে রয়েছে পিসিমার অগাধ সম্পত্তি—প্রচুর টাকা।

গৌরী। [ বিস্ময়ে ] রাজুদা।

রাজু। ভাবিসনে বোন, বাবার উদ্দেশ্য যাই হোক, আমি কিন্তু সত্যিকারের দাদা। আচ্ছা চলি।

[ প্রস্থানোদ্যত ]

গৌরী। না না রাজুদা, অতগুলো টাকা নিয়ে সত্যিই তুমি শুঁড়ির দোকানে যেও না।

রাজু। নারে না, যাচ্ছি না! মদ আমি আগেই ছেড়েছি। যাচ্ছি নবীন মোড়লের বাড়ী।

গৌরী। কেন?

রাজু। অত্যাচার সইতে না পেরে, তার রুগ্ন ছেলের চিকিৎসা বন্ধ রেখে এই টাকা দিয়ে সে বাবার ঋণ শোধ করে গেছে। আর—আমি।

গৌরী। কি করেছো?

রাজু। সাদরে সে টাকা হাত পেতে নিইছি, আর গোপনে সে টাকা ফেরৎ দিয়ে বাবার মুখ উজ্জ্বলের জন্য প্রায়শ্চিত্তের রং পালিশ কিনতে যাচ্ছি।

গৌরী। চমৎকার! গোবরগাদায় যেন পদ্মফুল। রাজুদা সত্যিই তুমি মানুষ। কিন্তু দূর—কিচ্ছু ভাল লাগছে না। জল নেবার ছল করে কতবার পুকুরঘাটে এলাম, তবু তার আসার সময় হোল না। তাইতো, কোথায় যাই—কি করি—

## গীত

ও উড়ে যাওয়া পাখী, দেখা যদি পাও বলে দিও তারে।
তোমার খোঁজে রাই এসেছে নীল যমুনার তীরে॥
বারেক যেন দেয় গো দেখা
বসে আছি হেথায় একা
ভরা কলস খালি করে, ভরার আশায় আসছি ফিরে।
আসার আশায় পথের পানে, চাইছি বারে বারে॥

**গানের শেষাংশে খাবারের হাঁড়ি হাতে উমাশংকর প্রবেশ করিল এবং গান শেষে পিছন হইতে গৌরীকে ধাক্কা মারিল )**

গৌরী। ( চমকাইয়া ) কে ?

উমাশংকর। ( সেই মুহূর্ত্তে হাতের একটি রসগোল্লা গৌরীর মুখে দিয়া কহিল ) রসগোল্লা। ( গৌরী রসগোল্লা মুখে লইয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল এবং উমা গৌরীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া ) উঁহুঁ-হুঁ, বাইরে নয়—ভিতরে।

গৌরী। ( অতিকষ্টে রসগোল্লা গিলিয়া ) বাপরে বাপ্‌ অত বড় রসগোল্লাটা যদি গলায় আটকে যেত।

উমাশংকর। অসম্ভব! আটকাতো না। কারণ রসগোল্লা—তার প্রথমটা রস, পরে—

গৌরী। গোল্লা—অর্থাৎ শূন্য। সত্যি উমাদা! মাঝে মাঝে ভাবি, আমাদের এই রসে ভরা দুটো প্রাণ সত্যিই যদি কোনদিন শূন্যে পরিণত হয়!

উমাশংকর। হবে না।

গৌরী। কিসে বুঝলে? বড়দা-বৌদির সম্মতি পেয়েছ নাকি?

উমাশংকর। পাইনি, তবে নিশ্চয় পাব। হ্যাঁ, তুমি তোমার মামার সম্মতি পেয়েছ?

গৌরী। না। মামা কোনদিনই সম্মতি দেবেন না।

উমাশংকর। কেন?

গৌরী। মামা চায়, তার ছেলে রাজুর সংগে আমার বিয়ে হোক।

উমাশংকর। সেকি! ভাই-বোনে বিয়ে!

গৌরী। না উমাদা, রাজু আমার ভাই নয়। আটকড়ি আচার্য্য আমার আপন মামা নয়।

উমাশংকর। তবে?

গৌরী। আটকড়ি আচার্য্যের বোন নিঃসন্তান। আমাকে তিনি পেটে ধরেননি, ছোট থেকে প্রতিপালন করেছেন।

উমাশংকর। সে কি!

গৌরী। তাই তো বলছি উমাদা। সব কিছু শুনে তোমার দাদা বৌদি যদি অবজ্ঞা করেন।

উমাশংকর। না না, তা করবেন না গৌরী। আমার দাদা বৌদিকে আমি চিনি। জন্ম আর জাতির চেয়ে মানুষের মনুষ্যত্বকে তাঁরা বেশী ভালবাসেন।

গৌরী। উমাদা—

উমাশংকর। ভেব না গৌরী। মিষ্টিগুলো রইলো, সময় বুঝে খেয়ে নিও।

গৌরী। একা একা?

উমাশংকর। দোকা বসে খাব—তবে আজ নয়।

গৌরী। কবে?

উমাশংকর। বিয়ের দিন বাসর ঘরে। চলি, কাজ ফেলে এসেছি। আবার আসবো। [ প্রস্থানোদ্যত ]

গৌরী। কখন?

## ( দূরে গজেন দত্তের প্রবেশ )

গজেন। হয় সন্ধ্যার অন্ধকারে—নয় কাল এমনি সময়ে নির্জ্জনে এই পুকুরঘাটে।

উমা। একি! আপনি—

গজেন। দেখতে এলাম শংকর-গৌরীর গোপন অভিসারে কৈলাসের পরিবর্ত্তে আটকড়ি আচায্যির এই পচা পুকুরে প্রেমের বান কতখানি

এসেছে।

গৌরী। চুপ করুন।

গজেন। কেন? কার ভয়ে?

উমাশংকর। ভদ্রতার ভয়ে। অসভ্য। ইচ্ছা হয় এই মুহূর্তে আপনাকে আমি—

গৌরী। থাক উমাদা। ঘেউ ঘেউ করা ওর স্বভাব; মারলে নিজের মর্য্যাদাই নষ্ট হবে, ওর মনের পরিবর্ত্তন হবে না!

গজেন। তার অর্থ?

গৌরী। যে ক'দিন মামার বাড়ীতে এসেছি, সেই ক'দিনেই জেনেছি, আপনার এই স্বভাবের জন্য শুধু বামুনপাড়াতেই নয়, বাগ্দিপাড়াতেও মাঝে মাঝে ঝাঁটা লাথি খেতে হয়।

গজেন। (কঠিন কণ্ঠে) গৌরী!

উমাশংকর। হুসিয়ার রায়বাহাদুর। গৌরী আপনার ভিটেবাড়ীর প্রজা নয়। আলাপ যদি করতে হয়, তাহলে মর্য্যাদা দিয়ে করবেন। নইলে—

গজেন। কি করবে?

উমাশংকর। অসহায় মেয়েদের উপর অত্যাচার আর পরের পয়সায় আপনার এই ভুঁইফোড় রায়বাহাদুরগিরির স্বপ্ন এক দিনেই ভেঙে দেব। সাবধান! [প্রস্থান]

গজেন। হাঃ হাঃ হাঃ। (এবং ওই সঙ্গে গৌরীও চোখে আঁচল দিয়া কান্নার ভানে কাঁদিয়া উঠিল) একি! কি হয়েছে?

গৌরী। কাঁদছি।

গজেন। কেন?

গৌরী। এর পরেও কোন ভদ্র সন্তানের মুখে হাসি আসে

না বলে।

গজেন। ( গম্ভীরভাবে ) বুঝলাম। যাক্, তোমার মামা কোথায় ?

গৌরী। খুঁজে দেখতে হবে। সরে দাঁড়ান—পথে ছায়া পড়েছে। বাড়ী যাব।

গজেন। তাই নাকি। ছায়া মাড়ালেও দোষ। কথাগুলো যেন বড় বাঁকা বাঁকা শোনাচ্ছে।

গৌরী। হা আমার কপাল ! রাগ করছেন কেন। সব বোঝেন আর এইটুকু বোঝেন না।

গজেন। না।

গৌরী। বলবো ?

গজেন। বলো।

গৌরী। সুন্দরী মেয়েদের মুখে সোজা কথা শুনতে হলে একটু সৌভাগ্য অর্জ্জন করতে হয়, বুঝলেন। চলি—নমস্কার।

গজেন। ঠিক আছে। তোমার এ বিষ দাঁত ভাঙতে আমি পারি বড় ভয় করি শুধু রাজুর। তাছাড়া এখন আমার প্রয়োজন গিরিজাশংকরের মেয়ে শান্তিকে। যে কোন প্রকারে তাকে আমি—

**( উদ্যত লাঠি হস্তে আটকড়ির প্রবেশ )**

আটকড়ি। খুন করবো। বেটা জোচ্চোর, বংশের কুলাংগার, পাজি, বদমায়েশ। [ লাঠি মারিতে উদ্যত ]

গজেন। ( লাঠি ধরিয়া ) আঃ, কি করছেন, কাকে কি বলছেন ?

আটকড়ি। ( বিস্ময়ে ) এঁ্যা, আপনি—রায়বাহাদুর ! তবে যে গৌরী আমাকে বললে—রাজু আমাকে টাকা দিলে না, পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাইতো আমি লাঠি নিয়ে ছুটে এলাম।

গজেন। বেশ করেছেন। এখন বলুন, আমার প্রস্তাবে কি বলেছেন গিরিজাশংকর ?

আটকড়ি। সে কথা আর শুনবেন না হুজুর। গিরিজাশংকরকে যেই বলেছি আপনার মেয়ে শান্তিকে আমাদের রায়বাহাদুর গজেন দত্ত বিয়ে করতে চান; তখনই অমনি—

গজেন। কি বললে গিরিজাশংকর ?

আটকড়ি। বাঘের মত গর্জন করে বললে, আমার মেয়ে শান্তির বিয়ে সুপাত্রে যদি না-ই দিতে পারি, তাহলে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেব, তবু লম্পট ভুঁইফোড় রায়বাহাদুরের হাতে দেব না।

গজেন। বুঝেছি আচার্য্য মশায়, বুঝেছি। কিছুদিন আগে আমি নিজেই এ বিয়ের প্রস্তাব করেছিলাম, সেদিনও ওই কথা বলেছে। ঠিক আছে। গিরিজাশংকরের এ আভিজাত্যের প্রাসাদ আমাকে ভাঙতেই হবে। যে কোন প্রকারে শান্তিকে বিয়ে আমি করবই।

আটকড়ি। তা করুন হুজুর। কিন্তু মনে হচ্ছে শান্তিকে পেতে হলে কিছু অশান্তি নিতে হবে।

গজেন। কারণ ?

আটকড়ি। অনেকদিন পরে এই উদয়পুর কাছারীর প্রতিনিধি হয়ে যিনি এসেছেন, তার নাম ইন্দ্রনারায়ণ, সেই ইন্দ্রনারায়ণ নাকি গিরিজাশংকরের পরিচিত। শুধু তাই নয়, শান্তির মনোনীত পাত্র।

গজেন। বটে। গিরিজাশংকর তাহলে বড় গাছে ভেলা বাঁধবে। সেই জন্যেই উমাশংকর আজ আমাকে অপমান করতে সাহস পায়। ঠিক আছে। আজ থেকে সাত দিনের মধ্যেই ওই ইন্দ্রনারায়ণের বিরুদ্ধে আমি—

( ইন্দ্রনারায়ণের প্রবেশ )

ইন্দ্র। কাশীধামে রাজার কাছে অভিযোগ করবেন। চোর, লম্পট আখ্যা দিয়ে উদয়পুর থেকে সরিয়ে দেবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ আপনিই তা পারেন! কারণ, এসব আপনি যা বুঝবেন, সমগ্র উদয়পুরে আর কেউ তা বুঝবে না।

গজেন। ইন্দ্রনারায়ণ—

ইন্দ্র। চুপ। ইন্দ্রনারায়ণ নয়—বলুন কুমার বাহাদুর।

গজেন। কারণ?

আটকড়ি। সে কি! শোনেন নি?

গজেন। না।

আটকড়ি। আমাদের রাজামশায় এতদিন তীর্থে থেকে, এখন চিরজীবনের মত তীর্থবাসী হবেন স্থির করেছেন। তাই রাজ্যরক্ষা আর সিংহাসনে বসাতে এই হুজুরকে দত্তক নিচ্ছেন।

গজেন। নিচ্ছেন। এখনও তো নেননি?

ইন্দ্র। সময় হলে নিশ্চয় নেবেন। আর সেদিন—

গজেন। সেদিন?

ইন্দ্র। ভিতরে যাই থাক—উপরে যখন রায়বাহাদুরের আবরণ জড়িয়েছেন, তখন নিমন্ত্রণ পত্র একটা নিশ্চয় পাবেন। যাক্ সে কথা। আচার্য্য মশায়।

আটকড়ি। হুজুর।

ইন্দ্র। আপনার পুত্র রাজু কোথায়? আমি তার কাছেই এসেছি। ডাকুন তাকে।

( গৌরীর প্রবেশ )

গৌরী। রাজুদা বাড়ী নেই, ফিরতে দেরী হবে।

ইন্দ্র। দেরী হবে। ( গৌরীকে দেখিয়া ) কিন্তু আপনি—আপনিই বুঝি রাজুর বোন গৌরী ?

গৌরী। হাঁা।

ইন্দ্র। ভালই হয়েছে। এই পত্রখানা রাখুন, তার কাজের নির্দ্দেশ ওর মধ্যেই আছে। আর মুখে বলবেন, রাজাবাহাদুরের পত্র পেয়ে আজই আমি কাশীধামে যাচ্ছি। শীঘ্রই আসব। [ প্রস্থানোদ্যত ]

আটকড়ি। না না, ও কাজ করবেন না হুজুর। রাজুর উপর জরুরী কাজের দায়িত্ব দিয়ে যাবেন না।

ইন্দ্র। কেন ?

আটকড়ি। সে বেটা লম্পট, মাতাল। দুঃখের কথা বলব কি, আমি সুদের ব্যবসা করি। আর হারামজাদা সেই পয়সা নিয়ে—

ইন্দ্র। সৎ পথে ব্যয় করে। বলতে হবে না আচার্য্য মশায়। আমি তাকে জানি—চিনি।

আটকড়ি। বলেন কি হুজুর !

গজেন। ভাববেন না আচার্য্য মশায় ! কথায় বলে—বেদেয় চেনে সাপের হাঁচি। জুড়িদার উনি ঠিক চিনেছেন।

ইন্দ্র। বুদ্ধিমান। তাই যাবার সময় বুদ্ধিমান রায়বাহাদুরকে শেষ বারের মত আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এই উদয়পুরে এতদিন উপযুক্ত প্রতিনিধি ছিল না। তাই যা খুশী তাই করেছেন। কিন্তু আর নয়, এইবার এই উদয়পুরে রাজ-প্রতিনিধি হয়ে যে এসেছে, সে সত্যিকারের মানুষ।

গজেন। কি করবে সেই সত্যিকারের মানুষ।

ইন্দ্র। নিক্তি ধরে ন্যায় অন্যায়ের সমান বিচার করবে। তারপর আর্তকে অব্যাহতি দিয়ে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে। হয় তাকে শাসন করবে—নয় জীবনের মত সরিয়ে দেবে। সাবধান। [প্রস্থান]

গৌরী। কি হল রায়বাহাদুর! মুখখানা অমন বাংলার পাঁচ হয়ে গেল কেন?

গজেন। ভয়ে নয়, আনন্দে।

গৌরী। কিন্তু সাবধান, আনন্দটা একটু বুঝে-সুঝে করবেন।

গজেন। কারণ?

গৌরী। সত্যিকারের ওই মানুষটা শীঘ্রই ফিরে আসবে। স্বভাবের পরিবর্তন যদি না-ই করেন, তাহলে রায়বাহাদুরের নাম তো যাবেই, প্রাণটাও আর থাকবে না। [ প্রস্থান ]

আটকড়ি! যাঃ বাবা। কোথা দিয়ে কি সব হয়ে গেল। শিব গড়তে সব সঙ হলো।

গজেন। না না, সঙ হতে আমি দেব না। শুনুন, আপনার উদ্দেশ্য আমি জানি। আপনি চান, রাজুর সংগে গৌরীর বিয়ে দিয়ে আপনার ভগ্নীর দেওয়া গৌরীর নামে সব সম্পত্তি আর অর্থ আত্মসাৎ করতে।

আটকড়ি। এসব কি বলছেন হুজুর?

গজেন। ঠিক বলছি। অস্বীকার করতে পারেন?

আটকড়ি। আজ্ঞে না।

গজেন। আর আমি চাই শান্তিকে বিয়ে করে গিরিজাশংকরের উঁচু মাথা আমার পায়ের নীচে লুটিয়ে দিতে। কিন্তু উমাশংকর, কারণ গৌরী তাকে ভালবাসে। আমার বাধা—

আটকড়ি। ইন্দ্রনারায়ণ। কারণ শান্তির সে মনোনীত পাত্র। বলুন, এখন কোন পথে যাবেন?

গজেন। পথ আমি দেখেছি ঠিক। তাই গোপীনাথকে হাতে রেখে ওদিকে আমি অনেক দূর এগিয়েছি। এইবার এদের দুজনকে আমরা—

( জ্ঞান পাগলের প্রবেশ )

জ্ঞান। কামড়াবে। সামনে থেকে না পারলেও পিছন থেকে নিশ্চয় কামড়াবে।

গজেন। কে তুই ?

জ্ঞান। জ্ঞান পাগল। কিন্তু না গো না—সরল মানুষগুলোকে অন্যায় করে তোমরা আঘাত ক'রো না। তাহলে—

গজেন। তাহলে ?

( গীত )

জ্ঞান। মানুষের কাছে দিলেও ফাঁকি, ভগবানের কাছে পড়বি ধরা।

তখন থাকতে আয়ু বেঘোরে হায় পড়বি মরা॥

তাই আছে সময় দেখনা বুঝে,

ভুলের পথে আর যাসনে মিছে,

পরের ফাঁকি দিতে গেলে, নিজের ফাঁসি নিবি গলে।

হিসাব করে দেখবি শেষে, সব হারিয়ে হয়ে আছিস সর্ব্বহারা॥

[ প্রস্থান ]

গজেন। হাঃ হাঃ হাঃ—অপদার্থ। ভাবছেন কি আচার্য মশায়!

আটকড়ি। ভাবছি, মোটা লাভের আশায় এগিয়ে গিয়ে, ভারী লোকসানের বোঝা বইতে হবে না তো ?

গজেন। না না, শুধু আমি যা বলব নীরবে তাই করবেন। আসুন, হাত ধরুন, তারপর দেখি। একসঙ্গে এগিয়ে গিয়ে, ইন্দ্রনারায়ণের পতন আর গিরিজাশংকরের সংসারে ভাঙন ধরাতে পারি কিনা।

[ উভয়ের প্রস্থান ]

## চতুর্থ দৃশ্য

গিরিজাশংকরের বাড়ী

### ( চিন্তিত শান্তির প্রবেশ )

শান্তি। না আর কিচ্ছু ভাল লাগছে না। ভদ্রলোক সেদিন এলো। ভাবলাম নির্জ্জনে দুটো কথা বলব। কিন্তু চোর চোর করেই সব ভেস্তে গেল। তাইতো সেই যে গেল, আজ কটা দিন—! দূর, হয়ত ভুলেই গেছে।

### ( মণিশংকরের প্রবেশ )

মণিশংকর। দিদি, ও দিদি।

শান্তি। কি ?

মণিশংকর। মুখটা ভার লাগছে কেন ? কার কথা ভাবছিস ?

শান্তি। জানিনে যা।

মণিশংকর। আমি কিন্তু জানি। তুই ইন্দ্রদার কথা ভাবছিস।

শান্তি। মণিশংকর—

মণিশংকর। সত্যি দিদি। আমি হলপ করে বলতে পারি, ওই ইন্দ্রদা তোর চোখের ঘুম নিয়েছে, ক্ষিদের খাওয়া নিয়েছে, আর—

শান্তি। আর ?

### গীত

মণিশংকর—

বুকের মাঝে বেঁধেছে বাসা।
নিয়ে যত ভালবাসা॥
তাই অঙ্গে আজ ফুটেছে লাবণী
চোখের তারায় দেখি সলাজ চাহনি,
দিয়েছে দোলা মনের বনে, বসন্তের ভরা ফাল্গুনে।
জাগায়েছে যত প্রেমের নেশা।

শান্তি। মণিশংককর !

মণি। ভাবিসনে দিদি, ইন্দ্রদা খুব শীঘ্রই ফিরে আসবে।

শান্তি। কেন ? সে কোথায় গেছে ?

মণি। বাবার উপর কাছারীর সব ভার বুঝিয়ে দিয়ে রাজা বাহাদুরের সংগে দেখা করতে কাশী গেছে।

শান্তি। ওঃ, খবরটা দিয়ে তুই আমাকে বাঁচালি। সত্যি মণি, আমি যেন হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। নে ভাই, এই টাকাটা রাখ। বিশ্বনাথকে দিয়ে সন্দেশ আনিয়ে খাস। আর শোন—

মণি। কি ?

শান্তি। ইন্দ্রদা কবে, কখন আসবে সংবাদটা নিয়ে—

## ( সুধামুখীর প্রবেশ )

সুধা। তোমাকে জানাবে। কেমন ?

শান্তি। কাকীমা—

সুধা। চুপ। ছিঃ ছিঃ ছি—সোমত্ত মেয়ে তুই, লজ্জা করে না। নাগরের খোঁজ নিতে হয় নিজে গিয়ে নিগে। কচি ছেলেটাকে জড়াচ্ছিস কেন ?

মণি। মা !

সুধা। ফেলে দে, ফেলে দে ওই কলংকিনীর টাকা। ওঃ, ধন্য বুদ্ধি বটে—আবার টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করা হচ্ছে। এই, এই হতভাগা, ( মণিকে মারিতে মারিতে ) কেন দিন রাত ওই ডিঙ্গীর সংগে থাকিস ? কেন এই কেলেংকারীর মধ্যে আসিস ?

মণি। মা—মাগো !

শান্তি। ( বাধা দিয়া ) মেরো না কাকীমা ! ভুল বুঝে ওকে আর

যেয়ো না।

সুধা। ভুল বুঝে। না না, এতদিন অনেক ভুল বুঝেছি। সকলের মুখ চেয়ে সব সহ্য করেছি। আর করছিনে। গোপীনাথের কথাই ঠিক। কচি ছেলেটার সর্ব্বনাশ করবে। না, তা আর হবে না। আজই এ ডাইনীদের সংস্রব মুক্ত হব। আসুক আগে বাড়ী।

## ( জয়াবতীর র প্রবেশ )

জয়াবতী। কি হয়েছে মেজবৌ? অত চেঁচাচ্ছিস কেন? কি বলছিস?

সুধা। বলছি তোমার ওই ধিঙ্গি মেয়ের কথা। পিরীতের লোকের কাছে পিরীত বজায় রাখতে মণিকে দিয়ে যোগাযোগ রাখছে। ওইটুকু ছেলের মুখে প্রেমের বুলি শিখিয়ে সংবাদ পাঠাচ্ছে।

জয়াবতী। কি হয়েছে রে মণি?

মণি। দিদি বলছিল ইন্দ্রদা কবে আসবে তাই—

জয়াবতী। ইন্দ্রনাথ। হাঁরে মেজবৌ, ইন্দ্রনাথ তো আমাদের ঘরের ছেলে।

সুধা। ইন্দ্রনাথ না হয় ঘরের ছেলে। কিন্তু ইন্দ্রের পিছনে আরও কত বায়ু, বরুণ, পবন আছে তাই বা কে জানে।

শান্তি। কাকীমা!

জয়াবতী। চুপ কর। হাঁরে হতভাগী, ঘরের খাচ্ছিস আর বনের মোষ তাড়াচ্ছিস। মরতে পারিস না—এসব কথা শোনবার পরেও তোর মরতে ইচ্ছে হচ্ছে না। [ চুলের মুঠি ধরিল ]

শান্তি। ( আর্ত্তনাদ করিয়া ) উঃ মাগো।

জয়াবতী। ( মারিতে মারিতে ) মর, মর কালামুখী। গলায় দড়ি দিয়ে মর।

মণি। মেরো না বড়মা, দিদির কোন দোষ নেই। মা, ও মা—বড়মাকে ধর না। দিদিকে মেরে ফেললে।

[ সুধার হাত ধরিয়া টানিতেছিল ]

সুধা। (হাত ছাড়াইয়া) স্থির হয়ে দাঁড়া হতভাগা।

[ মণি রগালে চড় মারিল ]

জয়াবতী। (শান্তিকে ছাড়িয়া) মেজবৌ! (মণির দিকে অগ্রসর হইতেই সুধা মণিকে টানিয়া নিজের পশ্চাতে লইল ]

শান্তি। মা, শুধু শুধুই আমাকে মারলে। তবু তুমি বিশ্বাস কর, আমি এতটুকু অপরাধে অপরাধী নই।

জয়াবতী। শান্তি!

শান্তি। হঁ্যা মা হঁ্যা, এ সবই কাকীমার মনগড়া কথা—মিথ্যে রটনা।　　　　[ প্রস্থান ]

সুধা। কি—মিথ্যে রটনা। আমি মিথ্যাবাদী। বাঃ বড়দি, এতে পরিস্কার বুঝতে পারছি—সবই চক্রান্ত। তাই সেদিন নিজেই আমার ভাইকে চোর অপবাদ দিয়ে অপমান করলে, আজ দাঁড়িয়ে থেকে মেয়েকে দিয়ে আমাকে মিথ্যেবাদী সাজালে। না আর নয়, আলাদা আমাকে হতেই হবে।

জয়াবতী। কি বললি মেজবৌ! আলাদা হবি?

সুধা। নিশ্চয় হব। সামী উপায় করে, ছেলের মা হইছি, এই হিংসায় ফেটে মরছো। তাই সামনাসামনি কিছু না বলে পিছন থেকে আমাকে করছো অপমান। আর আদরের নামে ছেলেটাকে পাঠাচ্ছ অধঃপতনে।

জয়াবতী। মেজবৌ!

সুধা। শোন বড়দি, আমার শেষ কথা। আজই আমাকে আলাদা

করে দেবে। আর তা না দিয়ে যদি ঠাকুরপোর উপার্জ্জনে আরাম করে খেতে চাও, তাহলে ভাতের পরিবর্ত্তে আমার এই ছেলের মাথা চিবিয়ে খাবে।

জয়াবতী। ( আর্ত্তনাদ করিয়া ) ওঃ ভগবান!

## ( গিরিজাশংকরের প্রবেশ )

গিরিজা। ভগবান মংগলময়। তাকে আর এর মধ্যে ডেকে দায়ী ক'রো না বড়বৌ।

জয়াবতী। ওগো শুনছ তুমি, মেজবৌ আজ—

গিরিজা। যে দিব্যি দিয়েছেন, তাতে আর একসংগে রাখতে পারি না।

মণি। জ্যাঠামণি! জ্যাঠামণি—

গিরিজা। মণিশংকর ( অগ্রসর হইয়া সংযত হইয়া ) না না, যা বাবা যা, মার কাছে যা। [ পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল ]

সুধা। শুনলি হতভাগা! এতদিন আপন ছিল, আজ সব পর। আয় আমার সংগে। [ মণির হাত ধরিয়া প্রস্থানোদ্যত ]

মণি। ( অর্দ্ধপথ হইতে ) না না, জ্যাঠামণি আর বড়মাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না। বড়মা—

জয়াবতী। মণিশংকর।

মণি। ( আরও দূর হইতে ) বড়মা—

[ সুধামুখী জোর করিয়া মণিকে লইয়া গেল ]

জয়াবতী। মণিশংকর— [ প্রস্থানোদ্যত ]

গিরিজা। কোথায় যাচ্ছ বড়বৌ! [ বাধা দিল ]

জয়াবতী। ওরা মণিশংকরকে নিয়ে গেল। ওকে ফেরাও।

গিরিজা। যার সন্তান সে যদি নিয়ে যায় তুমি আমি বাধা দেবার কে

জয়াবতী। তাই বলে ফিরেও দেখলে না—একফোটা চোখের জলও ফললে না।

গিরিজা। জল ফেলব? চোখের জল (মলিন হাসিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ বড়বৌ, আমরা কি তোমাদের মত ভালবাসতে জানি, তোমাদের মত কাঁদতে পারি—আমরা যে পুরুষ, পাথর দিয়ে তৈরী আমাদের এ বুক। (কম্পিতকণ্ঠে) তাই সহজে ব্যথাও লাগে না—চোখেও জল আসে না।

নেপথ্যে বিরজা। বড়দা, বউদি—

গিরিজা। ওই বিরজা আসছে, চোখের জল মুছে ফেল বড়বৌ, পরীক্ষার সময় এসেছে—প্রস্তুত হও।

(ব্যস্তভাবে বিরজাশংকরের প্রবেশ)

বিরজা। বড়দা, বউদি—এই যে, এখানেই আছ। শোন, কাছারীর সব দায়িত্ব আমার উপর দিয়ে ইন্দ্রনারায়ণ কিছুদিনের জন্য কাশী গেছে। দূরের পথ, সবদিন বাড়ী আসতে পারব না, কাছারীতেই থাকতে হবে। যাক্, পরেই সব বলব। বৌদি, গত মাসের বেতনটা নিয়ে এলাম—রাখ।
[ অর্থ দিতে গেল ]

জয়াবতী। আমি আর রাখব না ভাই।

বিরজা। কেন?

জয়াবতী। অনেকদিন রেখেছি, অনেকদিন এ সংসারের গিন্নিপনাও করেছি—আর পারছি না।　　　　[ প্রস্থানোদ্যত ]

বিরজা। বৌদি!

জয়াবতী। বড় বউদির অনুরোধ—এবার থেকে মাসের শেষে বেতন এনে মেজ বউ-এর হাতেই দিও ঠাকুরপো। ( প্রস্থান )

বিরজা। সে কি! কি হয়েছে বড়দা?

গিরিজা। কিছু হয়নি ভাই। আচ্ছা বিরজা আমাদের নতুন বাড়ীটা তো কাছারীর অনেক কাছে, আর ওবাড়ীর কাজও তো সব শেষ হয়েছে?

বিরজা। হ্যাঁ।

গিরিজা। তাই বলছিলাম, কাছারীর সব দায়িত্ব দেখাশুনা করে এ বাড়ীতে রোজ রোজ আসতে তোর অসুবিধা হবে। তুই বরং মেজ বউমা আর মণিকে নিয়ে, ওই নতুন বাড়ীতেই বাস করে।

বিরজা। থাক্ থাক্ বড়দা—আগের মত কচি ছেলে ভেবে কাঁচা কথা দিয়ে আর ভোলাতে চেও না। বল বল বড়দা—কি হয়েছে? সত্যিই কি তুমি আমাকে—

বিরজা। আলাদা করে দিচ্ছি বিরজাশংকর।

বিরজা। না, না বড়দা, ও কথা বোল না। এ তোমার মুখের কথা—মনের কথা নয়।

গিরিজা। হ্যাঁরে হ্যাঁ ভাই, তুই আলাদা হ'। আজ এই আমার মনের কথা।

বিরজা। অসম্ভব! এই যদি আমার মনের কথা হয়, তাহলে অভিধানের পৃষ্ঠায় স্নেহ-মমতা বলে কোন ভাষা আর থাকবে না—সংসারের বুকে ভাই আর ভাইকে ভালবাসবে না। না, না বড়দা আমি জানি, পুবের সূর্য পশ্চিমে উঠতে পারে, কিন্তু আমার বড়দা আমাকে আলাদা করে দিতে পারি না।

গিরিজা। বিরজা!

বিরজা। বোঝাতে পারবে না বড়দা—সব আমি বুঝেছি। আর এ চক্রান্ত কার, তাও আমি জেনেছি। মেজ বউ, মেজ বউ—

[ ডাকিতে ডাকিতে প্রস্থানোদ্যত ]

( বিশ্বনাথের প্রবেশ )

বিশ্বনাথ। মেজমা এ বাড়ীতে আর নেই মেজবাবু!

বিরজা। কোথায় গেছে?

বিশ্বনাথ। তার বাক্স বোঁচকা আমার হাতে বুঝিয়ে দিয়ে মণির হাত ধরে বাপের বাড়ী চলে গেছে।

গিরিজা। বিশ্বনাথ—

বিশ্বনাথ। বল—বল বড়বাবু! মেজমার কথামত ওই বাক্স বোঁচকা তার বাপের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।

বিরজা। না—না, এ বাড়ীর বউ হয়ে, বড় কর্তার বিনা অনুমতিতে বাড়ী থেকে যখন বেরিয়ে গেছে, তখন হয় সে বাপের বাড়ীতে থাক্, নয় সে যমের বাড়ী যাক্, তার সংগে আর আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই। যা—নিয়ে যা বিশ্বনাথ, ওগুলো ঘরের মধ্যে তালা বন্ধ করে রাখ।

গিরিজা। না, না ভাই, আর তা হয় না।

বিরজা। কেন হবে না বড়দা? আমি আগেও বলেছি আজও বলছি নিজে কোনদিন তোমার অমর্যাদা করিনি কাউকে করতেও দেবনা

না। এর জন্যে স্ত্রীর আকর্ষণ তো তুচ্ছ, প্রয়োজনে পুত্রস্নেহও ভুলে যাব—তবু পিতৃতুল্য বড়দা তুমি, তোমার অপমান আমি সইব না।

গিরিজা। সইতে হবে বিরজা। মিথ্যা অভিমানে আজ যদি মেজ বৌমা বাপের বাড়ীতে থাকেন, তাহলে নিন্দায় দেশ ভরে যাবে। সবাই বলবে—গিরিজাশংকর ভাইয়ের উপার্জ্জন খেতে ভ্রাতৃবধূকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ওরে ভাই—তখন কোথায় থাকবে তোর দেওয়া এ সম্মান, কোথায় থাকবে বংশের মর্যাদা ?

বিরজা। বড়দা—

গিরিজা। শোন্ বিরজা! যে বড়দাকে সুখে রাখতে তুই তোর স্ত্রী-পুত্রকে ছাড়তে চাইছিস, সেই বড়দা হয়ে এই শেষবারের মত তোকে আমি আদেশ করছি, আমি বেঁচে থাকতে কোনদিন আর এ বাড়ীতে আসবি না, অকারনে মেজ বৌমাকে নির্যাতন করবি না, আর আজই বৌমাকে বাপের বাড়ী থেকে ফিরিয়ে এনে নতুন বাড়ীতে আলাদা হয়ে থাকবি। [ প্রস্থানোদ্যত ]

বিরজা। ( বাধা দিয়া ) না না যেও না বড়দা, তোমার পায়ে ধরে মিনতি করছি, এ আমি পারব না, ফিরিয়ে নাও বড়দা—ফিরিয়ে নাও তোমার আদেশ।

গিরিজা। ( কঠিন কণ্ঠে ) না না উপায় নেই বিরজা। জীবনে কোন দিন আমার আদেশের তুই অমর্যাদা করিসনি, জানি আজও করবিনে। আর তা যদি করিস, তাহলে দেবতা সাক্ষী, শপথ করছি আজ আমি—

বিরজা। তুমি—

গিরিজা। আমি, আমি—আত্মহত্যা করবো।

বিরজা। বড়দা! বড়দা— [ প্রস্থানোদ্যত ]

বিশ্বনাথ। যেও না মেজবাবু। গিয়ে কোন ফল হবে না।

বিরজা। বলতে পারিস বিশ্বনাথ, কি হয়েছে? কেন দেবতুল্য বড়দা আজ চঞ্চল হয়েছে।

বিশ্বনাথ। তোমার উপার্জ্জনের টাকায় সবাই মিলে খায় বলে মেজমা আজ ছেলের দিব্যি দিয়েছে।

বিরজা। ওঃ ভগবান! মেজবৌ, মেজবৌ—না না উপায় নেই। বড়দার মুখ চেয়ে আমি নিরুপায়। কিন্তু কি করি—

## ( টাকার বাণ্ডিল ও দলিল হাতে জয়াবতীর প্রবেশ )

জয়াবতী। নতুন বাড়ীর দলিল আর তোমার উপার্জ্জনের সঞ্চিত এই টাকাগুলো বুঝে নাও মেজ ঠাকুরপো।

বিরজা। চমৎকার! কিন্তু বৌদি দলিল দিতে হয় দাও, টাকাগুলো রাখ। আমি জানি এই টাকা ছাড়া এ বাড়ীতে আর একটি কপর্দ্দকও নেই। আজ বাদে কাল কি করবে, কি তোমরা খাবে?

জয়াবতী। না খেয়ে মরবো, তবু তোমার বড়দার অনুমতি ছাড়া—

বিরজা। এ টাকা তুমি রাখবে না? সত্যি বৌদি, তুমিও বউ, মেজ বউও বউ। যাচ্ছি আমি বড়দার কাছে। (প্রস্থানোদ্যত)

জয়াবতী। যেওনা ঠাকুরপো দেখা হবে না।

বিরজা। কেন?

জয়াবতী। তোমার দাদা ঠাকুর ঘরের দরজা বন্ধ করে নীরবে চোখের জল ফেলছে আর ঠাকুরের পায়ে মাথা ঠুকছে।

বিরজা। বুঝেছি বৌদি, বুঝেছি। বিরজার এ বিচ্ছেদের বিরহ সইতে পারছে না বলে বুকের ব্যথা চোখের জলে হালকা করছে। করুক। শোন বৌদি যাবার সময় দাদাকে আর প্রণাম করতে পারলাম না। তাই তোমাকে প্রণাম করেই বাড়ী থেকে বিদায় নিচ্ছি।

[প্রস্থানোদ্যত]

জয়াবতী। ঠাকুরপো!

বিরজা। ডেকনা না বউদি, ডেক না। বড় আশা করে তোমার বিরজাকে বড় করেছিলে। ভেবেছিলাম সেবা করে প্রতিদান দেব। কিন্তু তা যখন পারলাম না, তখন আজ থেকে জেনে রাখ বৌদি—

জয়াবতী। ( আর্তস্বরে ) মেজ ঠাকুরপো!

বিরজা। তোমাদের বিরজাশংকর মরেছে। [প্রস্থান]

বিশ্বনাথ। ভেঙে গেল বড়মা, সব ভেঙে গেল। এইবার এই সংগে আমারও বিদায় দাও মা।

জয়াবতী। তাই দিচ্ছি বিশ্বনাথ। তবে একবারে নয়, শুধু এ বাড়ী থেকে।

বিশ্বনাথ। তার মানে?

জয়াবতী। তোর বড়বাবুর হুকুম, এখন থেকে তুই মেজ বাবুর বাড়ীতেই থাকবি।

বিশ্বনাথ। না মা, ওকথা বোল না। এ আমি পারব না।

জয়াবতী। ওরে না পারলে—মেজ বউকে তো চিনি, তোর মেজ বাবু আর মণিশংকর যে বুক ফেটে মরে যাবে। যা বাবা, এই দলিল আর টাকাগুলো নিয়ে যা।

বিশ্বনাথ। বেশ যেতে বল যাচ্ছি। এ বাড়ীতে এসে তোমাদের কর্ত্তা-গিন্নীর হুকুম মাথা পেতে বইছি—আজও রইব। কিন্তু বলে যাচ্ছি বড়মা! যেদিন সত্যিই আর বইতে পারব না, সেদিন হাজার হুকুমেও আর থাকব না। [প্রস্থান]

( ব্যস্তভাবে উমাশংকরের প্রবেশ )

উমা। বৌদি! বৌদি—

জয়াবতী। ঠাকুরপো!

উমা। কি হয়েছে বৌদি! ওই সব বাক্স বোঁচকা নিয়ে বিশ্বনাথ কি সত্যিই চলে যাচ্ছে?

জয়াবতী। না ঠাকুরপো! তোমার মেজ বৌদি আলাদা হয়েছে।

উমা। বাঁচা গেছে। মেজদা কোথায়?

জয়াবতী। তুমি কি বোকা? মেজবৌ আলাদা হলে, মেজ ঠাকুরপো এ বাড়ীতে থাকে কি করে?

উমা। এঁ্যা, তাহলে মেজদাও যাচ্ছে? না না আলাদা হতে হবে না মেজদা—মেজদা— [প্রস্থানোদ্যত]

( গিরিজাশংকরের প্রবেশ )

গিরিজা। কোথায় যাচ্ছিস উমা বিরজা আর ফিরবে না। আমিই তাকে আলাদা করে দিয়েছি।

উমা। বড়দা!

গিরিজা। কি রে—কৈফিয়ত চাস?

উমা! ক্ষমা কর বড়দা! জীবনে কোনদিন তোমার কাজের কৈফিয়ত নিইনি—নেবও না কোন দিন।

গিরিজা। তাহলে শোন, আড্ডা দিয়ে আর সময় নষ্ট করিসনে। বাড়ীতেই থাকিস—

উমা। তুমি কোথায় যাচ্ছ?

গিরিজা। এতগুলো লোককে তো আর অনাহারে মরতে দিতে পারিনে, যাচ্ছি একটা চাকরীর সন্ধানে।

উমা। বাঃ বাঃ—এই বয়সে তুমি যাবে চাকরী করতে, আর আমি থাকব বাড়ী পাহারা দিতে। শুনছো বৌদি—বড়দার কথা শুনছো?

জয়াবতী। শুনতে হয় তুমি শোন ঠাকুরপো! নতুন করে আর কিছু শুনতে আমি পারিনে। [প্রস্থানোদ্যত]

উমা। বৌদি—

জয়াবতী। না না ঠাকুরপো, এ সংসারে জন্যে এতদিন অনেক কিছু করেছি, অনেকের অনেক কিছু অনুরোধও করেছি। আর পারছি না। এখন করলেও কাউকে বাধা দেব না—না করলেও অনুরোধ করব না। [প্রস্থান]

গিরিজা। ওর কথা ছাড়—কিন্তু আমি আর অপেক্ষা করব না! যা ভাই—তোর বৌদির কাছে যা। [প্রস্থানোদ্যত]

উমা। (বাধা দিয়া) দাঁড়াও বড়দা! যাওয়ার আগে আর হয়ত দেখা হবে না। একটু আশীর্ব্বাদ করে যাও। [প্রণাম করিল]

গিরিজা। কেন রে? তুই আবার কোথায় যাবি?

উমা। চাকরীর সন্ধানে। বাধা দিও না বড়দা। বয়সে ছোট হলেও বুদ্ধি আমার হয়েছে। আমি সব বুঝেছি। এতদিন অনেক আড্ডা দিয়েছি, কিন্তু আজ কর্ম্মের ইংগিত পেয়েছি। না না বড়দা, আমি বেঁচে থাকতে এ বয়সে তোমাকে আমি চাকরী করতে দেব না।

[প্রস্থানোদ্যত]

গিরিজা। ওরে হতভাগা, আমাকে যেতে না দিলে তুই এখন চাকরী পাবি কোথায়?

উমা। চাকরী যদি না পাই, তাহলে কুলীগিরী করব—মোট বইব। তাই বলে পিতৃতুল্য বড়দা তুমি, তোমাকে চাকরীতে পাঠিয়ে ঘরে বসে সুখের ভাত খেতে আমি পারব না। [প্রস্থান]

গিরিজা। ওগো মঙ্গলময় ভগবান! তোমারই দেওয়া এ সংসার, ভাগ্যদোষে ভেঙে দিয়েও যেটুকু রেখেছ, এটুকু আর ভেঙো না—দয়াময়, এটুকু আর ভেঙো না। [কম্পিতকণ্ঠে বলিতে বলিতে প্রস্থান]

---

# তৃতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

গজেন দত্তের বাড়ী

( চারিদিকে সুরাপাত্র ছড়ান )

**( গজেন দত্তের প্রবেশ )**

গজেন। হাঃ হাঃ হাঃ, এই চালেই কিস্তী মাৎ হবে। এইবার গিরিজাশংকর—জালে তোমায় জড়িয়েছি, তুলতে শুধু বাকী। গোপীনাথের চেষ্টা সফল হয়েছে। বাকী আছে আটকড়ি আচার্য্য।

**( গোপীনাথের প্রবেশ )**

গোপীনাথ। হুজুর !

গজেন। আরে—এসো, এসো গোপীনাথ। এই দেখ শুধু তোমার জন্যই আসর সাজিয়ে আমি অপেক্ষা করছি। তারপর—

গোপীনাথ। তারপর আপনার নির্দেশমত দিদিকে সব কথা বলে বুঝিয়েছি। তাতেই কাজ হয়েছে। আলাদা হয়ে জামাইবাবুকে নিয়ে দিদি এখন নতুন বাড়ীতেই উঠেছে।

গজেন। জানি। এখন তোমার কাজ, ধূর্ত্ত চাকর বিশ্বনাথের উপর কড়া নজর রেখে, স্রেফ তোমার দিদি আর জামাইবাবুর মন যুগিয়ে চলা।

গোপীনাথ। সে কথা আর বলতে হবে না হুজুর। দিদিকে রাজী করিয়ে, নিজের বাড়ী ছেড়ে এখন আমি দিদির সংগে নতুন বাড়ীতেই আছি।

গজেন। বেশ করেছো। তাইতো বার বার বলেছি গোপীনাথ, তোমার বোন ভগ্নীপতি বড়লোক। তুমি চিরদিন গরীব থাকবে কেন? যাক্ ওসব কথা। (নেপথ্যের প্রতি) কই গো, দেরী হচ্ছে কেন?

## (বাঈজীর প্রবেশ)

(নৃত্যের ভঙ্গীতে অভিবাদন করিল)

গজেন। অতিথি সৎকার কর। ব'সো গোপীনাথ, ব'সো।

(গজেন গোপীনাথের হাত ধরিয়া বসাইয়া দিল। বাঈজী নৃত্য শুরু করিল এবং সুরা ঢালিয়া গজেন এবং গোপীনাথকে দিতেছিল)

গজেন। (নৃত্যশেষে বাঈজীকে অর্থ দিল) যাও।

[ বাঈজীর অভিবাদন ও প্রস্থান ]

গোপীনাথ। হুজুর!

গজেন। না না গোপীনাথ, ওই হুজুর কথাটা ছাড়। শুধু রায় বাহাদুর বলো। কারণ এখন থেকে তুমি আমার সহচর নও—বন্ধু।

গোপীনাথ। বন্ধু!

গজেন। হ্যাঁ অন্তরঙ্গ বন্ধু। মান, মর্য্যাদা, আত্মীয়, বান্ধব—সব এই টাকায়। আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি সে টাকা। তোমার আর অভাব হবে না। কেন জান? ইন্দ্রনারায়ণ কাছারীতে নেই। খাজনার টাকা, লাটের টাকা, সব এখন তোমার জামাইবাবুর হাতে।

গোপীনাথ। কিন্তু জামাইবাবুর হাতে থাকলে সে টাকা আমার হাতে আসবে কি করে?

গজেন। আসবে—আসবে। কিন্তু কেমন করে আসবে সে কথা (চারিদিকে দেখিয়া) না, থাক। সময় হলে সব বলে দেব। গৌরীর খবর রাখ?

গোপীনাথ। না, অনেকদিন তাকে দেখিনি। সত্যি রায়বাহাদুর, আপনার চেষ্টায় গৌরীকে আমি পাব তো?

গজেন। নিশ্চয় পাবে।

গোপীনাথ। তাই যদি পাই, তাহলে সেদিন আপনার কাছে যে মুক্তা বসানো হার রেখে গেছি, সেই হার পরিয়ে তাকে আমি বিয়ে করবো।

গজেন। আনন্দের কথা। কিন্তু সাবধান, তোমার সে হার যে আমার কাছে আছে, একথা যেন—

গোপীনাথ। না না, কেউ জানবে না। আমি মরবো, তবু—

**( ব্যস্তভাবে আটকড়ির প্রবেশ )**

আটকড়ি। আসল কথা ফাঁস ক'রো না। তাহলে মুষল থেকে আর অব্যাহতি পাবে না।

গজেন। আচার্য্য মশায়!

আটকড়ি। ছুটতে ছুটতে আসছি, কিন্তু (গন্ধ শুঁকিয়া নাকে কাপড় দিয়া) এ-হে-হে, উগ্র গন্ধে যে উদ্‌গার ঠেলে উঠচে। এ কোথায় এলাম, পচা নর্দ্দমায়—না ভাঁটিখানায়?

গজেন। না না আচার্য্য মশায়, আপনি এসেছেন রায়বাহাদুরের বৈঠকখানায়। কিন্তু ব্যাপার কি?

আটকড়ি। আসছে।

গজেন। কে আসছে?

আটকড়ি। গিরিজাশংকর।

গোপীনাথ। সে কি! তাহলে আমি এখন কি করবো, কোথায় যাবো?

গজেন। ওগুলো সরিয়ে নিয়ে পাশের ঘরে অপেক্ষা কর।

গোপীনাথ। ঠিক বলেছেন। যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই রাত্রি হয়।

[ সুরার সরঞ্জাম লইয়া ব্যস্তভাবে প্রস্থান ]

গজেন। যা যা বলেছি, সব মনে আছে তো আচার্য্য মশায়?

আটকড়ি। এখনও তো আছে। শেষ পর্যন্ত থাকলে হয়।

## ( গিরিজাশংকরের প্রবেশ )

গিরিজা। এ কি আচার্য্য মশায়! রায়বাহাদুরের এই বৈঠকখানায় আমাকে ডেকে নিয়ে এলেন কেন?

গজেন। কেন গিরিজাবাবু? রায়বাহাদুরের বৈঠকখানায় পা দিতে আপনার মত মানী লোকের—

গিরিজা। রুচিতে বাধে। মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়।

গজেন। এত মর্য্যাদা জ্ঞান।

গিরিজা। মর্য্যাদা যাদের আছে—জ্ঞানটা তাদেরই থাকে।

গজেন। সাবধান গিরিজাশংকর।

গিরিজা। তুমিও সাবধান রায়বাহাদুর।

আটকড়ি। আ-হা-হা, গরম হবেন না গিরিজাবাবু।

গিরিজা। বেশ, নরম হয়েই জিজ্ঞাসা করছি। বলুন, কেন আমাকে এই মাতালের আড্ডায় ডেকে এনেছেন?

গজেন! নতুন বাড়ী তৈরী করতে যে টাকা ওর কাছ থেকে ধার নিয়েছেন, সে টাকা কবে শোধ করছেন?

গিরিজা। তার আগে আমি জানতে চাই, আমার কাছে তাগিদ দেবার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছেন?

আটকড়ি। আমি দিইছি।

গিরিজা। কারণ?

আটকড়ি। কারণ আমার এই সুদের ব্যবসায়ে রায়বাহাদুরকে অংশীদার করেছি।

গজেন। কাজেই তিনি দিনের মধ্যে সুদ সমেত সমস্ত টাকা মিটিয়ে দিতে হবে।

আটকড়ি। আর তা না দিলে, আজই এখুনি (দলিল বাহির করিয়া) এই দলিলে স্বাক্ষর করে নতুন বাড়ীর অধিকার আমাদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে।

গিরিজা। না না আচার্য্য মশায়, অতখানি নির্দ্দয় আপনি হবেন না। আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন। এমনি করে নতুন বাড়ীর অধিকার কেড়ে নিয়ে ভাইয়ের কাছে আমাকে প্রতারক সাজাবেন না।

গজেন। প্রতারক সাজতে হবে!

গিরিজা। হ্যাঁ রায়বাহাদুর। ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে বিরজাকে আমি আমাদের বসতবাড়ীতে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছি। নতুন বাড়ী দিয়ে আলাদা করে দিয়েছি। আজ যদি সে বাড়ীর অধিকার হারাতে হয়, তাহলে বিরজা ভাববে বড়দা প্রতারণা করেছে। বৌমা বলবেন ফাঁকি দিয়ে পথে বসিয়েছে। না না, সে লজ্জা আমি সইতে পারব না।

গজেন। বেশ তো, তাই যদি না পারেন, তাহলে একটা উপায় আছে।

গিরিজা। বলুন। সাধ্যমত হলে নিশ্চয় করব।

আটকড়ি। ও টাকাও আর দিতে হবে না, কিছুই আর লাগবে না। শুধু রায়বাহাদুরের সংগে আপনার মেয়ে—

গিরিজা। শান্তির বিয়ে দিই। সে কথা আমি আগেই বুঝেছি।

আটকড়ি। তাহলে আর বিলম্ব নয়। পাঁজী নিয়ে আসছি, দিন ঠিক করে ফেলি।

গিরিজা। না না, আর পাঁজীর প্রয়োজন হবে না। এ চক্রান্ত আপনাদের টিকবে না।

আটকড়ি। গিরিজাবাবু ?

গিরিজা। আপনাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি আচার্য মশায়। অর্থাভাবে শান্তির বিয়ে যদি নাই দিতে পারি তাহলে নিজের হাতে হত্যা করবো—তবু বাবা হয়ে লম্পটের হাতে কন্যা সম্প্রদান আমি করব না।

[ প্রস্থানোদ্যত ]

গজেন। উত্তম। আচার্য্য মশায় ! [ ইংগিত করিল ]

আটকড়ি। এই যে ( মুহূর্ত্তে দলিল বাহির করিয়া গিরিজার প্রতি ) স্বাক্ষর করুন এইখানে।

## ( রাজুর প্রবেশ )

রাজু। হুঁসিয়ার বাবা ! স্বাক্ষরের আশা ছেড়ে, ছেলের মান রাখতে বাপের বেটার মত বাড়ী চল।

[ দলিল কাড়িয়া লইল ]

## ( গৌরীর প্রবেশ )

গৌরী। শুধু রাজুদা নয় মামা, আমিও এসেছি। সত্যই যদি তোমার সুদের ব্যবসায়ে রায়বাহাদুর অংশীদার হয়ে থাকেন, তাহলে তোমার কাছে আমার যে টাকা গচ্ছিত আছে, তাই থেকেই ওর প্রাপ্য টাকা দিয়ে দাও।

আটকড়ি। না না ওকথা বলিসনে। তোর টাকা তোরই থাক। বিশ্বাস কর, আমি এর কিছুই জানিনে। শুধু রায়বাহাদুর বললে—

গিরিজা। কি বলেছে ?

আটকড়ি। যা বলেছেন সে কথা শুনলে রাজুর রাগের কাছে আর রা করতে হবে না। তার চেয়ে আসুন, শান্তি তো হোলই না, অশান্তি থেকে অব্যাহতি নিই। [ বলিতে বলিতে প্রস্থান ]

গজেন। ঠিক আছে—তাই যাচ্ছি। কিন্তু যাবার আগে বলে যাচ্ছি রাজু. কেউটের লেজে পা দিলে ছোবল খাবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হয়।

রাজু। তাহলে আপনিও জেনে যান রায়বাহাদুর, কেউটের ফণা ধরে পায়ের নীচে লুটিয়ে দেওয়ার মত শক্তি—শুধু মুখে নয়, হাতে যথেষ্ট আছে।

গজেন। আচ্ছা—মনে থাকবে। [প্রস্থান]

রাজু। আমার মুখ চেয়ে বাবার এ ব্যবহার আপনি ভুলে যান বড়দা।

গিরিজা। বলতে হবে না রাজু। আমি আগেই বুঝেছিলাম, এ চক্রান্ত তার সৃষ্টি নয়। ঠিক আছে, তিন দিনের মধ্যেই তোমার বাবার দেনা আমি শোধ করবো। কিন্তু কে তুমি দয়াবতী?

গৌরী। আমি আপনার ছোট বোন গৌরী ( প্রণাম করিল )

গিরিজা। গৌরী! তুমিই গৌরী! তোমার পরিচয় আমি জানি। কিন্তু দুঃখ করো না বোন। আভিজাত্য ক্ষুন্ন করে তোমার এ দান আমি নিতে পারলাম না, হয়ত পারবও না কোনদিন—তাহলেও কথা দিচ্ছি—এ মহত্বের প্রতিদান আমি নিশ্চয়ই দেব। ( প্রস্থানোদ্যোত )

গৌরী। বড়দা—

গিরিজা। না না আজ নয় বোন—আজ বড় নদীর কূলে বড় ভাঙন সুরু হয়েছে। আবার যদি কোন দিন গড়ে—সেদিন আমি তোমাকেই খুঁজবো, তোমার মত নারী-রত্নকেই সাদরে বরণ করে—আমার ভ্রাতৃবধূর মর্য্যাদা দেব।

রাজু। কি রে গৌরী! ভাবছিস কি? বায়নামা তো হয়েই গেল! বাকী এখন—

গৌরী। অনেক।

রাজু। যথা—

গৌরী। ছাদনাতলায় লেখাপড়া, সাতপাকের হিসাব-নিকাশ, বাসর ঘরে বোঝাপড়া—তারপর—

রাজু। তারপর বছর পরে মা—খাব, তখন ঠেলতে হবে হেঁসেল ঘরের হাঁড়ি-কড়া। (দু'জনে হো-হো শব্দে হাসিয়া উঠিল) কিন্তু হুসিয়ার গৌরী—সব পেয়ে অভাগা ভাইটির কথা যেন ভুলিস নে।

গৌরী। না না রাজুদা, বিশ্বাস কর—তোমার কথা কোনদিন আমি ভুলবো না।

রাজু। দেখা যাবে। তুই বাড়ী যা গৌরী আমি চল্‌লাম।

গৌরী। কোথায়?

রাজু। সেদিন সেই পত্র লিখে কুমারবাহাদুর আমাকে গোপীনাথ আর রায়বাহাদুরকে গোপনে লক্ষ্য রাখতে নির্দ্দেশ দিয়েছেন। হাঁ্যা—উমার সংবাদ জানিস?

গৌরী। না।

রাজু। চাকরী করতে কোথায় যেন চলে গেছে।

গৌর। তাই নাকি। সেই জন্যেই আজ সাত দিন দেখিনি। কিন্তু—আমাকে না বলে সে—

রাজু। ভাবিসনে গৌরী। উমা বড় আঘাত নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে। তাই—হয়তো দেখা করেনি।

গৌরী। রাজুদা।

রাজু। ছিঃ বোন! সে বিদেশে গেছে, চোখের জল ফেলে তার বিপদ ডেকে আনিসনে। আমার মন বলছে—চাকরী সে নিশ্চয় পেয়েছে। খুব শীঘ্রই সে ফিরে আসবে। [ প্রস্থান ]

গৌরী। তাই যেন আসে। উমা বড় ব্যথা নিয়ে গেছে, পাশে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা দিতে পারব না। কিন্তু প্রতিদিন ভগবানের কাছে মংগল কামনা করব। আর চোখের দৃষ্টিতে তোমাকে না দেখলেও—

## গীত

মনের আলোতে দেখিব আমি।
তুমি যে কাছে আছ, সারা দিন-যামী॥
তাই হৃদয় মন্দির খুলি
মুরতি তোমার রেখেছি তুলি
স্মৃতির মালা পরায়ে তারে, রেখেছি ঘিরে যতন করে।
দেবনা হারাতে যত দূরেই থাক তুমি॥

## ( গোপীনাথের প্রবেশ )

গোপীনাথ। সুন্দর, অতি সুন্দর। অনেক দিন পরে গানের মত গান শুনে শুধু কান নয়, মনের মধ্যেও যেন আজ—

গৌরী। ঝড় উঠেছে। কিন্তু ব্যাপার কি? এই অসময়ে আবার কোন গাছ থেকে নেমে এলেন?

গোপীনাথ। গাছ থেকে নেমে আসবো মানে? আমি কি গাছে থাকি নাকি?

গৌরী। আমার তাই মনে হয়।

গোপীনাথ। না না, ওসব বাজে কথা মনে হওয়া ভাল নয়। দুদিন বাদে রায়বাহাদুরের চেষ্টায় যখন সাতপাকটা মিটে যাবে—তখন তুমিই হবে আমার—

গৌরী। তখন আমিই হব আপনার—

গোপীনাথ। বউ। শিগ্রীই তোমাকে বিয়ে করব।

গৌরী। তাই নাকি?

গোপীনাথ। হ্যাঁ। মাইরী বলছি গৌরী, অনেক দিন আগে এক নজর তোমাকে দেখেছিলাম। সেই থেকে তোমার পেছনে আমি—

গৌরী। ঘুর ঘুর করতে শুরু করেছেন। কিন্তু সাবধান, অত ঘুর ঘুর করে শেষে যেন ওই ঘোরাটাই অভ্যাস করবেন না। তাহলে—

গোপীনাথ। তাহলে?

গৌরী। জীবনভোর ঘুরে ঘুরে ঘানিগাছ টেনেই যেতে হবে, অন্য কাজ আর হবে না।

গোপীনাথ। কি—আমি বলদ? তাও কলুর বলদ। কি বলব, শুভ কাজের সম্বন্ধ হচ্ছে। নইলে এতক্ষণ তোমাকে—

## ( নবীন মোড়লের প্রবেশ )

নবীন। কি করবেন গো বাবুমশায় ?

গোপীনাথ। তুমি আর কে ?

## ( গজেন দত্তের প্রবেশ )

গজেন। নবীন মোড়ল। সম্প্রতি ছেলের অসুখে উপকার পেয়ে রাজু গুণ্ডার চেলা হয়েছে।

গৌরী। তুমি এখানে এলে কেন নবীন ?

নবীন। দাদাবাবুর খোঁজে।

গৌরী। কেন ?

নবীন। একটা কাজের ভার আমার উপর ছিল, তার সংবাদ দিতে।

গৌরী। তাহলে এস। রাজুদা এখানেই আছে। এখুনি দেখা হবে।

নবীন। চলো মা। কিন্তু যাবার সময় বলে যাচ্ছি রায়বাহাদুর, আমাকে তুমি চেলা বিছে, যাই বল, কিন্তু দাদাবাবুকে কোনদিন গুণ্ডা বদমায়েস বোল না।

গজেন। বললে কি হবে ?

নবীন। আবার কোনদিন মোড়লপাড়ায় গেলে হাত জোড় করে মান দেওয়া তো দূরের কথা, এই লাঠির ঘায়ে মাথাটা ফাটান হবে। এস মা। [ প্রস্থান ]

গোপীনাথ। অপমান—মারাত্মক অপমান। কোথাকার কে রাজু, তার ভয়ে ভেঙে পড়লেন। আমি হলে এতক্ষণে—

গৌরী। মাথাটা কেটে নিতেন। কিন্তু আস্তে আস্তে কাটবেন। শুনলেন না—রাজুদা পাশেই আছে, শুনতে পেলেই ছুটে আসবে।

গোপীনাথ। আসুক, কি করবে সে আমার?

গৌরী। নবীন মোড়লের মত লাঠি আর আমার মত বন্দ বলেই আপনাকে অব্যাহতি দেবে না। গলায় শিকল বেঁধে বাঁদর বলে নাচাবে। চলি—আবার দেখা হবে।

[ প্রস্থান ]

গজেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

গোপীনাথ। একি! এর পরেও আপনি হাসছেন?

গজেন। কি করবো? তোমাকে তো আগেই বলেছি গৌরী তোমার হবেই। কিন্তু বড় বিষধরী—খোঁচা দিলেই ছোবল খেতে হবে। যাক ওকথা, আমাদের উদ্দেশ্য আটকড়ি তো সব ভেস্তে দিল।

গোপীনাথ। তাই তো দেখলাম।

গজেন। এখন তোমার বা আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে হলে, গিরিজাশংকর আর উমাশংকর—দুজনকেই আয়ত্তে আনতে হবে।

গোপীনাথ। দুজনকে কেন?

গজেন। আমার প্রয়োজন শান্তি, আর তোমার প্রয়োজন উমার প্রণয়িনী এই গৌরী। হ্যাঁ, উমাশংকর কতদিন বাড়ী থেকে গেছে শুনলে?

গোপীনাথ। সাত দিন।

গজেন। সাত দিন। গিয়েই তাহলে চাকরী পেয়েছে। মাসের শেষে হয়তো বেতন নিয়েই ফিরবে। তাহলে বাকী এখন একুশ দিন—এই একুশ দিন উমাশংকরের ফেরার পথের প্রতি আমাদের প্রখর দৃষ্টি রাখতে হবে গোপীনাথ।

গোপীনাথ। তারপর?

গজেন। তারপর না না, আলোচনা এখানে আর নয়, রাজু আমাদের অনুসরণ করেছে। কিন্তু সাবধান, আমি যা বলবো নীরবে তাই করতে হবে।

গোপীনাথ। নিশ্চয় তা করবো।

গজেন। ত'হলে এস আমার সঙ্গে। এইবার দেখি—এক ঢিলে দুই পাখী পড়ে কি—না। [উভয়ের দ্রুত প্রস্থান]

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

( গিরিজাশংকরের নতুন বাড়ী )

**( সন্তর্পণে বিশ্বনাথ ও মণিশংকরের প্রবেশ )**

বিশ্বনাথ। পা টিপে টিপে এসো মণিশংকর। ও' দিকের দরজায় তোমার মা বসে রয়েছে।

মণিশংকর। তাইতো ভাবছি, কি করে বাড়ীর মধ্যে ঢুকবো।

বিশ্বনাথ। কোন ভয় নেই। এই বেড়াটা পার করে দিচ্ছি, সোজা পড়ার ঘরে ঢুকে পড়তে বসবে।

মণিশংকর। তারপর মা যদি কিছু জিজ্ঞাসা করে?

বিশ্বনাথ। সোজা বলে দেবে পড়তে পড়তে ঘুম পাচ্ছিল, তাই বাগানে বেড়াতে গিয়েছিলে।

মণিশংকর। না না মিথ্যে বলতে ভালো লাগে না। আজ আমি সত্য কথাই বলবো।

বিশ্বনাথ। তাহলে মার হাতে পিঠখানা আর আস্ত থাকবে না। আর আমিও কোনদিন তোমাকে ও' বাড়ী নিয়ে যাব না। এসো দিচ্ছি বেড়াটা পার করে। ( প্রস্থানোদ্যত )

**( সুধামুখীর প্রবেশ )**

সুধামুখী। থাক্ বেড়া ভাঙা, পাঁচিল টপকানো শিখিয়ে কচি ছেলেটাকে আর চোর তৈরী করতে হবে না।

বিশ্বনাথ। মেজমা !

সুধামুখী। চুপ বুড়ো সঙ্। মনিবের খাচ্ছিস আর তার বুকেই দাঁত বসাচ্ছিস। বল—এত নিষেধ করা সত্বেও কেন আমার অসাক্ষাতে মণিশংকরকে নিয়ে ও'বাড়ী গিয়েছিলি ?

মণিশংকর। না মা না, বিশুদার কোন দোষ নেই। আমিই বিশুদাকে সংগে নিয়ে ও'বাড়ী গিয়েছিলাম।

সুধামুখী। ( চড় মারিয়া ) চুপ কর হতভাগা। বল—বল শয়তান ছেলে, কেন গিয়েছিলি ও'বাড়ী ?                [ পুনরায় মারিতে উদ্যত ]

বিশ্বনাথ। ( বাধা দিয়া ) মেরো না মেজমা—মণিকে মেরো না। মারতে হয় আমাকে মারো। আমিই মণিকে নিয়ে ও'বাড়ী গিয়েছিলাম।

সুধামুখী। সে আমি জানি। যদি ভাল চাস, তাহলে বল—কে মণিকে নিয়ে যেতে বলেছে ? কেন নিয়ে গিয়েছিলি ?

বিশ্বনাথ। কেন যে নিয়ে গিয়েছিলাম—সে কথা তুমিও বোঝ। কিন্তু স্বীকার করতে চাও না। তাহলে শোন—আজ একমাস পুরতে গেল, তোমরা ও'বাড়ী থেকে এসেছ। এই এক মাসে মণিশংকরের অভাবে, ও'বাড়ীটা শ্মশানের মত খাঁ খাঁ করছে। বড়বাবু বিছানা নিয়েছেন। বড়মা খাওয়া ঘুম ছেড়েছে—আর মেয়েটা কেঁদে মরছে।

সুধামুখী। মরুক। তবু ওদের জন্য আমার ছেলে ও'বাড়ীতে যাবে না।

বিশ্বনাথ। না না মা, শুধু ওদের জন্য নয়—তোমার ছেলের মুখখানাও একবার দেখ। খেতে দিলে ভালো করে খায় না—বড়বাবু আর বড়মাকে ছেড়ে তোমার কোলে শুয়েও নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারে না। মা হয়ে তুমি না বুঝলেও চাকর হয়ে আমি সব বুঝি।

সুধামুখী। তাই আমার অসাক্ষাতে মণিকে নিয়ে ও'বাড়ী যাস। বড় কত্তা আর বড় গিন্নীকে দেখিস। ষড়যন্ত্র—ষড়যন্ত্র, ও'বাড়ীতে বসেও সেই ষড়যন্ত্র করছে। ছেলেটাকে হয় পর করে দেবে—নয় মেরে ফেলবে। আর তুই বেটা বকশিসের আশায় তাতেই সাহায্য করছিস।

বিশ্বনাথ। কি বললে মা! বকশিসের আশায় তোমার ছেলেকে আমি—

## ( গোপীনাথের প্রবেশ )

গোপীনাথ। মেরে ফেলবার চেষ্টা করছিস—একথা আমি হাজার বার হলপ্—

মণি। বল মামা—ভাল করে বল। এতদিন বলে বলে অনেক করেছ। এইবার বাকীটুকুও সেরে ফেল।

গোপীনাথ। শুনছিস দিদি—ছোট মুখে বড় কথাগুলো শুনছিস? হতভাগা! তোকে আমি— [ মারিতে গেল ]

বিশ্বনাথ। ( বুকের মধ্যে নিয়া ) আঃ—শালাবাবু! মারতে হয় মণির মা মারুক। কিন্তু আমার সামনে তুমি কোনদিন মণির গায়ে হাত দিও না।

গোপীনাথ। দিলে কি করবি বেটা?

বিশ্বনাথ। বুড়ো হয়েছি, শক্তিতে তো পারবো না। কিন্তু বুকফাটা অভিশাপ দেবো।

মণি। বিশুদা!

বিশ্বনাথ। পালিয়ে যা মণিশংকর—এখান থেকে পালিয়ে যা।

মণি। যাচ্ছি বিশুদা। শুধু এখান থেকে নয়—এদের এ পাপচক্র থেকে মুক্তি নিতে হয়তো এ জন্মের মত পালিয়ে যাবো। [ প্রস্থান ]

সুধামুখী। মণি ! মণিশংকর—

গোপীনাথ। যাদু করেছে দিদি—মণিকে এরা যাদু করেছে।

সুধামুখী। হঁ্যা হঁ্যা গোপী ! তোর কথাই ঠিক—যাদু করেছে। দেখি ও কেমন করে পালায়। ঘরের মধ্যে ওকে আমি তালাবন্ধ করে রাখবো। [ প্রস্থানোদ্যত ]

গোপীনাথ। দিদি !

সুধামুখী। তাড়িয়ে দে গোপীনাথ—এই ঘরভেদী বিভীষণকে তাড়িয়ে দে। নইলে আজ আমার ছেলে পর করে দেবার চেষ্টা করেছে—কাল হয়তো নতুন কোন সর্ব্বনাশ করবে। [ প্রস্থান ]

গোপীনাথ। বলতে হবে না দিদি। এইটাই আমি মনে মনে চেয়েছিলাম। এই বেটা বিশে ! এখনও ভালয় ভালয় বিদেয় হ। হাঁ করে ভাবছিস কি ?

বিশ্বনাথ। ভাবছি—এতদিন পরে একটা সরল মানুষের সুখের সংসার শয়তানের হাতে ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি।

গোপীনাথ। কি বললি হারামজাদা ? আমি শয়তান। না না, আর তোকে সহজেই যেতে দেব না।

বিশ্বনাথ। কি করবে ?

গোপীনাথ। এই জুতোর ঘায়ে এইখানেই তোকে যমের বাড়ী পাঠাব। [ জুতা লইয়া মারিল এবং আরও মারিতে উদ্যত ]

( ছুটিয়া বিরজাশংকরের প্রবেশ )

বিরজা। (জুতাসহ হাত ধরিয়া) হুঁসিয়ার গোপীনাথ।

বিশ্বনাথ। মেজবাবু—( কাঁদিয়া ফেলিল )

বিরজা। বিশ্বনাথ! (বুকের মধ্যে লইয়া) না না কেঁদ না বিশ্বনাথ! বিশ্বাস কর, এ অপমান শুধু তোমার নয়—আমারও। এ আঘাত শুধু তোমার গায়েই লাগেনি—আমারও বুকে বেজেছে। ক্ষমা কর ভাই—আমার মুখ চেয়ে সব অপরাধ তুমি ক্ষমা কর।

বিশ্বনাথ। না না মেজবাবু, ও-কথা বলে অপরাধী কোর না। তোমরা কোনদিন অযত্ন করনি, থাকলে তাও করতে না। কিন্তু আমি আর থাকব না। মুক্তি চাই মেজবাবু—আমি আজ মুক্তি চাই। [প্রস্থানোদ্যত]

বিরজা। বিশ্বনাথ!

বিশ্বনাথ। চলে যাচ্ছি মেজবাবু! যাবার সময় বলে যাচ্ছি—তোমাদের সুখের ঘরে সিঁদ কেটে চোর এসেছে। যদি বাঁচতে চাও, তাহলে সজাগ হও। নইলে শ্রেষ্ঠ সম্পদ তো গেছেই—যা আছে তাও আর থাকবে না। [ প্রস্থান ]

বিরজা। বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথ—

গোপীনাথ। যেতে দিন জামাইবাবু। ও বেটা পাকা চোর।

বিরজা। সত্য। কিন্তু সাধু পুরুষ, চোরের কথা ছেড়ে এইবার তোমার কৈফিয়ত দাও। বল—কেন, কার নির্দ্দেশে বিশ্বনাথের গায়ে জুতো তুলেছ?

গোপীনাথ। জামাইবাবু!

বিরজা। চুপ! যাকে আমরা বড় ভাইয়ের মত শ্রদ্ধা করেছি আর তুমি তাকে আমারি বাড়ীতে দাঁড়িয়ে—না-না, এ অপরাধের ক্ষমা নেই।

শোন গোপীনাথ, এই মুহূর্ত্তে তোমাকে ছুটে যেতে হবে, আর ওই বিশ্বনাথের কাছে তোমাকে—

( সুধামুখীর প্রবেশ )

সুধা। কি করতে হবে ?

বিরজা। হাত জোড় করে ক্ষমা চাইতে হবে।

সুধা। চমৎকার ! সামান্য ভৃত্যের মান রাখতে পরমাত্মীয়ের সম্মান বিলিয়ে দেবে ! গোপীনাথ না তোমার সম্বন্ধী ?

বিরজা। স্বার্থান্বেষী সম্বন্ধীর চেয়ে নিঃস্বার্থসেবী ভৃত্যের সম্মান অনেক বড়। আর সম্বন্ধী যদি অকারণে অন্যের সম্মানে আঘাত করে তাহলে শুধু ভৃত্যের কাছে নয়—ঝাড়ুদারের কাছেও তাকে ক্ষমা চাইতে হবে।

সুধা। বেশ তাই যদি হয়, তাহলে আমাকেও ক্ষমা চাইতে হবে ? কারণ বিশ্বনাথকে তাড়াতে আমিই ওকে বলেছি।

বিরজা। কেন ?

সুধা। আমার অসাক্ষাতে মণিশংকরকে নিয়ে প্রতিদিনই সে ও'বাড়ী যায়। আজও গিয়েছিল।

বিরজা। ভুল করেছ মেজবৌ, ভুল করেছ। বিশ্বনাথকে সংগে দিয়ে মণিশংকরকে ও'বাড়ী পাঠাই, দাদা বৌদির সংবাদ নিই। ওরে কে আছিস—বিশ্বনাথকে ফিরিয়ে আন।

( ব্যস্তভাবে মণিশংকরের প্রবেশ )

মণি। না না বাবা, বিশুদা আর ফিরবে না।

বিরজা। মণিশংকর !

মণি। কাঁদতে কাঁদতে বলে গেল, মুক্তি—মায়ার বাঁধন থেকে সারা জীবনের মত তার মুক্তি।

বিরজা। ওঃ মেজবৌ ! ইচ্ছা হয়, এই মুহূর্তে তোমাদের ভাই বোনকে আমি—

মণি। বাবা !

বিরজা। না না পারি না। এই হতভাগা ছেলেটা পায়ে লাগিয়েছে স্নেহের বেড়ী আর দাদা-বৌদি হাতে পরিয়েছে কর্তব্যের হাতকড়ি। শোন মেজবৌ ! এই শেষবারের মত সাবধান করছি, নিজে যা করছ তা কর। কিন্তু তোমার এই শয়তান ভাইটাকে আর সংগে নিও না।

গোপীনাথ। জামাইবাবু !

বিরজা। চুপ। কিছুদিনের মত আমি মহলে যাচ্ছি। কিন্তু ফিরে এসে যদি দেখি এর পরেও তুমি এ বাড়ীতে রয়েছ, তাহলে দিদির কাছে আদর পেলেও, সাদর সম্ভাষণটা আমি কিন্তু চাবুক দিয়েই করবো। সাবধান ! [ প্রস্থান ]

মণি। এইবার একটু ভেবে দেখ মামা। হয় এ বাড়ীর পথ ভুলে যেও, নয় আসবার সময় পিঠে একটা কুলো বেঁধে এসো।

[ প্রস্থান ]

গোপীনাথ। দেখলি দিদি, বাপ-বেটায় কেমন জোট বেঁধে অপমান করে গেল। কিন্তু আমি এতে রাগ করবো না। কারণ এ অপমান তো আমার নয়।

সুধামুখী। তবে কার ?

গোপীনাথ। তোর। তুই তো বিশ্বনাথকে তাড়াতে বলেছিস। সামনা-সামনি বললে তুই রাগ করবি। তাই আমাকে সামনে রেখে যা কিছু জামাইবাবু তোকেই বলে গেল ?

সুধামুখী। ঠিক আছে। একথা এতক্ষণ আমি বুঝিনি। ওঃ, এসব ওই ও'বাড়ীর বড় কর্ত্তা আর বড় গিন্নীর চক্রান্ত। মাঝে মাঝে ছোঁড়াটা যাচ্ছে আর সংবাদ এনে বাপ-বেটায় মতলব আঁটছে।

গোপীনাথ। ওসব তোমাদের ঘরের ব্যাপার। এখন আমি কি করবো তাই বলো ?

সুধামুখী। যা বলবার আগেই বলেছি গোপীনাথ। সদরে এলে এরা যখন সন্দেহ করে তখন এবার থেকে গোপনে আসবি। তারপর দেখি এদের এ চক্রান্ত ভাঙতে পারি কি না।                    [ প্রস্থান ]

গোপীনাথ। হাঃ হাঃ হাঃ—শাপে বর। বিশ্বনাথ ভেগেছে, আমারও সদর ছেড়ে গোপন পথে আসবার অনুমতি হয়েছে। রাস্তা সাফ্। এইবার—না না এখানে নয়। যাচ্ছি রায়বাহাদুরের কাছে, দেখি কি বলে। তারপর—হাঃ হাঃ হাঃ।                    [ প্রস্থান ]

———

## তৃতীয় দৃশ্য

গিরিজাশংকরের বাড়ী

( রুগ্না ও ক্লান্ত জয়াবতীর প্রবেশ )

জয়াবতী। শান্তি, ও শান্তি—নাঃ, মেয়েটাকে নিয়ে আর পারিনে। একে নিজের শরীর ভাল না, সংসারে অভাব, তার উপরে ওই মেয়ের চিন্তা। আসুক আগে উমা ঠাকুরপো ফিরে, তারপর দেব যাকে তাকে ধরে, ঝাঁটা মেরে বিদায় করে। শান্তি, ও শান্তি—

( শান্তির প্রবেশ )

শান্তি। কি হয়েছে মা? অতো ডাকছো কেন?

জয়াবতী। এঁ্যা, ডাকছো কেন? হতভাগী! কানের মাথা খেইছিস, ছোট কথা শুনতে পাসনে? একি! সাতসকালে এই ছেঁড়া কাপড়খানা পরেছিস কেন?

শান্তি। এরকম ছেঁড়া কাপড় ছাড়া ভাল কাপড় আর ক'খানা আছে মা।

জয়াবতী। যা যা, না থাকে নেই। উমা ঠাকুরপো বেতন পেয়ে বাড়ী এলে নতুন কাপড় কত হবে। বল—গিইছিলি কোথায়?

শান্তি। বা-রে, আমি যাব কেন? তুমিই তো পাঠিয়েছিলে। সত্যি মা, ভেবে ভেবে তুমি আর বাবা যা হোচ্ছ, কোনদিন পাগল হয়ে যাবে।

জয়াবতী। বেশ বেশ, যখন হই তখন হব। এখন বল—কোথায় গিইছিলি? কেন পাঠিয়েছিলাম?

শান্তি। ক্ষান্ত পিসীর কাছে চাল ধার করতে।

জয়াবতী। কি বললে?

শান্তি। দেবে না।

জয়াবতী। কেন?

শান্তি। চাল তাদের ঘরেই বাড়ন্ত। আর দুদিন আগে যেগুলো দিয়েছে সেগুলো না দিলে—

জয়াবতী। আর দেবে না। সত্যিই তো আমাদের দেবার জন্য কে-ই বা জমিয়ে রেখেছে। তাইত কি করি। কাল রাত থেকে উপোস চলছে। আমি না হয় সইতে পারি, কিন্তু তুই আর ওই বুড়ো মানুষটা—

শান্তি। মা!

জয়াবতী। দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না শান্তি। দীনেশ মুদির দোকানে তোর বাবার নাম করে কাউকে পাঠিয়ে দে। অন্তত: আজকের দিনটার মত—

শান্তি। না মা না, ধারে জিনিষ আর দেবে না। বরং ধারের টাকা নিতে সে নিজেই এসে সকাল থেকে বৈঠকখানায় বসে আছে।

জয়াবতী। তাহলে কি হবে?

## ( গিরিজাশংকরের প্রবেশ )

গিরিজা। যা হবার ঠিক তাই হবে বড়বৌ। শুধু দীনেশ মুদি নয়, নেপাল প্রামাণিক, যুগোল রজক সবাই এসেছে। আজ যে তাদের টাকা দেবার দিন। আমিই তো তাদের বলে রেখেছি।

জয়াবতী। তা তো রেখেছ, কিন্তু দেবে কি করে? গহনা আর দামী জিনিষগুলো বেচে নতুন বাড়ীর দেনা শোধ করেছ। ছোটখাট যা ছিল,

বিক্রী করে এই একমাস সংসারে খরচ করেছ। আর কি আছে? কি তুমি বেচবে?

গিরিজা। না না বড়বৌ, আর কিছু বেচবো না, দেনাও রাখব না, উপোস করেও থাকব না। এই দেখ উমা পত্র লিখেছে।

[ পত্র দেখাইল ]

জয়াবতী। সেকি! লিখেছে?

গিরিজা। উমা বাড়ী থেকে গিয়েই চাকরী পেয়েছে, শুনেছ? আর এই পত্রে সে জানিয়েছে, বেতনের টাকা নিয়ে সে আজই বাড়ী আসছে।

জয়াবতী। ওমা! হ্যাঁগা একথা এতক্ষণ বলতে হয়। ও শান্তি, দাঁড়িয়ে থাকিসনে মা। একমাস পরে ছোঁড়াটা বাড়ী আসছে, তাড়াতাড়ি যা—দুটো ভাত চড়িয়ে দিগে।

শান্তি। মা!

জয়াবতী। চুপ কর পোড়ারমুখী। সেই থেকে শুধু মা মা, শুনতে পেলি সে বাড়ী আসছে। কিরে, যাবি—না হাঁ করে আমার মুখ দেখবি?

শান্তি। শুধু মুখ দেখছি না মা, ভাবছি।

জয়াবতী। কি?

শান্তি। নিরাশার অন্ধকারে মানুষ আশার আলো দেখে বাঁচবার আনন্দে কেমন আত্মহারা হয়!

গিরিজা। শান্তি!

শান্তি। মাকে বলো বাবা, ঘরে চাল না থাকলে শুধু জল আল দিলে ভাত হয় না। [ প্রস্থান ]

জয়াবতী। এঁ্যা, তাইতো, ঘরে চাল নেই। শুধু শুধুই মেয়েটাকে আমি কড়া কথা বললাম।

গিরিজা। সত্যি বড়বৌ, শান্তি ঠিক কথাই বলেছে। উমাই আজ আমাদের অন্ধকারের আলো। উমার উপার্জ্জনের অর্থই আমাদের বাঁচবার সম্বল।

জয়াবতী। ওকথা আমিও জানি। কিন্তু ছোঁড়াটা বাড়ী এসে কতক্ষণ শুধুমুখে থাকবে?

গিরিজা। বেশীক্ষণ থাকবে না বড়বৌ। উমা অনেক টাকা আনছে। পাওনাদারের দেনা দিয়ে সংগে সংগে সওদা আনব। বাজারে গিয়ে শান্তির জন্য কাপড় কিনব। আর মণিশংকরের জন্য—

জয়াবতী। মণির জন্যে?

গিরিজা। এঁ্যা, হঁ্যা হঁ্যা, ভুল বলেছি বড়বৌ, কি আনব তার জন্যে? আনলেই বা কোথায় পাবো তাকে?

জয়াবতী। হতভাগা ছেলেটা সেই যে গেল, কতদিন হল আর এলো না।

গিরিজা। হয়ত আর তাকে আসতেও দেবে না কোনদিন। যাক্, ওকথা ছাড় বড়বৌ। বাইরে গিয়ে দেখ উমা এলো কি না।

জয়াবতী। (নেপথ্যের প্রতি) হঁ্যা গো হঁ্যা, হয়ত এসেছে। ওই তো একখানা গাড়ী এসে থামলো।

গিরিজা। হঁ্যা হঁ্যা, তাই তো, ওই যে গাড়ী থেকে নামছে উমা।

নেপথ্যে উমা। বড়দা—

গিরিজা। আয় ভাই—আয়।                                    [ অগ্রসর হইল ]

**( সর্ব্বাঙ্গে রক্তমাখা, মাথায় ক্ষত, রাজুর কাঁধে ভর দিয়া**

**( উমাশংকরের প্রবেশ )**

উমা। বড়দা। বড়দা—

গিরিজা। এঁ্যা, একি! সর্ব্বাঙ্গ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ওরে উমা এ কি করে এসেছিস তুই?

জয়াবতী। ঠাকুরপো—

উমা। কই বৌদি, আমাকে ধর। আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

গিরিজা। বল, বল উমা, কোথা থেকে আসছিলি, কি হয়েছে তোর?

উমা। বেতন পেয়ে বাড়ী আসছিলাম। কিন্তু মাঠের মধ্যে পোড়ো বাড়ীটার ধারে আসতেই হঠাৎ চোখে কি যেন উড়ে এসে পড়লো। চোখ দুটো জ্বালা করে উঠলো, কিছুই দেখতে পেলাম না। তারপর—

গিরিজা। তারপর?

উমা। কারা ছুটে এসে আমাকে ঘিরে ধরল, পালাতে পারলাম না। মাথায় লাঠি মেরে টাকাগুলো নিয়ে পালিয়ে গেল।

গিরিজা। উমাশংকর!

উমা। দাঁড়াতে পারছি না বৌদি। দেহটা অবসন্ন হয়ে আসছে, চোখ দুটো জ্বালা করছে। হয়ত এ জীবনে—

জয়াবতী। না না, একথা বলো না ঠাকুরপো! হ্যাগা, বল এখন আমি কি করি?

গিরিজা। বলবার ভাষা আমি হারিয়ে ফেলেছি বড়বৌ। নিয়ে যাও, যদি পার বাড়ীর পাশে ওই কবিরাজকে সংবাদ দাও। নইলে

অদৃষ্ট ভেবে বসে থাক।

জয়াবতী। চল ঠাকুরপো! ক্ষিধেয় খাওয়া রাতের ঘুম ভুলে, ছোট্টবেলায় একদিন মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছিলাম চেষ্ট করে দেখি—আজোও আবার তা পারি কিনা। (উমাকে লইয়া প্রস্থান)

গিরিজা। উমাকে কোথায় পেলে রাজু?

রাজু। পোড়ো বাড়ীর পাশে জংগলের মধ্যে।

গিরিজা। চোখ চাইতে পারছে না, কি হয়েছে ওর চোখে?

রাজু। মনে হয় আততায়ীরা অতি পরিচিত। চিনতে পারবে ভেবে কোন বিষাক্ত পদার্থ হাওয়ায় উড়িয়ে ওর চোখে দিয়েছে।

গিরিজা। ও ভগবান

রাজু। নানা, ভগবানের দোহাই দিয়ে মানুষের এ অত্যাচার আমি নীরবে সইব না। তখনই আমি ধরতে পারতাম। কিন্তু ভাবলাম আগে উমাকে বাঁচাই তাই সংগে করে বাড়ী নিয়ে এলাম।

গিরিজা। রাজু!

রাজু। আমার অনুমান এ সবই রায়বাহাদুর আর গোপীনাথের চক্রান্ত।

## (গৌরীর প্রবেশ)

গৌরী। শুধু অনুমান নয় রাজুদা—এই সত্যি। তোমার সংবাদ পেয়ে প্রথমেই আমি রায়বাহাদুরের বাড়ীতে গিয়েছিলান।

রাজু। কি দেখলি?

গৌরী। দেখলাম রায়বাহাদুর বাড়ীতে নেই কোথায় গেছে—কখন ফিরবে কেউ তা জানে না। এতেই মনে হয় এ তাদেরই কাজ, এখনও তারা সেইখানেই আছে।

রাজু। তাহলে আর নয় গৌরী—আমি চল্‌লাম।

গৌরী। কোথায় ?

রাজু। সেই পোড়োবাড়ী আশেপাশে শয়তানের সন্ধান করতে।

গৌরী। দাঁড়াও রাজুদা। একা যেওনা—আমি নবীন মোড়লকে সংবাদ দিইছি।

## ( লাঠি হাতে নবীন মোড়লের প্রবেশ )

নবীন। আর আমিও সেই সংবাদ পেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে গেছি। বল মা। বল দাদাবাবু—কি করতে হবে ? কোথায় যেতে হবে।

রাজু। আমার সঙ্গে মাঠের মধ্যে পোড়ো বাড়ীতে আয় নবীন।

নবীন। কেন দাদাবাবু ?

রাজু। গোপীনাথ। আর শয়তান রায়বাহাদুরের সন্ধান করতে। তারপর আমাদের ধারণা যদি সত্যি হয়—সত্যিই যদি প্রমাণ পাই, উমাদার মাথায় লাঠি চালিয়ে তারাই টাকাগুলো কেড়ে নিয়েছে, তাহলে—

গৌরী। কি করবে রাজুদা।

রাজু। মরিয়া হয়ে মুখোমুখী দাঁড়াব। যদি পারি, এ শয়তানির শেষ করবো, নইলে মরবো—তবু বেঁচে থেকে এ অত্যাচার সইব না।

( প্রস্থান )

গিরিজা। না না, এ অসম্ভব। ওকে ফেরাও গৌরী। আমাদের জন্যে তোমরা আর বিপদের মুখে ঝাঁপ দিও না।

গৌরী। না বড়দা। শুধু আপনাদের জন্য নয়। রায়বাহাদুর গজেন দত্তের অত্যাচার থেকে, নবীনের মত মানুষও আর অব্যাহতি পাচ্ছে না।

নবীন। মা লক্ষ্মী ঠিক কথাই বলেছে বড়বাবু। তাইতো থাকতে না পেরে লাঠি নিয়ে ছুটে এসেছি।

গৌরী। তাহলে বিলম্ব করছো কেন নবীন?

নবীন। একটা কথা বলবার জন্যে মা। শয়তানের আড্ডায় যাচ্ছি। যদি আর না ফিরি—বৌ আর ছেলেকে দেখো।

[ প্রস্থানোদ্যত ]

গৌরী। নবীন!

নবীন। কি—ফিরতে বলবে? না না মা, বেরিয়েছি যখন, তখন আর ফিরব না। আর এও ঠিক, মরতে যদি হয়, তাহলে আগে আমিই মরবো। তবু বেঁচে থেকে দাদাবাবুর গায়ে কাঁটার আঁচড় কাটতে আমি দেব না।

[ প্রস্থান ]

গিরিজা। ভুল করলে গৌরী। নিষ্পাপ প্রাণ দুটো মৃত্যুর মুখে তুলে দিয়ে ভুল করলে।

গৌরী। বড়দা!

গিরিজা। তোমাদের চেষ্টায়, শক্তিতে হয়ত একদিন শয়তান শায়েস্তা হবে। কিন্তু আমার এ দুর্ভাগ্যের পরিবর্তন—

**( জয়াবতীর প্রবেশ )**

জয়াবতী। না গো না! এ দুর্ভাগ্যের পরিবর্তন হয়ত এ জীবনে আর হবে না।

গিরিজা। বল বড়বৌ, কেমন আছে উমা? কি বলেছে কবিরাজ।

জয়াবতী। বললে, দেহের ক্ষত শীঘ্রই সারবে। কিন্তু—

গিরিজা। কিন্তু কি?

জয়াবতী। চোখ দুটো হয়ত অন্ধ হয়ে যাবে।

গৌরী। অন্ধ হয়ে যাবে?

গিরিজা। পরিহাস বড়বৌ—সবই এ অদৃষ্টের পরিহাস।

জয়াবতী। না গো না, শুধু অদৃষ্ট ভেবে বসে থেক না। চেষ্টা করে দেখ।

গিরিজা। কি দিয়ে চেষ্টা করবো বড়বৌ? দেনার দায় আর ক্ষিধের জ্বালা মিটাতে ঘরের শেষ সম্বল বিক্রী হয়েছে। ভরসা ছিল উমার উপার্জ্জন। সে পথ বন্ধ হয়েছে। না না, এইবার আমাকে—

[ প্রস্থানোদ্যত ]

জয়াবতী। ওকি! অমন করে কোথায় যাচ্ছ?

গিরিজা। দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে। বংশের গৌরব তো গেছেই, এইবার সম্মানটুকুও আর থাকবে না। তাই যাচ্ছি পাওনাদারদের শুধু হাতে ধরে নয়, পায়ে ধরে সময় নিতে। অসুস্থ ভাই আর নিজেদের বাঁচবার সংস্থান করতে।

জয়াবতী। ওঃ ভগবান!

গিরিজা। কাঁদছো বড়বৌ! ওকি—তুমিও কাঁদছো গৌরী। কাঁদো, সবাই মিলে বুক চাপড়ে আকাশ ফাটিয়ে কাঁদো। কিন্তু আমি—না না, আমি কাঁদবো না। কর্ত্তব্যের বোঝা মাথায় নিয়ে সংসারে এসেছি। তাই বর্ষার বারিধারা, ঝড়ের দমকা বাতাস, রোদের প্রখর তাপ সহ্য করেও হিমাদ্রির মত অচল অটল হয়ে দেখতে চাই—এ কর্ত্তব্যের শেষ কোথায়, কতদিনে হয়।

[ প্রস্থান ]

জয়াবতী। গৌরী!

গৌরী। বড়দি।

জয়াবতী। সব আমি জানি ভাই, কিন্তু কেঁদে কি করবি। অদৃষ্টের লেখা চোখের জলে মুছে দিতে পারছিনে। তাই বলছি, এখনও সময় আছে, ফিরে যা। এ দুর্ভাগ্যের সংগে ভাগ্যসূত্র আর বাঁধিসনে।

[ প্রস্থান ]

গৌরী। বড়দি—না না, এ অসম্ভব। ভাগ্যসূত্র যে অনেকদিন আগেই বেঁধেছি, এখন ছিঁড়ে ফেলতে পারি না। কিন্তু কি করি! হ্যাঁ হ্যাঁ, এই ভাল। আমি এবার শেষ চেষ্টা করব। তাতেও যদি না হয়, তাহলে দুর্ভাগ্যের সংগেই ভাগ্যসূত্র গাঁথবো—তবু দিয়ে যা ফেলেছি ফিরিয়ে নিতে আর পারবো না। [ প্রস্থান ]

---

# তৃতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

বিরজাশংকরের বাড়ীর একাংশ

**( সন্তর্পণে গজেন দত্ত ও গোপীনাথের প্রবেশ )**

গজেন। না না গোপীনাথ, কোন কথা শুনব না। এ কাজ তোমাকে করতেই হবে। কিন্তু সাবধান! উমাশংকরের ব্যাপারে রাজু পিছনে লেগে আছে—প্রমাণ অভাবে কিছু করতে পারছে না। তাই বলছি, আজকের এ কাজে যেন ধরা পোড় না।

গোপীনাথ। না না রায়বাহাদুর, ধরা আমি পড়ব না। ভাবছি দিদির কথা।

গজেন। মূর্খ। দিদির কথা ভাবতে গেলে সারাজীবন দরিদ্রই থাকতে হবে। তাছাড়া আমার মনে হয়, তোমার দিদি এ টাকার কথা কিছুই জানে না। কাজেই তোমার জামাইবাবু দিদিকে দায়ী করতে সাহস পাবে না। যাও, বিলম্ব কোর না। সোজা কথা নয়—দশ হাজার টাকা।

গোপীনাথ। দ-শ—হা-জার!

গজেন। হ্যাঁ, দশ হাজার! আমি সংবাদ নিইছি, এই এক মাস উদয়পুর কাছারীর সব দায়িত্ব তোমার জামাইবাবুর ওপরেই ছিল। তাই পশ্চিম মহলের প্রজারা প্রায় দশ হাজারের মত খাজনার টাকা তার হাতে

দিয়েছে। আর সে টাকা দিদিকে না জানিয়ে তার নিজের ঘরেই রেখেছে, একটু পরেই কুমার ইন্দ্রনারায়ণ আসছে, তার কাছে জমা দেবে।

গোপী। ইন্দ্রনারায়ণের কাছে জমা দেবে। ইন্দ্রনারায়ণ তাহলে ফিরে এসেছে ?

গজেন। হাঁা, টাকা নিয়ে আজই সে কাশীধামে রাজা বাহাদুরের কাছে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু তার আগেই আমরা কাজ হাসিল করবো।

গোপী। তারপর ?

গজেন। তারপর এই টাকার অজুহাতে ইন্দ্রনারায়ণকে জব্দ করে, আমার হবে শান্তি, আর তুমি হবে বড়লোক। কিন্তু সাবধান, তোমার জন্যেই আমি উমাশংকরকে ঘায়েল করেছি। অন্ধ না হলেও—অচল সে নিশ্চয় হবে।

গোপী। আর গৌরী তখন তার দিকে ফিরেও চাইবে না। আমাকেই বিয়ে করবে।

গজেন। নিশ্চয়। আর সেই জন্যেই এই দশ হাজার টাকা তোমার প্রয়োজন। কারণ গৌরী বড়লোকের মেয়ে। তাকে পেতে হলে তোমাকেও বড়লোক হতে হবে।

গোপী। ঠিক আছে, আর বলতে হবে না রায়বাহাদুর। আপনি অপেক্ষা করুন। আমি যাব—আর আসব।                [ প্রস্থান ]

গজেন। হাঃ হাঃ হাঃ—মূর্খ। গৌরীর আশায় অন্ধ। তাই সেদিন হার এনেছে, আজ আনতে গেল প্রচুর টাকা। ও ভাবছে আমি যা করছি, সব ওর জন্যেই করছি। না না, তা নয় ( নেপথ্যের প্রতি ) কিন্তু ওকি ! হাঁ্যা হাঁ্যা, ওই তো গোপীনাথ বাগানের পথ দিয়ে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করছে। কেউ কোথাও নেই। এইবার—হাঁ্যা হাঁ্যা ওই তো, উপরে উঠে ঘরের মধ্যে গেছে। জয় মা কালী।

( মণিশংকরের প্রবেশ )

মণি। মা—মা গো! এ কি—আপনি! আপনি এখানে কি করছেন?

গজেন। কিছু না। এই পথেই যাচ্ছিলাম, তোমাদের বাগানটা ভাল লাগল, তাই দেখছি। হ্যাঁ, কোথায় গেছেন তোমার বাবা?

মণি। একটু পরেই আমাদের বাড়ীতে ইন্দ্রদা আসবেন। তাই কি যেন আনতে বাইরে গেছেন। ( হঠাৎ নেপথ্যের প্রতি ) ওকি! কে ও লোকটা—মামা! কিন্তু বাগানের মধ্যে কেন! মামা, মামা—

গজেন। না না, ও তোমার মামা নয়—বাগানের মালী।

মণি। না না, মালী নয়। আমি চিনেছি। মাকে ডেকে দিই। মা! মা— [ প্রস্থান ]

গজেন। সর্ব্বনাশ! এত করেও শেষ রক্ষা হবে না। এইবার হয়ত—

( সতর্ক ও সন্তর্পণে গোপীনাথের প্রবেশ )

গোপী। কাজ শেষ। এই নিন্ রায়বাহাদুর ( অর্থগুলি দিল )। কত আছে জানি না। যা ছিল, সব নিয়ে এসেছি।

গজেন। বেশ করেছ। কিন্তু আমি আর এখানে থাকতে পারি না। একটু পরে আবার আসতে হবে।

গোপী। কেন?

গজেন। পরেই শুনতে পাবে। কিন্তু গোপীনাথ, মণিশংকর তোমাকে বাগানে নামতে দেখেছে।

গোপী। সে কি! তাহলে উপায়?

গজেন। তোমার দিদির সংগে দেখা করতে গোপনে ওই বাগানের পথ দিয়ে এসেছো, এই কথাই তাকে বুঝিয়ে দেবে। কিন্তু সাবধান—আসল কথা কেউ যেন বুঝতে না পারে।

[ প্রস্থান ]

গোপী। না না, গোপীনাথ মুর্খ হলেও বুদ্ধিহীন নয়। কিন্তু দিদি যদি বিশ্বাস না করে। সত্যিই যদি ধরা পড়ি!

( সুধামুখীর প্রবেশ )

সুধা। পড়তেই হবে। কথায় বলে—সাধুর দশ দিন, চোরের এক দিন।

গোপী। কার কথা বলছিস দিদি?

সুধা। মণিশংকরের কথা। ও-বাড়ী আর যাবে না জানি। কিন্তু সময় সময় কোথায় থাকে, কি করে, পাত্তাই পাই না। হ্যাঁরে তুই এখানে কেন? কোন পথে এলি?

গোপী। ওই বাগানের পথ দিয়ে। গোপনে তোকে একটা কথা বলতে এলাম। তোর ছোট দেওর উমা, গৌরী বলে একটা মেয়েকে ভালবাসতো।

সুধা। তারপর?

গোপী। আর সেই গৌরীকেই ভালবাসতো আটকড়ির ছেলে রাজু গুণ্ডা। সেদিন ফাঁকে পেয়ে উমাকে দিয়েছে আচ্ছা করে লাগিয়ে। এখন গায়ের ঘা সারলেও চোখ দুটো হয়ত নষ্ট হয়ে যাবে।

সুধা। বলিস কি!

গোপী। তাইতো বলছি। তার চিকিৎসা করতে তোর অসাক্ষাতে জামাইবাবু কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢালছে। থাকবে না দিদি—তোর বলতে আর কিছুই থাকবে না। কিন্তু সাবধান, আমি সংবাদ

দিয়েছি, জামাইবাবুকে যেন বলিসনে। আসবার সময় মণিশংকর আমাকে দেখতে পেয়েছে।

সুধা। থাক্। সে কথা আর ভাবছিনা গোপীনাথ। ভাবছি, সবাই মিলে আমাকে পথে বসাবে—ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে দেবে।

নেপথ্যে বিরজা। মেজবৌ! মেজবৌ—

গোপী। এই সেরেছে, জামাইবাবু আসছে। যা ভাল হয় করিস দিদি। আমি চললাম। [ প্রস্থান ]

সুধা। ওঃ, কি করি এই মানুষটাকে নিয়ে। নিজের ভাল বুঝবে না। সব যদি ওদের পিছনে ঢালে, তাহলে নিজের বউ ছেলে খাবে কি? দাঁড়াবে কোথায়?

## ( ব্যস্তভাবে বিরজাশংকরের প্রবেশ )

বিরজা। মেজবৌ! মেজবৌ—টাকাগুলো কোথায় রেখেছ। আমার বিছানার নীচে থেকে টাকা।

সুধা। টাকা! বিছানার নীচে থেকে টাকা। তা আমি কি জানি।

বিরজা। না না রহস্য কোরনা মেজবৌ। কুমার ইন্দ্রনারায়ণ অতি বড় বিশ্বাসে এই একমাস কাছারীর সব দায়িত্ব আমার উপর দিয়ে গিইছিল। প্রজারা খাজনা দিয়েছে—পুরো দশ হাজার টাকা। ইন্দ্রনারায়ণ এখনই আসবে। সব টাকা বুঝে নিয়ে রাজাবাহাদুরের কাছে পাঠিয়ে দেবে।

সুধা। দেয় দিক। কিন্তু এর জন্য আমি কি করব?

বিরজা। টাকাগুলো বার করে দাও। আর আমাকে চিন্তার মধ্যে রেখ না। বিশ্বাস কর মেজবৌ—এই টাকার জন্যে আজ আমার চাকরী

যাবে, শাস্তি হবে। সরল বিশ্বাসী ইন্দ্রনারায়ণ চিরদিনের মত রাজা বাহাদুরের কাছে অবিশ্বাসী হবে। না না, আমার চাকরী যায় যাক, শাস্তি হয় হোক। কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণের এ অপবাদ আমি সইতে পারব না। বল, বল মেজবৌ—কোথায় রেখেছ সেই দশ হাজার টাকা।

সুধা। না গো না, ওকথা বোল না। ভগবানের শপথ, বিশ্বাস কর—ও টাকার কথা আমি কিছুই জানি না।

বিরজা। ভগবানের শপথ—তুমি কিছুই জান না?

সুধা। না গো না।

বিরজা। তাহলে কোথায় গেল সে টাকা! বাড়ীর মধ্যে তুমি আর আমি ছাড়া দ্বিতীয় যখন কেউ নেই, তখন আমার মনে হয় সে টাকা—

সুধা। সে টাকা—

বিরজা। তুমিই চুরি করেছ।

সুধা। কি—আমি চুরি করেছি! আমি চোর। এতবড় কথা তুমি বলতে পারলে?

বিরজা। হঁ্যা হঁ্যা পেরেছি। কিন্তু আর নয়। মুখের কথায় যখন হোল না, তখন বল প্রয়োগে বাধ্য করব। মণির মুখে আমি সব শুনেছি। বল মেজবৌ, একটু আগে তোমার ভাই কি করতে, কেন এসেছিল এখানে?

সুধা। ওঃ—এইবার বুঝলাম। আমার ভাই কেন এসেছিল, এইটাই তাহলে আসল উদ্দেশ্য—টাকার কথা অজুহাত।

বিরজা। অজুহাত!

সুধা। নিশ্চয়। প্রজাদের দেওয়া টাকা তোমার কাছে ছিল কি না জানি না। আর সত্যিই যদি থেকে থাকে, তাহলে আমি বলব, সে টাকা

সে টাকা গোপনে তোমার ভাইয়ের চিকিৎসার খরচ করে এই অজুহাতে ইন্দ্রনারায়ণকে বোঝাতে চাও—

বিরজা। একি বলছ মেজবৌ ! স্ত্রী হয়ে স্বামীকে তুমি—

সুধা। অবিশ্বাস করছি। যেমন তুমি আমাকে করছো।

[ প্রস্থানোদ্যত ]

বিরজা। মেজবৌ—

সুধা। না না, আর নয়। এই শেষবারের মত আমি বলছি, টাকার জোরে আমার গরীব ভাইকে তোমরা অনেক রকমে অনেক অপমান করেছ, আর কোর না।

[ প্রস্থান ]

বিরজা। না না, হোল না। কিছুই আর হবে না। পাপ—পাপের সংগে জীবনযাত্রা সুরু করেছি, জীবনভোর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কিন্তু টাকা যদি না পাই, তাহলে ইন্দ্রনারায়ণকে আমি—

## ( ইন্দ্রনারায়ণের প্রবেশ )

ইন্দ্র। না না কাকাবাবু, ইন্দ্রনারায়ণের আহ্বানের জন্যে আপনাকে আর এগিয়ে যেতে হবে না। কারণ আমি জানি আপনারা আমার পর নন—পরম আত্মীয়। অন্যের কাছে আমি কুমার ইন্দ্রনারায়ণ হলেও, আপনাদের কাছে শুধু ইন্দ্র।

[ প্রণাম করিল ]

বিরজা। সে কথা আমি জানি ইন্দ্র।

ইন্দ্র। এসেই আমি কাছারীতে গিইছিলাম। নায়েবের মুখে শুনলাম, পশ্চিম মহলের প্রায় প্রজারাই বেশ খুশী মনেই আপনার হাতে প্রায় দশ হাজারের মত খাজনার টাকা জমা দিয়েছে।

বিরজা। দিয়েছে সত্য। কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণ, মুহূর্ত আগে সে টাকা—

ইন্দ্র। কি হয়েছে সে টাকা?

বিরজা। আমার ঘর থেকে চুরি হয়ে গেছে।

ইন্দ্র। চুরি হয়ে গেছে! আশ্চর্য্য। উদয়পুর রাজ-সরকারের দেওয়ান আপনি। প্রকাশ্য দিনের বেলায় সেই সরকারের টাকা—হঁ্যা হঁ্যা, সেদিনের হার, আজকের এই টাকা চুরির পিছনে নিশ্চয় কোন রহস্য আছে। মনে হয় এ চোর বাইরের নয়—ঘরের। তাই সেদিন শত চেষ্টাতেও ধরতে পারিনি। বলুন, বলুন কাকাবাবু—কে সেই চোর? কার এত দুঃসাহস?

বিরজা। জানতে চেও না ইন্দ্রনারায়ণ, জানলেও আমি বলতে পারবো না। শুধু মনে কর আমি—

ইন্দ্র। আপনি—

বিরজা। হঁ্যা হঁ্যা, আমিই চুরি করেছি সে টাকা।

ইন্দ্র। না না কাকাবাবু, ও কথা বলবেন না। স্পষ্ট করে না বললেও বুঝতে আমি পেরেছি। তাইতো, কি করি। সামান্য টাকায় উদয়পুর সরকারের রাজস্ব হয়তো আটকাবে না। কিন্তু ভুল বোঝাবুঝির মাধ্যমে রাজাবাহাদুরের কাছে আমাকে—

বিরজা। অবিশ্বাসী হতে হবে। কারণ রাজাবাহাদুরের অনুমতি ছাড়াই তুমি আমার উপর এ দায়িত্ব দিয়েছিলে। জানি ইন্দ্রনারায়ণ—কিন্তু কি করব আমি।

ইন্দ্র। একটা কিছু করুন কাকাবাবু। রাজাবাহাদুর লোক পাঠিয়েছেন। এ সংবাদ জানবার আগে এই দশ হাজার টাকা আমাকে সংগ্রহ করে দিন—কাছারীর সুনাম রক্ষা করুন। তারপর কথা দিচ্ছি

সপ্তাহের মধ্যে এই টাকা আমি—

( গজেন দত্তের প্রবেশ )

গজেন। পশ্চিম মহল থেকে না হলেও দক্ষিণ মহল থেকে আদায় করে, জমার ঘরে খরচ লিখে তীর্থবাসী রাজাকে বুঝিয়ে দেবেন।

বিরজা। একি! আপনি এখানে?

গজেন। দেখতে এলাম, কড়কড়ে দশ হাজার টাকা—কার ভাগে কতগুলো পড়েছে।

ইন্দ্র। রায়বাহাদুর—

গজেন। হাঃ হাঃ হাঃ। ধীরে ইন্দ্রনারায়ণ—ধীরে। শুধু শুধু এখানে আসিনি, এসেছি সাবধান করে দিতে। অতগুলো অর্থ আত্মসাৎ করে পশ্চিম মহলের প্রজাদের প্রতারণা করবেন না। তাহলে তারা সহজেই ছাড়বে না। রাজা বাহাদুরের কাছে আপনাদের নামে অভিযোগ করবে।

ইন্দ্র। আর ইচ্ছায় যদি তারা না করে, তাহলে উদ্যোগী হয়ে একা আপনিই তা করাতে বাধ্য করবেন। কেমন?

গজেন। নিশ্চয়। তাই বলছি, সাধু—এখনও সাবধান। হাঃ হাঃ হাঃ। [ প্রস্থান ]

ইন্দ্র। অপদার্থ।

বিরজা। ইন্দ্রনারায়ণ!

ইন্দ্র। ভাববেন না কাকাবাবু। অভিযোগ করলেও যা হবে, না করলেও ঠিক তাই হবে। কারণ অর্থ নিতে রাজা বাহাদুরের নিয়োজিত লোক যখন এসেছে, তখন নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাদের হাতে অর্থ না দিলে সব জানাজানি হবে। কিন্তু কি করি! ঠিক আছে, আমি নিজেই রাজা বাহাদুরের কাছে যাব।

বিরজা। তারপর। শুধু হাতে গিয়ে কি বলবে?

ইন্দ্র। সরল সত্য কথা বলবো। প্রয়োজনে পায়ে ধরে ক্ষমা চাইব। তাতেও যদি তিনি আমাকে অবিশ্বাস করেন, আপনাকে চোর সাব্যস্ত করেন, তাহলে সেই মুহূর্ত্তে মন থেকে মুছে ফেলব রাজত্বের মোহ। ফিরিয়ে দেব তাঁর হাতে—তাঁর দেওয়া এই রাজ্য সম্পদ।

[ প্রস্থানোদ্যত ]

বিরজা। ইন্দ্রনারায়ণ!

ইন্দ্র। বাধা দেবেন না কাকাবাবু। এই আমার শেষ সিদ্ধান্ত। প্রয়োজনে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নেব, পথে পথে ভিক্ষা করব, তবু অবিশ্বাসী হয়ে, রাজপুত্র সাজাতে আমি চাই না। তাঁর দেওয়া এই উদয়পুর রাজ্য তো তুচ্ছ—ওই স্বর্গের সিংহাসনেও আমি বসব না। [ প্রস্থান ]

বিরজা। না না, এ অসম্ভব। আমার পাপের জন্যে ইন্দ্রনারায়ণকে আমি সৌভাগ্যচ্যুত হতে দেব না। যেমন করেই হোক অর্থ চাই। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ওই দশ হাজার অর্থ আমাকে সংগ্রহ করতেই হবে।

[ প্রস্থানোদ্যত ]

**( গহনার বাক্স হাতে সুধামুখীর প্রবেশ )**

সুধামুখী। দাঁড়াও। কোথায় যাচ্ছো?

বিরজা। অর্থের সন্ধানে।

সুধামুখী। কে দেবে এই অল্প সময়ে অতগুলো অর্থ। এই নাও, গহনাগুলো এনেছি।

বিরজা। গহনা—হাঃ-হাঃ-হাঃ। মেজবৌ, এই সামান্য গহনা তো তুচ্ছ—এ বাড়ী বিক্রী করলেও এখন দশ হাজার টাকা হবে না।

সুধামুখী। তাহলে উপায়।

বিরজা। আত্মহত্যা।

সুধামুখী। স্বামী !

বিরজা। চুপ্। স্বামী—স্বামী। সত্যিই যদি স্বামী জ্ঞানে শ্রদ্ধা করতে, তাহলে শয়তানির মত ভাইয়ের প্ররোচনার ভুলে, সুখের সংসারে আগুন ধরাতে পারতে না। পিতৃতুল্য বড় ভাইয়ের বুক থেকে, সন্তানের মত ছোট ভাইকে ছিনিয়ে আনতে চাইতে না। আজ এই টাকা অপহরণ করে ভাইকে বড়লোক সাজিয়ে, স্বামীকে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে দিতে না।

সুধামুখী। না গো না। বিশ্বাস কর, আমি এখনও বলছি—এ টাকার কথা কিছুই জানি না।

বিরজা। নিশ্চয় জান। উপায় নেই বলে, স্বীকার করতে আর পারছ না। না না মেজবৌ, তোমার জন্য আমি অনেক সহ্য করেছি, আর পারছি না। তাই যাবার সময় বলে যাচ্ছি, যদি সন্ধ্যার পূর্ব্বে এ অর্থ যদি সংগ্রহ করতে পারি ভাল, আর তা যদি না পারি, তাহলে—

সুধামুখী। কি করবে তাহলে ?

বিরজা। ইন্দ্রনারায়ণের কাছে সত্য স্বীকার করে, আত্মহত্যা করব। তবু চোর অপবাদ নিয়ে, তোমার মত স্ত্রীর স্বামী হয়ে এ সংসারের বুকে আর বেঁচে থাকব না। [ প্রস্থান ]

সুধামুখী। ওঃ এখন আমি কি করি ? কার কাছে যাই। কিন্তু কে নিল অতগুলো অর্থ ! কে করলে আমার এমন সর্ব্বনাশ ?

## ( জ্ঞান পাগলার প্রবেশ )

জ্ঞান। আমি বলব ?

সুধামুখী। হ্যাঁ হ্যাঁ বল।

## গীত

জ্ঞান পাগলা—

আপন বলে তুমি ঠাঁই দিয়েছিস যারে।
সুযোগ পেয়ে সিঁদ কেটেছে তোর এ সুখের ঘরে ॥
করলি যা তুই খেটেখুটে
এক লহমায় নিল লুটে
তুষ্ট করে মিষ্টি কথায় হয়েছিল সে বোনের ভাই।
এখন শত্রু হয়ে চালিয়ে ছুরি কাঁদিয়ে গেল তোরে ॥

সুধামুখী। সে কি উন্মাদ, তুমি কি বলতে চাও আমার ভাই গোপীনাথ—

**( মণিশংকরের প্রবেশ )**

মণিশংকর। হ্যাঁ মা হ্যাঁ, তোমার ভাই—আমার মামা। সেদিনও আমার হার চুরি করেছে, আজও বাবার টাকা নিয়ে পালিয়েছে।

সুধামুখী। মণিশংকর!

মণিশংকর। নিজের চোখেই আমি দেখেছিলাম মা। কিন্তু আর নয়। তোমার ভাইকে তুমি ক্ষমা করলেও আমি আর করব না। ছায়ার মত ছুটবো। ওর শয়তানির মুখোশ খুলে দেব। [ প্রস্থানোদ্যত ]

সুধামুখী। নারে না মণি, একা যাসনে। ওরে ফিরে আয়।

মণিশংকর। উপায় নেই মা। আমাদের ঘরে চুরি করে তোমার ভাই বড়লোক হবে, আর আমার পিতৃপুরুষ চিরদিন চোর অপবাদ সইবে। না না, আমি মরব—তবু এ শয়তানি আর সইব না।

[ প্রস্থান ]

সুধামুখী। ভেঙেছে—বুক ভরা বিশ্বাসের বাঁধ আজ মুহূর্ত্তের আঘাতে ভেঙেছে। না আর নয়। এই যদি সত্যি হয়, সত্যই যদি গোপীনাথ মিত্রের মুখোস পরে শত্রুতা করে থাকে, তাহলে ছুটতে হবে—মণিশংকরের মত আমাকেও ছুটতে হবে।

জ্ঞান পাগলা। তারপর কি করবে মা।

সুধামুখী। ভাই-ভগ্নীর সম্বন্ধ ভুলে যাব। যেমন করে আমার সুখের সংসারে আগুন জ্বালিয়েছে, তেমনি করে তার বুকেও আগুন জ্বালাব। তাতেও যদি না হয়, তাহলে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে এই শত্রুতার চরম প্রতিশোধ নেবো। [ প্রস্থান ]

জ্ঞান পাগলা। পেয়েছে, এতদিন পরে পাগলী মা জ্ঞান পাগলার সন্ধান পেয়েছে। ছোটো মা—ছোটো। দুষ্টের বুকে আঘাত করে বুঝিয়ে দাও, সত্য আজও লুপ্ত হয়নি। ধর্ম্ম আজও মরেনি।

[ প্রস্থান ]

## দ্বিতীয় দৃশ্য

গিরিজাশংকরের বাড়ী

**( গিরিজাশংকর ও জয়াবতীর প্রবেশ )**

গিরিজা। শুনেছ বড়বৌ! বিরজার কি হয়েছে শুনেছ?

জয়াবতী। শুনেছি।

গিরিজা। হতভাগা নিজের ফাঁস নিজের গলায় নিয়েছে। টাকাগুলো বাড়ীতে এনে বৌমাকে যদি জানিয়ে রাখত, তাহলে এত সহজেই তিনি অস্বীকার করতে পারতেন না।

জয়ারতী। না গো না, মেজবৌয়ের কোন দোষ নেই। মনে হয় এ সেই গোপীনাথের কাজ।

গিরিজা। শুধু গোপীনাথ নয় বড়বৌ, পদের পিছনে আরও একটা পাকা মাথা আছে। কিন্তু প্রমাণ না পেলে তার গায়ে হাত দেওয়া তো দূরের কথা, সন্দেহ করাও অপরাধ। কিন্তু কি করি—টাকা নিতে রাজা বাহাদুর লোক পাঠিয়েছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে টাকা না পেলে শুধু বিরজা নয়, ইন্দ্রনারায়ণও রাজা বাহাদুরের কাছে অবিশ্বাসী হবে।

জয়াবতী। এই সংসারে তুমিও বাদ যাবে না। এতদিন যে মাথা উঁচু করে ওই রাজ-সরকারে দেওয়ানী করেছ, আজ সেই মাথা নীচু হবে। গোটা বংশের উপর চোরঃ অপবাদ পড়বে।

গিরিজা। বড়বৌ—

জয়াবতী। না না, আমি বেঁচে থেকে এতবড় অপমান সইতে তোমাকে দেব না। ওগো, এখনও সময় আছে—চেষ্টা কর।

গিরিজা। কি দিয়ে চেষ্টা করবো বড়বৌ! থাকবার মধ্যে আছে এই বাড়ীখানা।

( অসুস্থ উমাশংকরের প্রবেশ )

উমা। প্রয়োজনে সে বাড়ীর মায়াও ছাড়তে হবে বড়দা!

গিরিজা। আয় ভাই, আয় (দূর হইতে ধরিল)। কেমন আছিস এখন?

উমা। আগের চেয়ে ভাল। অল্প অল্প দেখতে পাচ্ছি।

গিরিজা। ভগবান মঙ্গলময়। কিন্তু উমা, তোর মেজদার জন্য তুইও আজ বাড়ীর কথা ভাবছিস?

উমা। শুধু আমি নই বড়দা। তোমার নিজের কাছে জিজ্ঞাসা করে দেখ, তোমার মনও আজ এই কথা বলছে কিনা?

গিরিজা। বলছে উমা। সবার আগে মন আমার এ কথা বলেছে। তোদের কথা ভেবে, সাহস করে উচ্চারণ করতে পারছি না।

উমা। না পারলেও উপায় নেই বড়দা। শান্তির মুখে সব আমি শুনেছি। মেজদা মেজবৌদিকে শেষবারের মত বলে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে যদি টাকা সংগ্রহ করতে পারে তবেই ফিরবে। নইলে আত্মহত্যা করবে।

জয়াবতী। ঠাকুরপো!

গিরিজা। এতেই আঁতকে উঠোনা বড়বৌ। শুধু বিরজা নয়, মণিশংকরও তার মায়ের মুখের উপর বলে গেছে, হয় সে মামার শয়তানির মুখোস খুলবে, নয় মরবে—তবু বেঁচে থেকে পিতৃপুরুষের এ চোর অপবাদ কোনদিন সইবে না।

জয়াবতী। ওঃ ভগবান! ওগো এসব জানবার পরেও তুমি দাঁড়িয়ে আছ। না না, যাও—যেমন করে পারো সন্ধ্যার পূর্ব্বে টাকা সংগ্রহ কর। রাজসরকারে জমা দিয়ে মেজঠাকুরপো আর মণিশংকরকে ফিরিয়ে আন।

গিরিজা। বড়বৌ—

জয়াবতী। ভেব না গো, ভেব না! বিশ্বাস কর, তুমি স্বামী—আমি স্ত্রী। ভাইয়ের কল্যাণে তোমার মন যা ভেবেছে, আমার ভাবনায় তার পরিবর্ত্তন ক'রো না। এর জন্য শুধু এই বাড়ীর মায়া কেন, যদি আরও কিছু ছাড়তে হয়, তাও ছাড়ব। তবু তোমার কর্ত্তব্যে বাধা দিয়ে সহধর্ম্মিনীর অমর্য্যাদা কোনদিন করিনি—আজও করব না। [ প্রস্থান ]

উমা। তাই কর বড়দা, তাই কর। বাড়ী আমাদের আগেও ছিল না, প্রয়োজনে আজও থাকবে না।

গিরিজা। উমা!

উমা। তুমি বৃদ্ধ, আমি অক্ষম। মেজভাই এ বংশের একমাত্র মানুষ। না না বড়দা, তোমার হাত ধরে গাছতলায় বাস করব, উপোস করে মরব, তবু ভাই হয়ে ভাইয়ের এই অপবাদ সইব না। নিজেদের স্বার্থে অকালে তাকে মরতে আমরা দেব না।

গিরিজা। বুকে আয় উমা, বুকে আয় ( উমাকে বুকে লইল )। ওরে তোদের নিয়ে এই সর্ব্বহারা জীবনেও আমার পরম আনন্দ। কিন্তু এত টাকা! হ্যাঁ হ্যাঁ, আটকড়ি আচার্য্যের সন্ধানেই যেতে হবে।

[ প্রস্থানোদ্যত ]

## ( আটকড়ি আচার্য্যের প্রবেশ )

আটকড়ি। আটকড়ির সন্ধানে আর সেজেগুজে যেতে হবে না গিরিজাবাবু। সুযোগ বুঝে সময়মত নিজেই এসেছি। কিন্তু ব্যাপার কি?

গিরিজা। আজ এখুনি আমার কিছু টাকার দরকার।

আটকড়ি। টাকা! রাধামাধব। টাকা কি আর আছে। রাজু হতভাগা আমার অসাক্ষাতে সিন্দুকের চাবি চুরি করে অনেক দিন আগেই সব শুঁড়ির দোকানে জমা দিয়েছে।

গিরিজা। না না অনর্থ অজুহাতে বিমুখ করবেন না। আমার অনুরোধ, দশহাজার টাকা আমাকে দিতেই হবে।

আটকড়ি। দ-শ হা-জা-র!

উমা। ভয় পাবেন না। শুধু হাতে আমরা নেব না—নেব এই বাড়ী বন্ধক রেখে।

আটকড়ি। বন্ধক রেখে! রাধামাধব। বন্ধকী কারবার ছেড়েই দিইছি। তবে—নিতান্তই যদি না ছাড়, তাহলে বিক্রী করতে হবে।

গিরিজা। বিক্রী করতে হবে! বেশ তাই হবে। বলুন, কত দেবেন এ বাড়ীর উপযুক্ত মূল্য?

আটকড়ি। উপযুক্ত মূল্য! রাধামাধব! উপযুক্ত মূল্য যদি দেব তবে সুযোগ বুঝে আসব কেন? ওই দশ হাজার টাকাই পাবে।

উমা। সেকি! তিরিশ হাজারের সম্পত্তি, দশ হাজারে বিক্রী হবে।

আটকড়ি। হ্যাঁ। এ গাঁয়ে এখুনি টাকা পেতে হলে ওতেই হবে না।

গিরিজা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হবে। যান আচার্য্য মশায়, আমি এখুনি আপনার কাছে যাচ্ছি।

আটকড়ি। না না, যেতে হবে। প্রস্তুত আমি হয়েই এসেছি। এ্যাঁ—এই যে (দলিলবাহির করিয়া) বিশ্বাসঘাতকতা আপনি করবেন না জানি। তাই বিরাজবাবুর স্বাক্ষরটা আপনি পরেই করিয়ে দেবেন।

উপস্থিত আপনাদের স্বাক্ষরটা সেরে দিন। ( দলিলটা গিরিজাশংকরের কাছে দিল ) আর আমিও সংগে সংগে দিতে শুরু করি। ( গিরিজা নিজে স্বাক্ষর করিয়া উমাকে দিয়া স্বাক্ষর করাইতেছিল, ওই অবসরে আটকড়ি কোচার কাপড়, কাছার কাপড় ও জামার বিভিন্ন পকেট হইতে টাকা বাহির করিতে লাগিল )।

উমা। ( স্বাক্ষর করিয়া ) একি করছ বড়দা। এর নাম বিক্রী নয়, বল বিলিয়ে দেওয়া।

গিরিজা। তাহলেও উপায় নেই উমা। শুনলি না, আচার্য্য মশায় সংবাদ পেয়ে সুযোগমত এসেছেন। দিন আচার্য্য মশায়। বিলম্ব করবেন না।

আটকড়ি। এই যে, হাত বাড়িয়েই আছি। ( এক হাতে টাকা দিল অপর হ'তে দলিল লইয়া ) কিন্তু বাড়ীটা তাহলে—

গিরিজা। কাল প্রভাতের সংগে সংগেই দেখবেন খালি পড়ে আছে। [ টাকা লইয়া প্রস্থানোদ্যত ]

উমা। বড়দা!

গিরিজা। ওরে ভাই, বিক্রীই যখন করেছি, তখন বৃথাই মায়া আর বাড়াব না। পথেই যখন নামতে হবে, তখন বিলম্ব আর ক'রবো না।

[ প্রস্থান ]

আটকড়ি। তাই যাও বাবাজী। ভেবে আর করবে কি? কথায় বলে—সুখ দুঃখ দুই ভাই, সময় বুঝে কেউ আসে আর কেউ যায়। হাঁ, শুনলাম তোমার চোখ দুটো নাকি অন্ধ হয়েছে?

উমা। না না, একেবারে অন্ধ হয়নি। চিকিৎসা হলে হয়ত সেরে উঠতে পারতাম। আর একটা অনুরোধ, যদি গৌরীর সংগে দেখা হয়, তাকে বলবেন—

আটকড়ি। তোমার কথা যেন না ভাবে। বলতে হবে না বাবাজী। গৌরী বুদ্ধিমতী মেয়ে, ভাব দেখে আগেই সে ভেবে নিয়েছে—

উমা। কি ভেবে নিয়েছে?

আটকড়ি। আমার ছেলে রাজুকেই বিয়ে করবে।

উমা। রাজুকে বিয়ে করবে—গৌরী। আশ্চর্য্য। সে যে সেদিনও এসেছে, সেদিনও আমাকে কথা দিয়েছে—

আটকড়ি। কথা না দিয়ে করে কি। অনেক দিনের ভাব। তাই বিপদের সংবাদ পেয়ে চক্ষুলজ্জায় যাতায়াত করছে. চিকিৎসা করাবে বলে সান্ত্বনাও দিয়েছে। আর তোমাকেও বলি বাপু—গৌরী একটা নিখুঁত সুন্দরী মেয়ে। আর তুমি—অচল, অক্ষম। বাড়ীটুকু ছিল, তাও হারালে। এখন ভিক্ষুক বললেই চলে। না না, এ অবস্থায় সরল মেয়েটার সর্ব্বনাশ আর ক'রো না!

উমা। আচার্য্য মশাই—

আটকড়ি। ঠিক বলছি বাবাজী। যদি সে আসে ফিরিয়ে দিও। কারণ, বামন হয়ে চাঁদের আশা করার চেয়ে আত্মহত্যা অনেক ভাল। জয় রাধামাধব। [ প্রস্থান ]

উমা। আচার্য্য মশায়—না না, ঠিক বলেছে। নিজের কথা না ভেবে, ভুল আমিই করেছি। কিন্তু গৌরী—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক। এই জন্যেই এ কদিন আর আসেনি। ভালই হয়েছে, দুর্ভাবনা থেকে আমাকে মুক্তি দিয়েছে। আর কতক্ষণই বা এখানে আছি। তবু যদি সে আসে তাহলে একবার—

## ( গৌরীর প্রবেশ )

গৌরী। কি করবে, ঝগড়া না হাতাহাতি? কি, চুপ করে আছ কেন? কথা বলবে না? রাগ করেছ? না না, রাগ ক'রো না।

বিশেষ কাজে আটকা পড়েছিলাম, তাই আসতে পারিনি।

উমা। কি সে কাজ, শুনতে পারি?

গৌরী। আজ নয়। আমার সে কাজ, আমার সে চেষ্টা যেদিন সফল হবে, সেইদিন বলবো।

উমা। থাক, থাক গৌরী, ভনিতার আর প্রয়োজন নেই। না বললেও বুঝতে পেরেছি।

গৌরী। উমাদা।

উমা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ গৌরী! এই যদি ভেবেছিলে, তাহলে কি প্রয়োজন ছিল এ ছলনার? কে চেয়েছিল এ সাময়িক সান্ত্বনা।

গৌরী। ছলনা! সাময়িক সান্ত্বনা! ওগো কি বলছ তুমি?

উমা। ঠিকই বলছি। কিন্তু আর কেন? অভাগার সংগে অনেক অভিনয় করেছ। অন্ধকারের জীবকে আলোয় আনবার অনেক আশ্বাস দিয়েছ। এইবার আমাকে মুক্তি দাও গৌরী—আমাকে মুক্তি দাও।

[ প্রস্থানোদ্যত ]

[ পথরোধ করিল ]

গৌরী। উমাদা!

উমা। না না গৌরী, সরে যাও। রূপের আগুনে অন্ধ পতঙ্গকে পোড়াতে চেও না। বামনকে আর চাঁদের প্রলোভন দেখিও না। যাও গৌরী, যাও। মনে মনে যাকে ভেবেছ – তাকে নিয়েই সুখী হও।

[ সরাইয়া দিয়া প্রস্থান ]

গৌরী। উমাদা! উমা—না না, অকারণে উপেক্ষা করে গেল। তবে কেন ডাকব? কেন ওর জন্যে আমি—কিন্তু কি বলে গেল। মনে মনে যাকে ভেবেছ, তাকে নিয়েই সুখী হও। তবে কি ও আমাকে—হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুল বুঝেছে। যেতে হবে—স্পষ্ট করে জানতে হবে। উমাদা!

[ প্রস্থানোদ্যত ]

উমাদা!

## ( শান্তির প্রবেশ )

শান্তি। কোথায় যাচ্ছ গৌরী ?

গৌরী। উমাদার কাছে।

শান্তি। যেও না, ঘরে দরজা দিয়েছে। ডেকেছি—সাড়া পাইনি, তুমিও পাবে না।

গৌরী। পাব না। কিন্তু ও যে আমাকে ভুল বুঝে গেল।

শান্তি। ক'দিন আসনি কেন ? কোথায় গিয়েছিলে গৌরী ?

গৌরী। সেই কথাই ওকে বলতে হবে। ভেবেছিলাম উদ্দেশ্য সফল হলে বলবো। তাই বলিনি বলেই আমাকে ভুল বুঝে গেল।

শান্তি। গৌরী।

গৌরী। ওকে ব'লো শান্তি, ক'দিন আসিনি—ওরই জন্য বিদেশে গিইছিলাম উপযুক্ত চিকিৎসক আনতে।

শান্তি। ছোটকাকার জন্য চোখের চিকিৎসক। সেকি ! কবে আসবেন ?

গৌরী। আগামী কাল।

শান্তি। হোল না গৌরী—হোল না। কালের অপেক্ষায় কালো মুখ দেখাতে আর আমরা এ বাঁড়ীতে থাকবো না।

গৌরী। তার অর্থ।

শান্তি। মেজকাকার দেনা শোধ করতে তোমার মামা টাকা দিয়েছেন। একটু আগে তিনি এসেছিলেন।

গৌরী। বুঝেছি শান্তি, বুঝেছি। ওই মামা এসে শুধু তোমাদের বাড়ী নেয়নি, উমাদার মনে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে, আমার ভাগ্যপথে

ভাংগন ধরিয়েছে। কিন্তু কি করি! ছুটতে হবে—কিন্তু কার কাছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, রাজুদার কাছেই ছুটতে হবে। [ প্রস্থানোদ্যত ]

শান্তি। গৌরী!

গৌরী। না না, বাধা দিও না। শান্তি তুমিও নারী, ভাল তুমিও বেসেছ। পাওয়ার আনন্দ যেমন অনুভব কর, হারাণোর ব্যথাও তেমনি জেনেছো। কিন্তু তোমার উপায় নেই, আমার কাছে। তাই ছুটবো—শেষবারের মত চেষ্টা করবো। হয় উদ্দেশ্য সফল হবে, নয় মরবো! তবু বেঁচে থেকে মামার এ স্বার্থের বলি আমি হব না। [ প্রস্থান ]

শান্তি। যাও গৌরী। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার উদ্দেশ্য সফল হোক। কিন্তু আমি—না না, সত্যিই উপায় নেই। হ'লো না ইন্দ্রদা! দুর্ভাগ্যের প্রবল ঝড়ে আশার আলো আমার নিভে গেল। [ প্রস্থান ]

## তৃতীয় দৃশ্য

উদয়পুর কাছারী

### ( বিরজাশংকর ও ইন্দ্রনারায়ণের প্রবেশ )

বিরজা। না না ইন্দ্রনারায়ণ, বড়দা এতগুলো টাকা একসংগে তোমার হাতে দিয়ে গেছেন একথা কিছুতেই আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। মাত্র এই ক'দিন তুমি এখানে এসেছ। আমাদের আভ্যন্তরীণ সমস্যা তুমি বোঝনি। বড়দার বর্ত্তমান অবস্থা কি, তাও তুমি শোননি।

ইন্দ্র। সব না শুনলেও রাজুর কাছে কিছু কিছু শুনেছি কাকাবাবু। পারিবারিক বিপর্যায়ে দেওয়ানকাকা আপনাকে আলাদা করে দিয়েছেন। রায়বাহাদুর আর আটকড়ির চক্রান্তে কাকীমার গহনা, সংসারের সব কিছু বিক্রী করে নতুন বাড়ীর দেনা শোধ দিয়েছেন।

বিরজা। শুধু তাই নয় ইন্দ্র, বড়দার ভরসা ছিল উমাশংকর। বেতন নিয়ে ফেরার পথে কারা তার মাথায় লাঠি চালিয়ে তাকে অক্ষম করেছে। এই অবস্থায় সবাইকে নিয়ে বড়দা এখন অনাহারে দিন যাপন করছেন।

ইন্দ্র। আশ্চর্য্য!

বিরজা। অথচ উপযুক্ত আমি—তারই আদেশে তার কাছে যেতেও পারি না, কিছু করতেও পারি না। না না এই ভাল, দোটানার জীবন আর বইতে পারছি না। পথ ছাড় ইন্দ্র! অর্থ সংগ্রহ করতে পারিনি, আত্মহত্যাই আমার একমাত্র পথ। [ প্রস্থানোদ্যত ]

ইন্দ্র। ( বাধা দিয়া ) না না, যাবেন না কাকাবাবু! ভগবানের শপথ—বিশ্বাস করুন, একটু আগে দেওয়ান কাকা পুরো দশ হাজার টাকাই আমাকে দিয়ে গেছেন।

বিরজা। ইন্দ্রনারায়ণ!

ইন্দ্রনারায়ণ। শুধু তাই নয়—সংগে সংগে আমিও সে টাকা রাজা বাহাদুরের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।

বিরজা। কিন্তু কেমন করে সম্ভব! কে দিল—কোথায় পেলেন বড়দা এই সময়ে দশ হাজার টাকা!

## ( রাজুর প্রবেশ )

রাজু। গৌরীর মুখে শুনলাম, তাঁর বসত বাড়ী বিক্রী করে পেয়েছেন।

ইন্দ্র ও বিরজা। বাড়ী বিক্রী করেছেন!

ইন্দ্র। কিন্তু কার কাছে বিক্রী করেছেন? এত অল্প সময়ে কে কিনেছে?

রাজু। আমার বাবা—আটকড়ি আচার্য্য। সুযোগ পেয়ে তিরিশ হাজার টাকার সম্পত্তি দশ হাজারেই গ্রাস করেছেন। শুধু তাই নয়, কাল প্রভাতেই বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে এ কথাও জানিয়েছেন।

বিরজা। ওঃ বড়দা, একি করলে তুমি! আমার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হয়েছিলে, এইবার ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিলে! না আর নয়—কাছারীর দায়িত্ব, মণিশংকর আর তোমার কাকীমা রইল দেখো ইন্দ্রনারায়ণ। আমি চললাম।

ইন্দ্র। কোথায় যাবেন কাকাবাবু?

বিরজা। বড়দাকে ফেরাতে। একদিন মিথ্যা দিবিা দিয়ে ও বাড়ীর প্রবেশ অধিকার কেড়ে নিয়েছিলো। আজ বিক্রী করে তা ফিরিয়ে দিয়েছেন! তাই ছুটতে ছুটতে যাব, যদি পাই পায়ে ধরে ঘরে ফিরিয়ে আনবো। আর তা যদি না পাই, তাহলে ইন্দ্রনারায়ণ—এই যাত্রাই জীবনের শেষ যাত্রা বলে গ্রহণ করবো।

ইন্দ্র। বলতে পার রাজু, এখন কি করি—কোন দিকে যাই?

রাজু। কাছারীর কাজ রেখে মেজবাবুর স্ত্রী-পুত্রের সন্ধান করুন। আসবার পথে দেখে এলাম, রায়বাহাদুর বাগানবাড়ীর আশেপাশে ঘুরছেন। মনে হয় গোপীনাথের সন্ধান করছেন।

ইন্দ্র। সর্ব্বনাশ।

**( ব্যস্তভাবে নবীন মোড়লের প্রবেশ )**

নবীন। সর্ব্বনাশ শুধু একদিকেই আসেনি কুমারবাবু! আরও একদিকে এসেছে।

ইন্দ্র। কেন নবীন—কি হয়েছে?

নবীন! একটু আগে যে টাকা আপনি পাঠিয়েছেন, সে টাকা লুঠ করতে বড় বিলের কাছে রায়বাহাদুর ভাড়াটে ডাকাত পাঠিয়েছে।

রাজু। ডাকাত পাঠিয়েছে!

ইন্দ্র। ওঃ রায়বাহাদুর? ইচ্ছা হয় এই মুহূর্তে তোমাকে আমি—না না, প্রমাণ না পেলে কিছুই করতে পারি না। কিন্তু—ঠিক আছে। কাকীমা আর মণিশংকরের ভার তোমার উপর রইল রাজু। আমি যাচ্ছি শয়তান শায়েস্তা করে আসি।

রাজু। কুমার বাহাদুর।

ইন্দ্র। বাধা দিও না রাজু। আমি পরিস্কার বুঝেছি, এই টাকার অজুহাতে রায়বাহাদুর দেওয়ান কাকার সর্ব্বনাশ যা করবার তাতো করেছেই। এখন চায় রাজা বাহাদুরের কাছে আমাকে অবিশ্বাসী করতে।

নবীন। তা বলে এই অন্ধকারে একা যাবেন না কুমারবাবু!

ইন্দ্র। না না একা যাব নবীন। সংগে থাকবে আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় দোনালা বন্দুক আর চৈতক ঘোড়া—উল্কার মত ছুটে যাব

সেই বড় বিলের মধ্যে। তারপর তোমার সংবাদ যদি সত্য হয়—তাহলে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ব। প্রয়োজনে মরব—তবু শয়তানের শয়তানি সফল হতে আর দেব না। [ প্রস্থান ]

রাজু। তাইতো, আমি এখন কি করি। গৌরীকে কথা দিইছি। নবীন—

নবীন। দাদাবাবু!

রাজু। সামান্য উপকারের বিনিময়ে আমার আদেশে অনেক কিছুই করেছ। তাই আরও একটা দায়িত্ব তোমার উপর দিতে চাই নবীন।

নবীন। বল দাদাবাবু, কি সে দায়িত্ব।

রাজু। বিরজাবাবুর স্ত্রী আর পুত্রের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে। কিন্তু সাবধান নবীন—রায়বাহাদুর আর গোপীনাথ যেন তাঁদের উপর যেন কোন অত্যাচার করতে না পারে।

নবীন। বলতে হবে না দাদাবাবু—বলতে হবে না। আপনার হুকুম রাখতে নবীন মোড়ল বাঘের মুখে দাঁড়াবে, দরকার হলে প্রাণ দেবে তবু ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে না। বেঁচে থেকে কোনদিন হুকুমের অমান্যি করবে না। কিন্তু কোথায় যাবেন দাদাবাবু?

রাজু। বাড়ী। বাবার সংগে বোঝাপড়া করতে—তার বুক ভরা আশায় ছাই চাপা দিতে।

নবীন। দাদাবাবু!

রাজু। পারছি না নবীন—উপযুক্ত পুত্র হয়ে তার এই জঘন্য স্বভাব সইতে আর পারছি না। তাই যাচ্ছি, শেষবারের মত চেষ্টা করব। ফাঁকি দেওয়া টাকার মোহ ছাড়তে পায়ে ধরে অনুরোধ করব। তাতেও যদি না হয়, তাহলে—

নবীন। কি করবেন তাহলে?

রাজু। পিতৃহত্যা করে নরকে যাব—তবু মানুষ হয়ে মানুষের উপর এ অন্যায় জুলুম আর আমি সইব না। [ প্রস্থান ]

নবীন। ভগবান! কোথায় তুমি তা জানি না। সবাই ডাকে. তাই আমিও ডাকছি। দাদাবাবুর ইচ্ছা পূরণ করো, আমার দেহে শক্তি দাও। দাদাবাবুর আদেশ পালন করে তার দয়ার প্রতিদান সত্যই যেন দিতে পারি। [ প্রস্থান ]

**( সন্তর্পণে গজেন দত্ত ও গোপীনাথের প্রবেশ )**

গজেন। হাঃ হাঃ হাঃ, এক চালেই ছত্রভংগ। উদ্দেশ্য—পথ পরিষ্কার, বুঝলে গোপীনাথ! এই জন্যেই এতক্ষণ পাশের জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে এদের উপর লক্ষ্য রাখছিলাম।

গোপীনাথ। সত্যি, ধন্য আপনার বুদ্ধি। কিন্তু বড় বিলে টাকা লুঠ করতে পাঠালেন. ওরা কারা।

গজেন। ভাড়া করা লোক। কিন্তু লুঠ করবে না, এখুনি তারা ফিরে আসবে। কেন জান? নবীন আমাদের উপর লক্ষ্য রেখে ওদের সংবাদ দিচ্ছে। তাই নবীনকে বুঝিয়ে দিলাম টাকা লুঠ করতে লোক যাচ্চে।

গোপী। কিন্তু অনর্থক এ দুর্ণাম ছড়িয়ে আমাদের কি লাভ?

গজেন। যথেষ্ট। গিরিজাশংকর বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে জেনে লোকজন নিয়ে ইন্দ্রনারায়ণ এতক্ষণ সেখানেই যেত। তাই ভুল বুঝিয়ে তাকে পাঠালাম বড় বিলে। সকালের আগে আর ফিরতে পারবে না। কিন্তু ভাবছি—

গোপী। কি?

গজেন। গিরিজাশংকর শান্তিকে নিয়ে এখনও যদি বাড়ীতেই থাকে, তাহলে লোকজন একটু বেশী লাগবে। আর যদি পথে বেরিয়ে

পড়ে, তাহলে—

গোপীনাথ। তাহলে দু'জনেই মিটবে।

গজেন। হঁ্যা। কিন্তু এখন নয়, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে। চলো—প্রস্তুত হতে হবে।

গোপীনাথ। যাচ্ছি। কিন্তু সেই টাকার ভাগটা—

গজেন। পরে হবে।

গোপীনাথ। আর মণিশংকরের দরুণ হার ছড়াটা—

**( ইতিমধ্যে পশ্চাতে সুধামুখী প্রবেশ করিয়াছিল )**

সুধামুখী। এক সংগেই দেবে।

গোপীনাথ। কে? দিদি?

সুধামুখী। চুপ। ও কথা বলতে মুখে একটুও আটকাচ্ছে না? ছিঃ ছিঃ ছিঃ গোপীনাথ! ভাই হয়ে তুই আমার এমন সর্ব্বনাশ করলি?

গোপীনাথ। দিদি—

সুধামুখী। না না, কোন কথা শুনতে চাই না। নিয়ে আয় টাকা—নিয়ে আয় মণিশংকরের মুক্তা বসানো হার।

গজেন। হঁ্যা হঁ্যা আনবে। রাগ করছেন কেন? আপনার জিনিষ একটাও নষ্ট হয়নি। সব আমার কাছে আছে। এগিয়ে আসুন—এই নিন টাকা, এই নিন হার। [ ভান করিয়া পকেটে হাত দিল ]

সুধামুখী। হঁ্যা হঁ্যা, তাই দাও। ওই হারের জন্য আমার সংসার ভেঙেছে—টাকার জন্য স্বামী পর হয়েছে। দাও—শীগ্রি দাও।

[ সুধামুখী গজেনের দিকে অগ্রসর হইল এবং গজেন গোপীনাথকে ইংগিত করিল ]

গজেন। হাঃ হাঃ হাঃ। [ খালি হাত পকেট হইতে বাহির করিল]

সুধামুখী। একি! ( দেখিল গোপীনাথ নাই ) পালিয়ে গেল।

( ছুটিয়া মণিশংকরের প্রবেশ )

মণি। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেদিনের মত আজও পালিয়ে গেল।

সুধা। ভুল করেছি মণি—ছলনায় ভুলে আবার ভুল করেছি।

মণি। তুমি ভুল করলেও আমি করব না মা। ওগো কে আছ, চুরি করে পালিয়ে যাচ্ছে। ওকে ধরো—ওকে ধরো। [ ছুটিয়া প্রস্থান ]

সুধা। মণিশংকর— [ প্রস্থানোদ্যত ]

গজেন। ( বাধা দিয়া ) দাঁড়াও।

সুধা। না না, পথ ছাড়ো। মণিশংকর! ( নেপথ্যে গোপীনাথের অট্টহাসি, সুধামুখী বিস্ময়ে ) ও কি! কে ও! গোপীনাথ! মণিকে হাত ধরে জংগলের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে কেন? মণিশংকর, মণিশংকর—

( নবীন মোড়লের প্রবেশ )

নবীন। ভয় নেই মা। তোমার মণিশংকরকে শয়তান জংগলের মধ্যে নিয়ে গেল—যাক্, আমিই তাকে ফিরিয়ে আনব। এসো মা। শয়তানের সামনে থেকে আগে তোমাকে নিয়ে যাই। [ অগ্রসর ]

গজেন। সাবধান নবীন!

নবীন। হুঁশিয়ার বাবুমশায়! পাপ জীবনে অনেক করেছ, কিন্তু নারী আর শিশুর উপর অত্যাচার ক'রো না। তাহলে মাথায় বাজ পড়বে। অত্যাচারের স্বপ্ন জন্মের মত ভেঙে যাবে।

( সন্তর্পণে গোপীনাথের প্রবেশ )

গোপীনাথ। তার আগে তোকেই সরিয়ে দিই।

[ নবীনের পিঠে ছুরি মারিল ]

নবীন। আঃ। ( পড়িয়া গেল )

সুধা। একি! ( নবীনের কাছে আসিল )

গজেন। হাঃ হাঃ হাঃ,—অনেক বাধা দিয়েছ, এইবার পথ

শংকর। চলো বন্ধু—এগিয়ে চল। [গোপীনাথের হাত ধরিয়া প্রস্থান]

সুধা। কেন এলে নবীন—আমাদের জন্যে এ মৃত্যুর মুখে কেন এলে?

নবীন। দাদাবাবুর হুকুমে এসেছিলাম মা। কিন্তু পারলাম না।

সুধা। নবীন?

নবীন। ভেব না মা, ভগবানকে ডাকো। পাপের শেষ একদিন হবেই হবে। [ বলিতে বলিতে প্রস্থান ]

সুধা। পাপের শেষ হবেই হবে। তাহলে আমি—আমিও তো পাপীর প্ররোচনায় অনেক পাপ করেছি! হ্যাঁ হ্যাঁ তাই হবে, মরতে হয় মরব। আগে মণিশংকরের সন্ধান করি, তারপর গোপীনাথ। এই মৃত্যুপথযাত্রীনীর হাত থেকে তোমারও অব্যাহতি নেই। [ প্রস্থান ]

---

## চতুর্থ দৃশ্য

গিরিজাশংকরের বাড়ী

**( আটকড়ির প্রবেশ )**

আটকড়ি। বরাত—বরাত, রাধামাধবের ইচ্ছায় রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ। চার আঙুল বরাত চওড়া হয়ে বারো হাত। যাক্ ভালই হ'লো, একসঙ্গে ত্রিশ হাজারের সম্পত্তি দশ হাজারে দখল নিলাম। ওদিকে উমা ছোঁড়াকে সরিয়ে গৌরীকে পাকাপাকি ঘরে রাখার ব্যবস্থা করলাম। এখন রাজুর সংগে বিয়েটা দিয়ে, সম্পত্তি আর টাকাগুলো হাত করলেই ব্যাস্—

নেপথ্যে বিরজা। বড়দা! বউদি—

আটকড়ি। কে? দাদার সংগে দেখা করতে বিরজাশংকর আসছে। আসুক, তাইতো—দলিলটা এনেছি তো।

( ব্যস্তভাবে বিরজাশঙ্করের প্রবেশ )

বিরজা। বড়দা! বড়দা—একি বাড়ী খালি কেন! বড়দা কোথায়?

আটকড়ি। চলে গেছে।

বিরজা। ওঃ ভগবান! এত ছুটে এসেও পারলাম না, এই সন্ধ্যার অন্ধকারেই চলে গেল!

আটকড়ি। সকালেই যাবার কথা ছিল! কিন্তু কি করবে বল, হাজার হোক লজ্জা তো আছে। এতদিন মান সম্মান নিয়ে মাথা উচু করে বেড়িয়েছে আর আজ—

বিরজা। কি হয়েছে আজ?

আটকড়ি। দেনার দায়ে সর্ব্বশান্ত, আর এই জালিয়াতি জোচ্চুরি।

বিরজা। আচার্য্য মশায়! আর একবার ও-কথা উচ্চরণ করলে আপনাকে আমি—

আটকড়ি। কি, খুন করবে নাকি? তা তো করবেই। দায়ে পড়েছিল দয়া করে উদ্ধার করেছি তো।

বিরজা। আঁ্যা, হ্যাঁ হ্যাঁ দয়া করে উদ্ধার করেছেন। মাপ করবেন, আপনার এ দয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু আর নয়, দয়া করে বলুন, আগে কোন্ দিকে গেছে এরা সব।

( গৌরীর প্রবেশ )

গৌরী। পারলাম না। কত জায়গায় কত লোককে জিজ্ঞাসা করলাম কেউ বল্‌তে পারলে না। তুমি জান মামা? পায়ে ধরে অনুরোধ করছি, বল মামা বল—কোন্‌দিকে গেছে এরা সব? [পায়ের কাছে বসিল]

আটকড়ি। জানিনা। [পা সরাইয়া লইল]

বিরজা। কে তুমি মা? কেন এদের সন্ধান করছো? তুমিই কি

গৌরী।

গৌরী। হ্যাঁ। কিন্তু আপনি ?

বিরজা। আজ নয় মা। যদি কোনদিন তাদের পাই, তাহলে আবার আসবো—সত্য পরিচয় দিতে তোমাকেই খুঁজবো। কিন্তু এখন আমি—হ্যাঁ হ্যাঁ, সারাদেশ তন্ন তন্ন করে সন্ধান করবো। আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে ফিরিয়ে তাদের আনবই আনবো [প্রস্থানোদ্যত]

আটকড়ি। তার আগে আমার এই দলিল—[দলিল বাহির করিল]

বিরজা। দলিল !

আটকড়ি ! হ্যাঁ। বড় বাবু ছোট বাবু দুজনেই স্বাক্ষর করেছেন। এখন আপনার স্বাক্ষরটা—

বিরজা। প্রয়োজন হবে না।

আটকড়ি। (রাগিয়া) তার মানে ?

বিরজা। আচার্য মশায় ! আলাদা হলেও আমাদের একই রক্তে জন্ম। দূরে থাকলেও আমি দাদার ভাই। বড়দা যখন দিয়েছেন তখন আমি আর আপত্তি করবো না। (প্রস্থান)

গৌরী। দাঁড়ান মেজদা ! আপনাকে চিনেছি। আপনার সংগে আমিও যাব। (প্রস্থানোদ্যত)

আটকড়ি। দাঁড়াও গৌরী ! কথা শোন। (বাধা দিল)

গৌরী। না না মামা, একদিন অনেক কথা শুনিয়েছেন, আর শোনাবেন না। পথ ছাড়ুন আমি যাব।

আটকড়ি। না না, এমনি করে উমার পেছনে তোমাকে ছুটতে আমি দেব না।

গৌরী। কি করবেন তাহলে ?

আটকড়ি। রাজুর সংগে বিয়ে দেব। আর ইচ্ছায় রাজী না হলে—

( রাজুর প্রবেশ )

রাজু। হাত পা বেঁধে রাজী করাবে, কেমন?

গৌরী। রাজুদা, সংবাদ পেয়েও এত দেরী করে এলে? এরা যে সব অনেক দূরে চলে গেল।

রাজু। কি করব ভাই, উপায় ছিল না। কি বাবা দেখছ কি? স্বামী-স্ত্রী হওয়ার চেয়ে ভাই-বোনের সম্পর্কটা ভাল লাগছে না?

আটকাড়ি। চুপ কর হতভাগা—ওকথা আর বলিসনে।

রাজু। কেন বাবা, কিসের জন্যে?

গৌরী। আমার সম্পত্তি আর টাকার লোভটা আজও ছাড়তে পারেননি বলে।

রাজু। সাবধান বাবা! এতদিন অনেক ফিকিরে অনেকের সম্পদ ফাঁকি দিয়েছ, আর দিওনা। তাহলে আমি তোমাকে—

আটকড়ি। কি করবিরে বেটা পাজি বদমায়েস।

রাজু। হত্যাই করতাম। কি হাজার হলেও তুমি জন্মদাতা পিতা—তাই স্থির করেছে, এ লজ্জা থেকে অব্যাহতি নিতে নিজেই আমি আত্মহত্যা করবো। ( প্রস্থানোদ্যত )

আটকড়ি। ( বাধা দিয়ে ) ওরে নারে রাজু, ওকাজ করিসনে তুই যে আমার একমাত্র সন্তান। জীবনে যা করেছি;—সব তোরই জন্যেই করেছি।

রাজু। তাই যদি জেনে থাক, তাহলে ফিরে এস বাবা। মরবার সময় ফাঁকি দেওয়া সম্পদে সন্তানকে সুখী করে যেতে চেও না। তাহলে তোমার ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমাকে রোগে ধরবে, না হয় চোরের ধন বাটপাড়ে ভোগ করে।

আটকড়ি। রাজু।

রাজু। বিশ্বাস কর বাবা, তোমার এই প্রচুর অর্থ—অথচ আমি একা। এই ভেবে, বন্ধু আমার অনেক এসেছিল। সুরা আর সঙ্গিনীর মোহে অধঃপতনের পথেও নামিয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা আর বুদ্ধি বলেই উঠে এসেছি। না না বাবা, পায়ে ধরে মিনতি করছি, এ পাপ আর করো না। আমি ভিক্ষা করে খাব—তবু তোমার এ পাপের পয়সা আমি ছোঁব না।

আটকড়ি। বলিসনে রাজু আর বলিসনে। ওরে পায়ের নীচে নয় আমার বুকে আয় আজ বুঝলাম, তুই আমার পুত্র নস—জ্ঞানদাতা গুরু।

রাজু। বাবা।

আটকড়ি। এই নে টাকার থলি। নিজের হাতে দান করে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিস।

গৌরী। পায়ের ধূলো দাও মামা। [ প্রনাম করিল ]

আটকড়ি। ক্ষমা কর মা, তোর মোহান্তে আমাকে ক্ষমা কর। আর গিরিজাশংকরের এই দলিলটা রাখ। যদি তাদের কোন দিন পাশ, তাহলে দলিল ফিরিয়ে দিয়ে তাদের প্রবেশাধিকার দিস।

গৌরী। কেমন করে তা হবে মামা! তোমার টাকা—

আটকড়ি। না রে না ও আমার টাকা নয়, ও তোর টাকা।

[ প্রস্থানোদ্যত ]

গৌরী। মামা—

আটকড়ি। আর ডাকিসনে মা! এতদিন রাধামাধবের নাম করে ভান করেছি, আজ মনে প্রাণে ডেকে সত্যই তার ধ্যান করবো। [প্রস্থান]

রাজু। একি সত্যিই যে চলে গেল। বাবা! বাবা—

( জ্ঞান পাগলের প্রবেশ )

জ্ঞান পাগল। না রে না, আর ডাকিসনে। ডাকলে আর ফিরবে

না।

রাজু। ফিরবে না।

জ্ঞান পাগল। না রে না।

( গীত )

জ্ঞান পাগল—

জ্ঞান পাগলে ডাকছে ওরে,
পিছু ডাকে আর ফিরবে নারে।
এতদিন অর্থের মোহে
ঘুরেছিল অন্ধ হয়ে।
আজ দেখেছে জ্ঞানের আলো, তাইতো ছুটে বেড়িয়ে গেল,
ডাকলে সাড়া, আর কি এখন দিতে পারে।

[প্রস্থান]

রাজু। কি ভাবছিস গৌরী ?

গৌরী। মামার পরিণাম।

রাজু। ভাবিসনে গৌরী, ওরে অনুতাপের উপরে শাস্তি হয় না। ভগবানের বিচারে বাবার আজ সেই শাস্তি হয়েছে। কিন্তু আর নয় চল্; ওদের সন্ধানে বেড়িয়ে পড়ি।

গৌরী। এই অন্ধকারে কোন্ পথে যাব রাজুদা।

রাজু। ভগবান দেবেন পথের সন্ধান।

গৌরী। তবে তাই চল, দেখি কি আছে অদৃষ্টে।

[ উভয়ের প্রস্থান ]

———

# চতুর্থ অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

### চণ্ডীতলার মন্দির প্রাঙ্গন

( আগে জয়াবতী পিছনে ব্যস্তভাবে শান্তির প্রবেশ )

শান্তি। মা—মাগো। (জয়াবতী নিরুত্তর, চোখে উদাস দৃষ্টি) অমন করে উঠে এলে কেন মা ?

জয়াবতী। কি করবে বল্। শুয়েও পুড়া চোখে ঘুম এলো না।

শান্তি। মা।

জয়াবতী। তোর বাবা আর ছোট কাকা কি করেছে রে শান্তি ?

শান্তি। মন্দিরের বারান্দায় ছোট কাকা ঘুমচ্ছে আর বাবা মাথায় হাত দিয়ে ভাবছে। এ আমরা কোথায় এসেছি মা ?

জয়াবতী। কি করে বলবো বল্। সেই সন্ধ্যার রাত্রে বেড়িয়ে মধ্য রাত পর্যান্ত হেঁটে এই মন্দিরটায় আশ্রয় নিইছি। কারও কাছে জিজ্ঞাসাও করিনি। কোথায় কতদূর এসেছি বুঝতেও পারছি না।

শান্তি। কিন্তু মা, আমি আর হাঁটতে পারছি না।

জয়াবতী। আমরাই কি পারছি। ওঃ ভগবান ! আর কেন, এইবার মৃত্যু দাও।

শান্তি। না মা না—ওকথা বলো না।

জয়াবতী। কি তবে বলবো বল্। চোখের উপরে সবই তো দেখছিস। একজন বৃদ্ধ, একজন অক্ষম, তার উপর তুই। অথচ না আছে আশ্রয়ের সন্ধান, না আছে খাওয়ার সংস্থান। এই অবস্থায় অজানা পথের

মধ্যে আমি কি করবো।

শান্তি। মা! মা! (নেপথ্যের প্রতি) ওই দেখ, দূরে কে যেন আলো নিয়ে এই দিকেই আসছে। দেখনা বলে, খেতে না দিক একটু আশ্রয় যদি আমাদের দেয়।

( আলো ও দড়ি হাতে বিশ্বনাথের প্রবেশ )

বিশ্বনাথ। আয়—আয় ধলা আয়! তাইতো কালাটা খেয়ে গোয়ালে উঠল, ধলাটা গেল না। তাই এই ভোর রাত্রে খুঁজতে এলাম। মনে হচ্ছে এই চণ্ডীতলার মন্দিরে জংগলটায় আছে। আয় ধলা আয়—(আরও অগ্রসর হইয়া আলো উঁচু করিয়া) ওমা, ওরা আবার কারা?

জয়াবতী। ( আলো দেখিয়া ) পরিচিত কণ্ঠস্বর! কে? কে তুমি?

বিশ্বনাথ। তুমি—তুমি কে? ( কাছে আসিয়া ) এঁ্যা বড়মা—

জয়াবতী। বিশ্বনাথ!

বিশ্বনাথ। ওঃ আজ আমার কি ভাগ্য, বিশ্বনাথের কথা মনে পড়েছে। তাই বাড়ী বয়ে পায়ের ধুলো দিতে এসেছ। ও শান্তি দি! চুপ করে আছ কেন? বল না সংগে আর কে আছে?

শান্তি। বাবা, ছোট কাকা!

বিশ্বনাথ। এঁ্যা, এ কথা এতক্ষণ বলতে হয়। কোথায় আছে? ওই চণ্ডীতলার মন্দিরে বুঝি! কেন, বাড়ী চিনতে পারিনি? বড়বাবু বড়বাবু—(ফিরিয়া সংযত হইয়া) কিন্তু হাঁ্যা মা—এই রাতের বেলায় সংগে লোকজন, গাড়ীঘোড়া কই?

জয়াবতী। লোকজন, গাড়ীঘোড়া কোথায় পাব বিশ্বনাথ?

বিশ্বনাথ। কেন?

শান্তি। আমরা গরীব হয়ে গেছি। বাড়ীখানা ছিল—তাও

গতকাল বিক্রি হয়ে গেছে। তাই আমরা পথে বেড়িয়েছি।

বিশ্বনাথ। দিদি ভাই—থাকবে না। বড়মা—সেইদিন বুঝেছিলাম, আর কিছুই থাকবে না। তাই কর্ত্তব্যের বোঝা নামিয়ে দিয়ে না বলেই চলে এসেছিলাম। (চোখের জল মুছিয়া) যাক্ চলো গরীবের বাড়ী এসেছ, যতদিন ভাগ্যে আছে, থাকবা চলো।

শান্তি। তোমার বাড়ী কে আছে বিশুদা?

বিশ্বনাথ। জোয়ান ছেলে, ছেলের বউ. নাতি-নাতনী—

জয়াবতী। না বিশ্বনাথ, সেখানে আমরা যাবনা।

বিশ্বনাথ। যাবে না মানে? আলবৎ যাবে।

জয়াবতী। বিশ্বনাথ!

বিশ্বনাথ। ভাবছি কি বড়মা! ছেলে কিছু বলবে? না মা তার বাবা তিরিশ বছর তোমাদের হুকুমে খেটেছে, তারাও খাটবে। তারা যদি তা না খাটে তাহলে—

জয়াবতী। কি করবে তাহলে?

বিশ্বনাথ। তোমাদের নিয়ে আলাদা সংসার পাতবো। লাঙ্গল চষবো, মজুর খাটবে। তাই বলে ছেলে-বউয়ের মন রাখতে তিরিশ বছরের মনিবকে ছাড়তে পারবো না। এসো গো এসো—

[ প্রস্থানোদ্যত ]

( কৃষ্ণবস্ত্রাচ্ছাদিত গজেন দত্ত ও গোপীনাথের প্রবেশ )

বিশ্বনাথ। একি! কে? কে তোমরা?

গজেন। তোমার যম। (বিশ্বনাথের মাথায় লাঠি মারিল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে গোপীনাথ শান্তির মুখ চাপিয়া ধরিল)

বিশ্বনাথ। [ আর্ত্তনাদ করিল ] বড়মা! [ পড়িয়া গেল ]

জয়াবতী। শান্তি। (শান্তির প্রতি অগ্রসর হইতেই গজেন দত্ত জয়াবতীর বুকে ছুরি মারিল) ওঃ মাগো! [পড়িয়া গেল, ইতিমধ্যে শান্তির মুখ বাঁধা হয়েছিল ]

গজেন। ঠিক আছে। গাড়া তৈরী—চল, শীঘ্র চল।

[ শান্তিকে লইয়া উভয়ে প্রস্থান ]

বিশ্বনাথ। (অতি কষ্টে) ওঃ! নিয়ে গেল বড়বাবু, নিয়ে গেল।

( ব্যস্তভাবে গিরিজাশংকরের প্রবেশ )

গিরিজা। কি হয়েছে? কাকে নিয়ে গেল? ( বিশ্বনাথকে দেখিয়া ) একি বিশ্বনাথ!

বিশ্বনাথ। পারলাম না বড়বাবু! দু'জন ডাকাত তোমার শান্তিকে ধরে নিয়ে গেছে।

গিরিজা। ওঃ ভগবান! কেন মরতে মুহূর্তের মত ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু ওকি বড়বৌ। রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে কেন? তোমাকেও কি ওরা— জয়াবতীর কাছে আসিল ]

জয়াবতী। মৃত্যুর মুখে পাঠিয়েছে।

নেপথ্যে উমাশংকর। শান্তি! শান্তি—

গিরিজা। ডাক?

বিশ্বনাথ। (নেপথ্যের প্রতি) ছোটবাবু দিদিমণিকে ডাকাতে ডাকতে ওদের বাড়ীর পিছনে ছুটছে।

গিরিজা। কিন্তু ও যে ভাল দেখতে পায়না। যাও বিশ্বনাথ, যে কোন প্রকারে উমাকে ফেরাও। আর—

বিশ্বনাথ। আর কি বড়বাবু?

গিরিজা। তোর বড়মাকে নিয়ে যা বিশ্বনাথ। চেষ্টা করে দেখ,

বাঁচাতে পারিস কি না।

বিশ্বনাথ। সেই ভাল। এস বড়মা। ( জয়াবতীকে ধরিল )

জয়াবতী। ওঃ ভগবান !

গিরিজা। যাও বড়বৌ। কর্ত্তব্যের বোঝা হাল্কা করে আমিও যাচ্ছি।

বিশ্বনাথ। ওকথা বলো না বড়বাবু। সমুখে বিপদ আসছে, একটু ধৈর্য্য ধর। [ জয়াবতীকে লইয়া প্রস্থান ]

গিরিজা। ধৈর্য্য ! এর পরেও ধৈর্য্য থাকে ! মেজভাই পাশে থেকেও পর। ছোট ভাই সবল হয়েও অক্ষম। মেয়ে ডাকাতের হাতে। স্ত্রী মৃত্যুমুখে। আর আমি সর্ব্বহারা। চমৎকার আমার অদৃষ্ট !

**( ব্যস্তভাবে বিশ্বনাথের প্রবেশ )**

বিশ্বনাথ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছ বড়বাবু—সবই অদৃষ্ট।

গিরিজা। বিশ্বনাথ—

বিশ্বনাথ। বড়মা নেই বড়বাবু ! অদৃষ্টের গুণেই তাকে হারিয়েছি।

গিরিজা। ওঃ ভগবান !

বিশ্বনাথ। ডাক বড়বাবু ! শান্তি আর ছোটদাকে আনতে যাচ্ছি। তাদের নিয়ে না ফেরা পর্য্যন্ত এই চণ্ডীতলার মন্দিরেই তুমি থেকো, আর বসে বসে ভগবানকেই ডাকো ! [ প্রস্থান ]

গিরিজা। হ্যাঁ হ্যাঁ তাই থাকব বিশ্বনাথ, উমা আর শান্তি না ফেরা পর্য্যন্ত আমি এই চণ্ডীতলার মন্দিরেই থাকবো। কিন্তু বড়বৌ, আমাদের বড়বৌ—না না আর ভাববো না। সংসারের দেনা-পাওনা মিটিয়ে সে পারের যাত্রী হয়েছে। আর আমি মিটাতে পারিনি তাই পড়ে রইলাম। শ্মশান বড়বৌ—তোমার অভাবে এ সংসার আমার চোখে আজ শ্মশান। [ মাথায় হাত দিয়া বসিল ]

( গীতকণ্ঠে জ্ঞান পাগলের প্রবেশ )

জ্ঞান পাগল—

ওরে পথিক বসে ওই পথের ধূলায়।
কার তরে তুই করিস হায় হায় হায়॥
ভবের খেলা করে শেষ
চলে গেছে আপন দেশ
যত চাল চোখের জল, হবে না আর কোন ফল।
এখন কাজের পথে এগিয়ে চল, দেখ চেয়ে বেলা যায়॥

[ গান শেষে গিরিজাশংকরকে হাত ধরিয়া তুলিল ]

গিরিজা। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছ। কাজের পথে এগিয়ে যাব। আমার প্রথম কাজ—শ্মশানে গিয়ে বড়বৌয়ের চিতা জ্বালতে হবে। সেই চিতা-ভস্ম গায়ে মেখে নীলকণ্ঠ হতে হবে। তারপর সবাইকে ক্ষমা করে যত বিষ নিজের কণ্ঠে ঢেলে সব অমৃত আত্মীয়ের কল্যাণে বিলিয়ে দেব।

[ জ্ঞান পাগলসহ গিরিজার প্রস্থান ]

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ

( ছুটিতে ছুটিতে রাজুর প্রবেশ )

রাজু। থামাও—কোচম্যান গাড়ী থামাও। না না, আর পারলাম না। দ্রুতগামী অশ্বের সংগে দৌড়ান সম্ভব না। (নেপথ্যে গুলির আওয়াজ) ওকি! গাড়ী থেকে গুলি চালাচ্ছে কেন? তবে কি ওই

গাড়ীর মধ্যে—

**( ব্যস্তভাবে ক্লান্ত গৌরীর প্রবেশ )**

গৌরী। আমার ধারণাই সত্যি। ওদের অট্টহাসি শুনে আমি চিনেছি, ও রায়বাহাদুর গজেন দত্তের গাড়ী। তাই তোমাকে থামাতে বলেছিলাম।

রাজু। গৌরী!

গৌরী। কিন্তু হলো না। আমাদের চিনতে পেরে গুলি চালিয়ে আত্মরক্ষা করে গেল।

রাজু। বুঝলাম। কিন্তু ভোরবেলায় কোথা থেকে আসছে?—

গৌরী। যেখান থেকেই আসুক, কারও সর্ব্বনাশ করে আসছে একথা সত্য। আমার মনে হয়, ওই গাড়ীর মধ্যে আছে—হয় লুণ্ঠিত সম্পদ, না হয় সুন্দরী নারী।

রাজু। তাহলে কি করবি বল?

গৌরী। দৌড়ান আর সম্ভব নয়। এখুনি গাঁয়ের মধ্যে যাও। দেখ কোন দ্রুতগামী যান পাও কিনা।

রাজু। ঠিক আছে। তুই অপেক্ষা কর—আমি যাব আর আসব।

[ প্রস্থানোদ্যত ]

নেপথ্যে উমাশংকর। শান্তি! শান্তি—

গৌরী। ওকি! কার কণ্ঠস্বর! উমাদা—

**(আত্মবিস্মৃতের ন্যায় ধুলো-কাদামাখা উমাশংকরের প্রবেশ)**

উমা। শান্তি—ওগো কে আছ, আমাদের শান্তিকে কারা কোন্ পথে নিয়ে গেল দেখেছ?

[ অগ্রসর ]

গৌরী। উমাদা—উমাদা! [ গৌরী ও রাজু তাহাকে ধরিল ]

উমা। কে? গৌরী, রাজুদা! সর্ব্বনাশ হয়েছে ভাই। কাল

রাত্রে সবাই আমরা চণ্ডীতলার মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। পথের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

রাজু। তারপর ?

উমা। ভোর রাত্রে বৌদির চীৎকারে ঘুম ভেঙে দেখলাম, কারা শান্তিকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ছুটলাম, পৌছবার আগেই তারা গাড়ী ছেড়ে দিল। দেখেছ—তোমরা এই পথে শান্তিকে নিয়ে যেতে দেখেছ ?

গৌরী। হাঁা হাঁা দেখেছি। শান্তিকে নিয়ে গেছে রায়বাহাদুর আর গোপীনাথ।

উমা। রায়বাহাদুর আর গোপীনাথ। পেয়েছি, ছাড়ো তোমরা, শান্তিকে ফেরাতে হবে। [ হাত ছাড়াইয়া প্রস্থানোদ্যত ]

গৌরী। ( বাধা দিয়া ) না না তুমি পারবে না ! রাজুদা, দাঁড়িয়ে থেকো না। বল—কোথায় যাবে ? কি করবে ?

রাজু। উমাদাকে তুই নিয়ে আয় গৌরী—আমি চললাম।

উমা। না না রাজুদা ! গৌরীর সংগে আসতে হয় তুমি এসো—আমি একাই যেতে পারবো।

রাজু। ( ফিরিয়া ) দাঁড়াও উমাদা ! কেন তুমি গৌরীর সংগে আসতে চাও না তা আমি জানি। কিন্তু বিশ্বাস কর—বাবার মুখে যা শুনেছ, তা মিথ্যে। গৌরী আমার সহোদরা না হলেও বোন। এর কল্যাণে মরতে পারি—কিন্তু বিয়ে করতে পারি না।

উমা। রাজু !

রাজু। তুমি এসো উমাদা—আমি ছুটতে ছুটতে যাব। কুমার ইন্দ্রনারায়ণকে পাই ভাল—নইলে একাই শান্তির সন্ধান করব। [প্রস্থান]

উমা। বল বল গৌরী—উদয়পুর ছেড়ে তোমরা এখানে কেন এসেছ ?

গৌরী। তোমাদের সন্ধানে। সন্ধ্যারাত্রি থেকে আমরাও পথে পথে ঘুরেছি, অনেক খুঁজেছি। আর নয়—চলো উমাদা।

উমা। কিন্তু কোথায় যাব গৌরী? কোথায় হবে আমাদের আশ্রয়?

গৌরী। তোমাদের বাড়ীতেই হবে। আর এই নাও দলিল। তোমাদের বাড়ী আবার তোমাদেরই হয়েছে।

উমা। সেকি! কেমন করে?

গৌরী। পরে　　　　　সেদিন জানতে চেয়েছিলে কি আমার সাধনা। আজ শোন—আমার সাধনা, চিকিৎসা করে তোমার দৃষ্টি সম্পূর্ণ ফিরিয়ে আনা। তাই কদিন দেখা না করে গিয়েছিলাম উপযুক্ত চিকিৎসকের সন্ধানে। তিনি এসেছেন। চল উমাদা—আমার দৃঢ় বিশ্বাস উপযুক্ত চিকিৎসা হলে দুদিনেই তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হবে।

উমা। হয়তো হবে—কিন্তু এখন তা অসম্ভব।

গৌরী　কেন?

উমা। শান্তি দস্যুর হাতে—বড়দা রয়েছে পথের মাঝে।

গৌরী। শান্তির উদ্ধারে রাজুদা গেছে। কুমার ইন্দ্রনারায়ণ আছে। আর তোমাকে চিকিৎসকের হাতে রেখে বড়দার সন্ধানে আমি যাব। হাতে ধরে কাঁদব, পায়ে ধরে অনুরোধ করব—যে কোন প্রকারে পারি বড়দাকে ফিরিয়ে আনব। এসো উমাদা—বিলম্ব করো না।

[ উমাশংকরের হাত ধরিয়া প্রস্থান ]

---

# তৃতীয় দৃশ্য

গজেন দত্তের বাগানবাড়ী

## ( গোপীনাথের প্রবেশ )

গোপীনাথ। হাঃ হাঃ হাঃ—মাজী মাৎ। রায়বাহাদুর! রায়বা—তাইতো, গেল কোথায়? মনে হয় শান্তির ঘরে গেছে। ঠিক আছে, এইবার শান্তির মত গৌরীকেও ধরে আনব। তারপর—মুক্তা বসানো হার আর দশ হাজার টাকা নিয়ে—

## ( ইতিমধ্যে নিঃশব্দে সুধামুখীর প্রবেশ )

সুধা। দ্বিতীয় রায়বাহাদুর হবি, কেমন?

গোপীনাথ। কে?

সুধা। [ গোপীনাথ ফিরিবার সংগে সংগে ) তোর মৃত্যু।

[ ছুরি মারিল ]

গোপীনাথ। ওঃ—দিদি!

সুধা। চুপ বিশ্বাসঘাতক। ভাই হয়ে ভগ্নীর অনেক সর্ব্বনাশ করেছিলি, তাই প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে গেলি। আর নয়, এইবার কন্টকমুক্ত হয়েছি। স্বামী-পুত্রের সন্ধান করবো—যদি পাই ভাল, নইলে তোর পথে আমিও শীঘ্র যাব। [প্রস্থান]

গোপীনাথ। ওঃ চোখে আঁধার দেখছি। এত করেও পারলাম না। রায়বাহাদুর—রা-য়-বা-হা—আঃ। [ প্রস্থান ]

## ( সন্তর্পণে ইন্দ্রনারায়ণ ও রাজুর প্রবেশ )

ইন্দ্র। তুমি ঠিক জান রাজু, শান্তি এই বাড়ীতেই বন্দিনী হয়ে আছে?

রাজু। হাঁ। আপনাকে না পেয়ে একাই আমি কাল সমস্ত দিন-রাত

এখানে ঘুরেছি। একটু আগে সন্ধান পেয়ে আপনাকে সংবাদ দিইছি।

ইন্দ্র। বুঝেছি রাজু, এইবার সব বুঝেছি। আঃ, আজ দুদিন শান্তি এখানে বন্দিনী হয়ে আছে! কিন্তু আর নয়, চল—এগিয়ে চলো।

[ প্রস্থানোদ্যত ]

নেপথ্যে সুধামুখী। মণিশংকর! মণিশংকর—

ইন্দ্র। ওকি, ওযে কাকীমার কণ্ঠস্বর! মণিশংকরের সন্ধান করছেন।

রাজু। মনে হয় তাকেও এরা বন্দী করে রেখেছে।

ইন্দ্র। তাহলে বিলম্ব নয় রাজু। কাকাবাবু স্ত্রী-পুত্রের ভার আমাদের উপরেই দিয়ে গিইছিলেন। যাও. কাকীমাকে ফেরাও, মণিশংকরের সন্ধান কর।

রাজু। বলতে হবে না কুমারবাহাদুর। এ শুধু আপনার আদেশ নয়—কর্ম্মের আহ্বান। এই আহ্বানেই সেই মৃত্যুর গহ্বরে ছুটে যাব। তারপর—

ইন্দ্র। তারপর কি রাজু?

রাজু। মণিশংকরের উদ্ধার। তারপর মায়ের মর্য্যাদা রক্ষায় প্রয়োজনে মরবো, তবু ভয় পেয়ে পালিয়ে আমি আসবো না। [প্রস্থান]

ইন্দ্র। তাইতো কি করি। (নেপথ্যের প্রতি) ওকি! হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই তো শান্তি। ওগো ভগবান বুদ্ধি দাও—ওই লম্পটের কবল থেকে নারীর সম্ভ্রম যেন রক্ষা করতে পারি। [ প্রস্থান ]

**( আগে সন্ত্রস্ত শান্তি ও পিছনে গজেন দত্তের প্রবেশ )**

গজেন। না না, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে পালাতে পারবে না শান্তি। অসুস্থ ছিলে, দুদিন কিছু বলিনি। আজ শুনব না—কাছে এসো। [ ধরিতে উদ্যত ]

শান্তি। ( সরিয়া গিয়া ) না না, এমন সর্ব্বনাশ করবেন না। ছেড়ে দিন, আমাকে যেতে দিন।

গজেন। ছেড়ে দেব বলে ধরে আনিনি শান্তি। এনেছি তোমার মুখে কলংক লেপন করে তোমার বাবার মর্য্যাদা মাটিতে মিশিয়ে দিতে।

শান্তি। রায়বাহাদুর—

গজেন। যেদিন তোমাদের সব ছিল, সেদিন বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মাতাল লম্পট বলে তোমার বাবা প্রত্যাখ্যান করলেন। তাই আজ প্রতিশোধ নেব।

শান্তি। কিন্তু কেন? বাবাতো মিথ্যা বলেননি।

গজেন। উপদেশ রাখ শান্তি—এসো। [ হাত ধরিল ]

শান্তি। না না, ছেড়ে দাও দস্যু—ছেড়ে দাও। ওগো কে কোথায় আছ—

গজেন। না না কেউ নেই। তোমাকে আমি—

[ বলপূর্ব্বক শান্তিকে বক্ষলগ্ন করিতে উদ্যত ]

**( দূরে বন্দুক হাতে ইন্দ্রনারায়ণের প্রবেশ )**

ইন্দ্র। হুঁশিয়ার রায়বাহাদুর! [ গুলি করিল ]

গজেন। আঃ! ( বক্ষ চাপিয়া অতি কষ্টে ) শয়তান আমার পিছু নিয়েছে। শান্তিও দিলে না, বাঁচিয়েও রাখলে না। [অতিকষ্টে প্রস্থান]

শান্তি। কুমার বাহাদুর—

ইন্দ্র। ভয় নেই শান্তি। রাজুর কাছে সংবাদ পেয়েই আমি এসেছি। কিন্তু আর নয়, এখুনি এখান থেকে চলে যেতে হবে। তার আগে বল শান্তি তোমার বাবা কোথায়?

**( আহত দেহে বিশ্বনাথের প্রবেশ )**

বিশ্বনাথ। চণ্ডীতলার মন্দিরে।

শান্তি। বিশুদা তুমি! বল, বল বিশুদা—আমার মা?

বিশ্বনাথ। তোমার মা মরে গেছে।

শান্তি। বিশুদা—

ইন্দ্র। কেঁদনা শান্তি। চোখের জলে নিয়তির লেখা মুছে দিতে পারবে না।

বিশ্বনাথ। যান কুমার বাহাদুর, শান্তিকে নিয়ে চণ্ডীতলার মন্দিরে যান। বড়বাবু কথা দিয়েছে, ছোটবাবু আর শান্তিদিদি না ফেরা পর্যন্ত বড়বাবু সেই চণ্ডীতলার মন্দিরেই থাকবে।

ইন্দ্র। শান্তিকে তুমি নিয়ে যাও বিশ্বনাথ। আমি আর কাকীমা মণিশংকরের সন্ধানে যাচ্ছি।

বিশ্বনাথ। যেতে হবে না কুমার। মণিকে এদের হাত থেকে রাজু উদ্ধার করেছে।

শান্তি। তারপর?

বিশ্বনাথ। আমার মুখে শুনে সে তার জ্যাঠামণির সন্ধানে চণ্ডীতলার মন্দির উদ্দেশ্যেই ছুটে গেছে। যাও দিদি, তোমরাও যাও।

[ প্রস্থানোদ্যত ]

শান্তি। আর তুমি?

বিশ্বনাথ। আহত হয়ে অনেক দূর ছুটেছি। দেহটা অবসন্ন হয়ে পড়েছে, তাই বড়বাবুর শেষ আদেশ পালন করে মৃত্যুর দেশে বড়মার কোলেই চলে যাচ্ছি। [ প্রস্থান ]

শান্তি। ইন্দ্রদা!

ইন্দ্র। ভেঙ্গে পড়ো না শান্তি। বিশ্বনাথ ঠিক বলেছে, বিলম্ব হলে দেওয়ান কাকাকে পাবনা। চল, আমি গাড়ী তৈরী করছি, উমাশংকরকেও সঙ্গে নিচ্ছি।

শান্তি। কি বললে, ছোটকাকা! ছোটকাকা কোথায় এসেছে?

ইন্দ্র। আসেনি। গৌরী তাকে ধরে এনেছে. তোমাদের বাড়ীতেই আছে। রাজু বললে, গৌরী তাকে চোখের চিকিৎসক দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছে। খুব সম্ভব শীঘ্রই সেরে উঠবে। এসো শান্তি, দেরী করো না। [ শান্তির হাত ধরিয়া প্রস্থান ]

---

# চতুর্থ দৃশ্য

পথ

## ( পথশ্রান্ত সুধামুখীর প্রবেশ )

সুধা। মণি—মণিশংকর! না- পিতা পুত্র কাউকেই আমি পেলাম না। কেমন করে পাব—এত পাপ সেকি বৃথাই যাবে। না না, যাবে না। তাই প্রায়শ্চিত্ত করতে বড় বোন হয়ে ছোট ভাইকে হত্যা করেছি। এইবার আমাকেও আত্মহত্যা করতে হবে। হাঁ। হাঁ।, সেই ভাল। স্বামী সন্তান হারিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ভাল।

[ ছুরি বাহির করিয়া নিজ বক্ষে আঘাতে উদ্যত ]

## ( জ্ঞান পাগলের প্রবেশ )

জ্ঞান পাগল। ( পশ্চাত হইতে ছুরিসহ হাত ধরিয়া ) না রে না—ও কাজ করিসনে। এক পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে আর এক পাপের পথে পা বাড়াসনে।

সুধা। তার অর্থ?

জ্ঞান পাগল। আত্মহত্যা যে বড় পাপ। তার চেয়ে যা ভুল করে হারিয়েছিস, ভাল করে খুঁজে দেখ—নিশ্চয় পাবি।

সুধা। কিন্তু পেয়েই বা কি হবে। তাঁরা যদি আমাকে ক্ষমা না করেন।

জ্ঞান পাগল। করবে—নিশ্চয় করবে! ওরে অভাগী তোর জন্যে ক্ষমার পাত্র নিয়ে অপেক্ষা করছে।

সুধা। কি বললে? কে—কে আমার জন্য ক্ষমার পাত্র নিয়ে অপেক্ষা করছে।

জ্ঞান পাগল। তোর দেবতার দেবতা—গিরিজাশংকর।

## ( ব্যস্তভাবে বিরজাশংকরের প্রবেশ )

বিরজা। কই গিরিজাশংকর? কোথায় গিরিজাশংকর?

জ্ঞান পাগল। আছে। যাবে তার কাছে?

বিরজা। তার কাছে যাবার জন্যই আজ আমি ক্ষিধের খাওয়া ভুলেছি, রাতের ঘুম ছেড়েছি। চলতে পারছি না—তবুও এগিয়ে চলেছি।

জ্ঞান পাগল। তাহলে আরও এগিয়ে যাও। [ প্রস্থানোদ্যত ]

বিরজা। কোথায়?

জ্ঞান পাগল। চণ্ডীতলার মন্দিরে। [ প্রস্থান ]

বিরজা। ( মুহূর্ত্তে পশ্চাতে ফিরিয়া বিস্ময়ে ) কে?

সুধা। চিনতে পারছো না?

বিরজা। হাঁা হাঁা, চিনেছি। আমার এ জীবন আকাশে তুমিই তো ধ্রুবতারা হয়ে, ধ্বংসের দূমকেতু হয়ে উঠেছ। কিন্তু এখানে কেন? যা চেয়েছ, তা পেয়েছো। যাও ভাইয়ের কাছে যাও।

সুধা। না গো না—ভাই নেই। তাকে আমি হত্যা করেছি। আর—

বিরজা। আর?

সুধা। তোমার মণিশংকরকেও আমি হারিয়ে ফেলেছি।

বিরজা। কোথায় হারিয়েছ?

সুধা। জানি না। কত খুঁজেছি, তবুও পেলাম না। ওগো তুমি একটু খুঁজে দেখ না।

বিরজা। প্রয়োজন হবে না। অদৃষ্টে থাকে, এমনি করেই পাব। নইলে প্রায়শ্চিত্ত ভেবে তার কথাও ভুলে যাব। কিন্তু আর নয়। চণ্ডীতলার মন্দির—চণ্ডীতলার মন্দিরেই আমাকে যেতে হবে।

[প্রস্থানোদ্যত]

সুধা। (বাধা দিয়া) দাঁড়াও।

বিরজা। কেন?

সুধা। আমাকে ক্ষমা কর! (পায়ের কাছে বলিল) আর সংগে করে চণ্ডীতলার মন্দিরে নিয়ে চলো।

বিরজা। অসম্ভব (সরিয়া গেল) প্রায়শ্চিত্তের আসায় যেতে হয়, চণ্ডীতলার মন্দিরে একাই যাব। আর ক্ষমা চাইছ—যদি বড়দার ক্ষমা পাও, তাহলে আমিও ক্ষমা করব। পথের সংগিনী নয়, আগের মত জীবন সংগিনীয় অধিকার দেব। আর যত দিন না পাও, তাহলে—

সুধা। তাহলে?

বিরজা। সম্বন্ধ ছেড়ে যেমন দূরে দূরে আছি, সারা জীবন তেমনি দূরে দূরেই থাকব। তবু যে ভুল একবার করেছি, দ্বিতীয়বার আর সে ভুল করবো না। [প্রস্থান]

সুধা। চলে গেল। কিন্তু এমনি করে আমাকে—না না, পথের সন্ধান তো দিয়ে গেছে। হাঁা হাঁা স্বামী, সেই প্রায়শ্চিত্তের পথেই আমি এগিয়ে যাব। বুঝেছি, সেই দেবতার ক্ষমা না পেলে স্বামী, সন্তান কাউকেই আমি পাব না। যেতে হবে ক্ষমা চাইতে আমাকেও আজকেই চণ্ডীতলার মন্দিরে যেতে হবে।

---

# পঞ্চম অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

চণ্ডীতলার মন্দির

**( আত্মবিস্মৃতের ন্যায় গিরিজাশংকরের প্রবেশ )**

গিরিজা। মণিশংকর ! মণিশংকর—একি ! কেউ তো আসেনি। কিন্তু কে যেন আমার কানে কানে বললে, গিরিজা—মণিশংকর এসেছে। তোমাকে খুঁজছে। জ্যাঠামণি, জ্যাঠামণি বলে ডাকছে। তবে কি স্বপ্ন !

**( পশ্চাতে গৌরীর প্রবেশ )**

গৌরী। না না বড়দা, স্বপ্ন নয়—ভ্রম। আজ দুদিন এখানে এসে দেখছি মুহূর্তের জন্যেও আপনার চোখে ঘুম আসেনি। সকলের কথা ভুলে শুধু মণিশংকরে কথা ভাবছেন, আর মাঝে মাঝে মণিশংকরের নাম ধরে চীৎকার করে উঠছেন।

গিরিজা। কিন্তু পাচ্ছি কই। আমি যে বড়বৌকে কথা দিইছি, তাকে পেতেই হবে। কেন জান? এই দেখ, কি এটা চিনতে পার?

[ অর্দ্ধদগ্ধ সলতে বাহির করিয়া দেখাইল ]

গৌরী। না।

গিরিজা। বড়বৌয়ের মুখাগ্নি করেছিলাম, সেই আধপোড়া সলতে। মণিশংকরকে পেলে তার হাতে তুলে দিয়ে বড়বৌয়ের শ্রাদ্ধ করাব।

গৌরী। বেশ তো—ফিরে চলুন। সেখানে গিয়ে সবাই মিলে আমরা মণিশংকরের সন্ধান করব। তাকে আমরা পাবই—পাব। চলুন বড়দা, ফিরে চলুন।

গিরিজা। আঃ, তুমি বড় জ্বালাও বাপু। দুদিন ধরে শুধু একই কথা, কিন্তু উপায় নেই। বিশ্বনাথ আমাকে দিব্যি দিয়ে গেছে, শান্তি আর উমা না ফেরা পর্য্যন্ত এই চণ্ডীতলার মন্দিরেই আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

**( উমাশংকরের প্রবেশ )**

উমা। আর অপেক্ষার প্রয়োজন নেই বড়দা। আমি এসেছি।

গিরিজা। এসেছিস—উমা এসেছিস ?

উমা। হ্যাঁ বড়দা। কিন্তু আগের চেয়ে অনেক সুস্থ হয়েই এসেছি। গৌরী নিজের চেষ্টায় আমার চোখ পরীক্ষা করিয়েছে। এখন স্পষ্ট দেখছি। সপ্তাহের মধ্যে নাকি সম্পূর্ণ সুস্থ হবো। চল বড়দা বাড়ী চল।

গিরিজা। বাড়ী !

উমা। হ্যাঁ। আমাদের বাড়ীই আবার আমাদের হয়েছে।

গিরিজা। কিন্তু আটকড়ির টাকা ?

উমা। না না বড়দা, আটকড়ির টাকা নয়—টাকা গৌরীর।

গৌরী। আর সে টাকাও এখন থেকে আমার নয়।

গিরিজা। তার অর্থ কি ?

গৌরী। আপনি তো একদিন বলেছিলেন বড়দা, যদি দিন আসে তাহলে—

গিরিজা। তাহলে—ও, হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। এই উমা ! দাঁড়া হতভাগা, পাশাপাশি দাঁড়া। ওরে এই দুঃখের মধ্যেও একটু শান্তি পেয়ে যাই।

উমা। বড়দা! [প্রণাম করিতে গেল]

গিরিজা। (সরিয়া গিয়া) ওরে না না আজ নয়, আজ আমাদের অশৌচ। তাই আশীর্ব্বাদ না করে অনুরোধ করে যাচ্ছি—সংসার বড় শান্তির সামগ্রী, সেচ্ছায় যখন গ্রহণ করেছ, তখন ভুল করে কোন দিন তাকে ভাঙতে দিও না!

গৌরী। তাই হবে বড়দা! এ অনুরোধ নয়—আদেশ। প্রয়োজনে মরবো, তবু এ আদেশের অমর্য্যাদা কোন দিন আমি করব না। (প্রস্থান)

গিরিজা। চমৎকার! পারবে মা, আমার ভাঙা সংসার জোড়া লাগাতে তুমিই পারবে। কিন্তু আর যে অপেক্ষা করতে পারছি না। শান্তি এখনও আসছে না কেন?

## ( শান্তির প্রবেশ )

শান্তি। এসেছি বাবা।

গিরিজা। এসেছিস? বল, বল মা! কে তোকে উদ্ধার করেছে?

## ( ইন্দ্রনারায়ণের প্রবেশ )

ইন্দ্র। আমি উদ্ধার করেছি কাকাবাবু।

গিরিজা। ওঃ ভগবান! সত্যই তুমি মঙ্গলময়। কিন্তু আর নয়, বাবা ইন্দ্রনারায়ণ!

ইন্দ্র। বলুন কাকাবাবু।

গিরিজা। তোমার কাকীমার ইচ্ছা ছিল, আর আমারও এই শেষ অনুরোধ, তোমার এই মহত্বের বিনিময়ে দেবার সামর্থ কিছুই নেই। তাই, এই শান্তিকে গ্রহণ করে আমাকে মুক্তি দাও।

ইন্দ্র। তাই হবে কাকাবাবু। আপনার এ দান আমি মাথা পেতে গ্রহণ করব। কিন্তু আমার একটা প্রার্থণা, তীর্থে বসে রাজা বাহাদুর আমার পত্রে সব অবগত হয়ে, উত্তর দিয়ে জানিয়েছেন—টাকা চুরির জন্য

বিরজাশংকর দায়ী নয়। আর—

উমা। আর ?

ইন্দ্র। আর আমাদের পাঠানো দশ হাজার টাকা ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়ান কাকাকে দিতে অনুরোধ জানিয়েছেন। আর দেওয়ানি পদে মেজকাকা তো আছেন, তা ছাড়াও কাছারীর উচ্চপদে আপনাকেও নিযুক্ত করেছেন।

গিরিজা। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

উমা। বড়দা !

গিরিজা। [উন্মাদের মত আরও উচৈঃস্বরে] হাঃ হাঃ হাঃ

শান্তি। বাবা ! বাবা—(হাত ধরিয়া ঝাকানি দিল)

গিরিজা। ( চমকাইয়া ) এঁ্যা

শান্তি। কি হয়েছে বাবা—অমন করে হাসছ কেন ?

গিরিজা। ওরে শান্তি ! একের পর এক আজ আবার সব ফিরে এল। যারা আসেনি, হয়তো তারাও আসবে। কিন্তু তোর মা—

ইন্দ্র। দেওয়ান কাকা—

গিরিজা। জান না ইন্দ্র—মরবার সময় সে কি দুর্বিসহ জ্বালা নিয়ে মরেছে তা তোমরা জাননা। জ্বলছে—সে জ্বালায় এখনও জ্বলছে। না না আর নয় ! অপেক্ষা কর বড়বৌ—তোমার এ জ্বালার অবসান আজই আমি করব। দেখেছ তোমরা কেউ মণিশংকরকে দেখেছ ?

শান্তি। দেখিনি বাবা ! শুনেছি গজেন দত্তের বাড়ীতে বন্দী হয়ে ছিল। রাজুদা তাকে উদ্ধার করেছে। আমাদের আগে তোমার সন্ধানে সে এই দিকেই এসেছে।

গিরিজা। তোমাদের আগে এসেছে ? তবে সে গেল কোথায় ?

শান্তি। জানি না।

গিরিজা। কিন্তু আমার যে জানতে হবে। মরবার সময় সে অভাগী বলে গেছে মণিশংকর শ্রাদ্ধ না করলে তার সদ্‌গতি হবে না। তাই এই মুখাগ্নির সলতে সযত্নে রেখেছি। যেতে হবে, মণিশংকরের সন্ধানে আমাকেই যেতে হবে। [ প্রস্থানোদ্যত ]

শান্তি। বাবা!

উমা। বড়দা!

গিরিজা। আঃ, ওরে বাধা দিসনে। সে ছেলেমানুষ, হয়ত পথ ভুল করেছে, নয়তো দস্যু তস্করের হাতে পড়ে কাঁদছে। না না, মুহূর্তের অসাবধানতায় একজনকে হরিয়েছি। আর কাউকে হারাতে পারব না। আমি চীৎকার করে ডাকতে ডাকতে যাব। যেখানেই থাক শুনলে সাড়া দেবে। জ্যাঠামণি বলে ছুটে আসবে। মণিশংকর! মণিশংকর—

[ প্রস্থানোদ্যত ]

নেপথ্যে মণিশংকর। জ্যাঠামণি! জ্যাঠামণি—

গিরিজা। কে? কে ডাকছে? মণিশংকর—

## ( ছুটিয়া মণিশংকরের প্রবেশ )

মণি। জ্যাঠামণি! জ্যাঠামণি! [ গিরিজাকে জড়াইয়া ধরিল ]

গিরিজা। মণিশংকর!

মণি। বল জ্যাঠামণি, কোথায় আছে আমার বড়মা?

গিরিজা। স্বর্গে গেছে বাবা।

মণি। জ্যাঠামণি। [ কাঁদিয়া ফেলিল ]

গিরিজা। কাঁদিসনে বাবা। ওরে মণিশংকর! তোর বড়মা মরবার সময় বলে গেছে, তুই শ্রাদ্ধ না করলে তার আত্মার সদ্‌গতি হবে না। এই দেখ, সেই জন্য এই আধপোড়া সলতে সযত্নে রেখেছি। নে বাবা, ধর। এইবার নিজের হাতে তার শ্রাদ্ধ কর। (হাতে সলতে দিল)

**( ইতিমধ্যে পশ্চাতে বিরজাশংকর প্রবেশ করিল )**

বিরজা। বড়দা!

গিরিজা। কে? [ চমকাইয়া উঠিল ]

উমা। মেজদা এসেছে।

গিরিজা। বিরজা তুই! কিন্তু দূরে কেন? ওরে আয়—কাছে আয়। ( বিরজা কাছে আসিল ) কিন্তু একা কেন? আমার মেজ মা কই?

**( সকলের অসাক্ষাতে সুধামুখী প্রবেশ করিয়া দূরে দাঁড়াইয়াছিল )**

সুধা। ( দূর হইতে ) কাছে যাবার অধিকার আমি হারিয়েছি, তাই দূরেই দাঁড়িয়ে আছি। আপনার ক্ষমা না পেলে—

গিরিজা। কাছে আসবে না। কিন্তু মা—আমি যে অনেক আগেই তোমাদের ক্ষমা করেছি।

[ দূর হইতে গলবস্ত্র হইয়া সুধামুখী গিরিজাশংকরকে প্রণাম করিল ]

গিরিজা। ( মণিশংকরকে বাহুপাশে লইয়া ) বড়বৌ তুমি যেখানেই থাক চেয়ে দেখ, আমি হারিনি—সব হারিয়ে আবার আমি সব পেয়েছি এই চণ্ডীতলার মন্দিরে।

# যবনিকা

ঝুপ করে একটা শব্দ—কিসের শব্দ? কাঁসাই নদীর বুকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলো রহিমা। কিন্তু কেন, কি তার অপরাধ? রহিমা মসজিদে যায় না মন্দিরে বিগ্রহ প্রণাম করে। কোরাণ শোনে না রামায়ণ পড়ে। রহিমার বাবা আব্বাস ভাবে—খোদা ভগবান এক। যে ভাবে ডাকো সবই সমান। নবাব গিয়াস উদ্দিন বলে রহিমাকে শাদী দেবে সৎ সত্যবাদী রহমতের সঙ্গে। গিয়াসের ভাই আখ্‌তার বলে—অসম্ভব, বসরাই গোলাপ আমার চাই। হরণ করলো রহিমাকে। উদ্ধার করে রাজভ্রাতা ব্রজবল্লভ। রাজা হরবল্লভ বলে, তাই হোক। একই ঘরে রহিমা পড়ুক নমাজ, আমরা করব পূজা। দেওয়ান কুন্দকী বাধা দেয়। রহিমাকে ধরিয়ে দেয় লম্পট আখ্‌তারের হাতে। উদ্ধারের আশায় নবাব ছোটে, রাজশক্তি নিয়ে ব্রজবল্লভ আসে। কিন্তু তখন রহিমা নেই। আত্মরক্ষায় আশ্রয় নেয় কাঁসাই নদীর জলে।

করুণ মর্ম্মস্পর্শী ঐতিহাসিক নাটক

## "কাঁসাই নদীর তীরে"

অম্বিকা নাট্য কোম্পানীতে সগৌরবে অভিনীত।

রচনা—কানাইলাল নাথ।

**কে ঠাকুর ডাকাত?** পাথরের ঠাকুর নয়, সজীব মানুষ ভুজংগ হালদার। কিন্তু কেন সে পূজার মন্ত্র ভুলে, নিল ডাকাত বৃত্তি? কি তার অপরাধ? পাঁচশো বিঘে দেবত্র সম্পত্তির ধান পাথরের পুতুল খায় না। সজীব মানুষের সেবায় লাগে এ ইচ্ছা তার অসংগত? দিল্লীর তহশীলদার বদির খাঁ তহশীল করতে এসে অকারণে বাঙালী প্রজার পিঠে চাবুক মারলে, সে চাবুক কেড়ে নেওয়া কি তার অপরাধ? উচ্ছৃঙ্খল বিলাসী জমিদারের দল বিলাস চরিতার্থে বাঈজী নাচাবে, সেই বাড়ীর দরজায় ক্ষুধার্ত্ত মানুষ একমুঠো অন্ন পাবে না এর প্রতিবাদ করা কি অপরাধ? হয়তো তাই। সেই কারণেই অত্যাচারী জমিদার আর তহশীলদার বদির খাঁর চক্রান্তে ভুজংগের স্ত্রী প্রতিমা হোল অন্তর্হিতা। ভাই করংগ দিল প্রাণ। নিজে হোল সমাজচ্যুত। অন্যায়ের জবাবে গড়ে উঠলো ডাকাত বাহিনী। কিন্তু কার নেতৃত্বে? **কে ঠাকুর ডাকাত?**

"অগ্রগামী"তে অভিনীত করুণ রহস্যময় ঐতিহাসিক নাটক

অসংখ্য দর্শকের বিস্ময়—**"কে ঠাকুর ডাকাত"**

রচনা—১৩৮২ সালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার—কানাইলাল নাথ।

**মায়ার বাঁধন** আত্মীয়-স্বজনের প্রতিই হোক আর অর্থ-সম্পদের উপরেই হোক—বড় কঠিন মায়া। তার মধ্যে থেকেও জমিদার সুরোজিত চৌধুরী বলেছিল : না, সব মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে-মৃত্যুর পথে পাড়ি যখন দিতেই হবে, তখন সবার উপরে মানুষ বড়। মানুষের প্রতি মানুষের কর্ত্তব্য কর। অর্থ-পিশাচ ভগবান দাস বলে : অসম্ভব, নগদ দু' হাজার টাকা বরপণ চাই, তবে আমার ছেলে পদ্মলোচনের সংগে অনাথ মোড়লের মেয়ে কল্যাণীর বিয়ে হবে। গরীব অনাথ, ছেলের বাবা ভগবান দাসের পায়ে ধরে কাঁদলো, প্রতিবেশী হাবুল, প্রাণনাথ, ছেলে এবং বন্ধু সুধাকণ্ঠের হাত ধরে অনুরোধ করলো, হোল না। বরের বাপ বর নিয়ে চলে গেল, বিয়ের আসর ভেঙে গেল। লগ্নভ্রষ্টা মেয়ে কল্যাণী লজ্জা বাঁচাতে গায়ে আগুন ধরিয়ে দিল। মরণ-চীৎকারে ছুটে এলো জমিদার সুরোজিৎ চৌধুরী কল্যাণীকে প্রাণে বাঁচালো। শুধু তার লজ্জা বাঁচানো নয়—স্ত্রীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করলো জমিদারের সংসারে। কিন্তু তার ভাই ইন্দ্রজিৎ সইতে পারলো না. মিথ্যা বদনাম, হীন চক্রান্তের জাল বুনতে লাগলো। জমিদারীর মধ্যে ভাঙন ধরাতে ইমান আলিকে হাত করে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষের আগুন জ্বাললো। কিন্তু সুরোজিৎ, নায়েব কাঙালীচরণ আর বন্ধু মহম্মদ আলির সাহায্যে পেরেছিল সে আগুন নেভাতে? পেরেছিল কি মানুষের ধর্ম্ম নিয়ে মানুষের সাথে **মায়ার বাঁধনে** নিজেকেও বেঁধে রাখতে? তারই উত্তর নাটকের দৃশ্যে দৃশ্যে।

অশ্রুসজল মর্ম্মস্পর্শী সামাজিক নাটক॥ নিউ গণেশ অপেরায় অভিনীত।

রচনা—'৮২-'৮৩-র শ্রেষ্ঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত নাট্যকার—কানাইলাল নাথ।

পরিচালনায় ও সুরোজিতের ভূমিকায়—তপনকুমার।

সুর—সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ও উৎপলা সেন।

**লক্ষ্মী এলো ঘরে**—কিন্তু এ লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠের-সিংহাসনে ছিলেন না—ছিলেন মাটির মানুষ সবিতার অন্তরে। তাহলেও একদিন সব হারিয়ে, ভাই সত্যব্রতর হাত ধরে দাঁড়াল পথে। ভাই সত্যব্রত পারলো না বোনের বিয়ে দিতে। মর্ম্মান্তিক অপমানে, অর্থ সংগ্রহে মিশলো পকেট-মারের দলে। তারপর একদিন হঠাৎ অদৃষ্টের ইংগিতে রাজপুত্র জ্যোতিশ্বরের সংগে হোল সবিতার সাক্ষাৎ। গড়ে উঠলো মনের সম্বন্ধ। কিন্তু পশ্চাতে সৃষ্টি হোল মনোহর ওস্তাদের চক্রান্ত। ইন্ধন দিল দেওয়ান কাঙালী শর্ম্মা। প্রমাণ হোল সবিতা চরিত্রহীনা। প্রতিবাদ করলো রামলাল ও কাজলী। কিন্তু তাতে কি ভেঙেছিল রাজপুত্রের ভুল? লক্ষ্মীর মর্যাদা দিয়ে তুলেছিল কি ঘরে?

অম্বিকা নাট্য কোম্পানীতে যশের সহিত অভিনীত।

রচনা—শ্রীকানাইলাল নাথ।